

# মুঅমিন ও মুনাফিক


**লেখকঃ**

মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ

মুফতী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, লেখক, গবেষক।

**সম্পাদক**

ব্যারিস্টার মুহাম্মদ মুজীবুর রাহমান

(সাবেক বিচারক, বাংলাদেশ বিচার বিভাগ)

BRIT SOLICITORS

243A WHITECHAPEL ROAD

LONDON

E1 1DB



**স্বত্বঃ**

এ বইয়ের সর্বস্বত্ব মহান আল্লাহর নামে নিবেদিত। মানবকল্যাণে যে কেউ বইটি প্রকাশ, প্রচার ও বিক্রয় করতে পারবেন। তবে প্রকাশ বা অনুবাদ করতে চাইলে দয়া করে লেখককে অবগত করার অনুরোধ রইল।


**উৎসর্গঃ**

এ বইসহ আমার জীবনের সকল কর্ম (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী মুসলিম ভাইবোনদের হেদায়াত ও মাগফিরাতের জন্য) মহান প্রভূ আল্লাহর নামে উৎসর্গকৃত।

## লেখক পরিচিতি

**নামঃ** মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ, পিতাঃ মুছদ্দর উল্লাহ, দাদাঃ ফজিলত উল্লাহ। গ্রামঃ টুক-দিরাই, উপজেলাঃ দিরাই, জেলাঃ সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ।

**জন্মঃ** ১৯৬৯ ঈসায়ী সনে তখনকার সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার দিরাই থানাধীন চন্ডিপুর গ্রামে ৫ই জুন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

**শিক্ষাঃ** তিনি চান্দিপুর ইসলামিয়া মাদরাসাহ থেকে প্রাথমিক এবং তারাপাশা মাদরাসাহ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন। পরে সিলেট শহরস্থ জামেয়া ক্বাসিমুল উলুম (দরগাহ মাদরাসাহ) থেকে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে ফজিলত (স্নাতক) শ্রেণীতে জামেয়া মাদানিয়া কাজির বাজারে চলে যান। তারপর গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানায় জামিয়া ইসলামিয়া খাদিমু-ল-ইসলাম গওহর ডাঙ্গা থেকে হাদীছে স্নাতকউত্তর ডিগ্রী (তাকমীল ফি-ল-হাদীছ) সমাপ্ত করেন এবং কওমী মাদরাসাহ বোর্ডের (বেফাকু-ল-মাদারিস) চূড়ান্ত পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম স্থান দখল করে মমতাজ (স্টার) মার্ক নিয়ে উত্তীর্ন হন। পরে উক্ত মাদরাসাহ থেকেই "তাখাসসুস ফি-ল-ফ্বিক্বহ" (ইসলামী আইনে বিশেষ কোর্স) সমাপ্ত করে মুফতী (ইসলামী আইন বিশারদ) ডিগ্রী লাভ করেন।

**কর্ম জীবনঃ** তিনি প্রথমে একটি বিদেশী দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অফিসে চাকরী শুরু করেন। কিন্তু জ্ঞান পিপাসু মন তাকে শিক্ষকতায় টেনে আনে। তাই জামেয়া মাদানিয়া কাজির বাজার সিলেট নামীয় স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং সাথে সহকারী হোস্টেল সুপারের দায়িত্ব পালন করেন।

**বর্তমান অবস্থাঃ** ২০০৩ ঈসায়ী সনে "মিনিষ্টার অব রিলিজিয়ন" ভিসা নিয়ে যুক্তরাজ্যে গমন করেন। এবং বর্তমানে এখানকার একটি মসজিদের ইমাম ও খতিব, মাদরাসার মুহাদ্দীছ, স্থানীয় শারীয়া'হ কাউন্সিলের মুফতী এবং একটি ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটি অর্গানাইজেশনে উপদেষ্টা সহ দ্বীনি, সামাজিক ও কমিউনিটির আরো অনেক দায়িত্ব পালন করছেন।

উল্লেখ্য দাওয়াতী কাজের অংশ হিসেবে তিনি একটি দাওয়াতী ওয়েবসাইট এবং সরাসরি ও অনলাইনে অনেক গুলো পাবলিক ক্লাস পরিচালনা করে যাচ্ছেন এবং "ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট" নামে একটি ইন্টারন্যাশনাল অনলাইন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন।

**রচনা ও সংকলনঃ** ইসলামী জ্ঞানকে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য তিনি বেশ কিছু সিলেবাস রচনার কাজে হাত দিয়েছেন। এর মধ্যে ইসলাম শিক্ষা সিলেবাস, ফিক্বহ সিলেবাস, আদাব ও আখলাক সিলেবাস, ছোট মনিদের গল্প সিলেবাস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি তাফসীর ও হাদীছ নিয়েও কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে তাফসীরের সংক্ষিপ্ত এবং অতি গুরুত্বপূর্ন একটি ভার্শন সমাপ্ত করেছেন যা গ্রন্থাকারে এবং অনলাইনে তাফসীর আল-কুরআনের বাণী নামে আপনাদের হাতে তুলে দেয়া হল।

তার লেখালেখি জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ "তাফসীর আল-কুরআনের বাণী"। এছাড়াও তার লেখা বই সমূহের মাঝে; ছোট মণিদের ইসলাম শিক্ষা, প্রাথমিক ইসলাম শিক্ষা, মুঅমিন ও মুনাফিক, যেভাবে ঈমান আনতে হয়, ঈমানের উপর অবিচল থাকা, অধিকার, দ্বীন বুঝার মৌলিক নীতিমালা, ভিন্নমত ভিন্ন পথ জাতীয় ঐক্য ও বিজাতীয় অনুকরণ, ফরজে আইন, শারীয়া'হ বুঝার মৌলিক নীতিমালা, মুঅমিন ও মুনাফিক, জীবন ও সমাজ, সাধারণ জ্ঞান, আদব ও আখলাক, ঈমান, গল্পের বই ১, গল্পের বই ২, আমার বই, আমার বাংলা ১-৪ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

## সম্পাদকীয় কথন

আল-হা'মদু লিল্লাহ! ছুম্মা আল-হা'মদু লিল্লাহ! সর্বজগতের মহান অধিপতি সকল প্রাণীর পালনকর্তা ও বিচার দিনের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ্ রাব্বু-ল-আ'লামীনের অফুরন্ত শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাকে নিকষ কালো অন্ধকারের অমানিশা থেকে সুস্পষ্ট আলোর পথে নিয়ে এসেছেন এবং মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ সাহেবের মতো দ্বীনের নিঃস্বার্থ সেবক, আল্লাহ্ ও রাসূল প্রেমিক কতিপয় বান্দার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন।
মুহতারাম মুফতী সাহেবের ছুহবতে এবং উনার লেখালেখির সংস্পর্শে এসে আমার ভিতরের লুকায়িত অনেক অন্ধকার ও কুসংস্কার দূরীভূত হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের সুবিশেষ কৃপা ও নেকদৃষ্টি না থাকলে কস্মিনকালেও এটা সম্ভব হতো না। হাদীছের ভাষ্য মতে "আল্লাহ্ যাকে অধিক পছন্দ করেন কেবল তাকে-ই দ্বীনের জ্ঞান দান করেন"।

সত্যি কথা হলঃ কুফরতান্ত্রিক আমাদের এ সমাজের মানুষগুলো শয়তানের ষড়যন্ত্র অনুধাবন করতে না পেরে তার পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে মহা উল্লাসে জাহান্নামের দিকে ছুটে চলছে।
শয়তান জানে তার জন্য নির্ধারিত আছে জাহান্নাম আর মুঅমিনদের তরে সুখময় জান্নাত। শয়তান এও জানে বান্দা কুফর শিরক থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে আল্লাহ্ তার অন্য সকল পাপ মোচন করে তাকে জান্নাত দিয়ে দেবেন।

নিজের পরিণতি ও মুঅমিনের প্রাপ্তির কথা চিন্তা করে শয়তানের হিংসা হয় এবং এ হিংসার কারনেই মুঅমিনদেরকে জাহান্নামে তার সঙ্গী বানানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে। মুঅমিন, মুত্তাক্বী ও মুহসিন বান্দাদেরকে কুফর শিরকে জড়িয়ে মুনাফিক বানানোই শয়তানের প্রধান মিশন ও প্রধান উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে-ই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, প্রহরের পর প্রহর, মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাজ করে যাচ্ছে শয়তান, যাতে মুঅমিনকে মুনাফিক বানিয়ে জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরের বাসিন্দা বানাতে পারে।
শয়তানের এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে মুফতী সাহেবের বর্তমান প্রয়াস "মুঅমিন ও মুনাফিক" শিরোনামের পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করা সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বলে আমি মনে করি।

আল্লাহ্ পাকের বিশেষ কৃপায় আমি এ পাণ্ডুলিপিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করেছি। বইটি পড়ে আমি উপলব্ধি করছিঃ আমাদের আপামর জনগণের ঈমানের অবস্থা খুবই নাজুক এবং মুঅমিনের চেয়ে মুনাফিক হওয়ার দিকেই বেশী ধাবমান।

আমাদের উচিত তাওবাহ করে সৎপথে ফিরে আসা। আমরা যদি তাওবাহ করি এবং সৎপথে ফিরে আসি তবে এ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারবো, ইন শা-আল্লাহ। কারণঃ আল্লাহ্ রাব্বু-ল-ইজ্জত সূরাহ আল-ফুরক্বানের ৭০তম আয়াতে বলেছেনঃ "তবে যে (কুফর শিরক থেকে) তাওবাহ করল, ঈমান আনল, সৎকাজ করল; আল্লাহ তাদের মন্দকে ভালোয় রূপান্তরিত করে (সাজার বদলে পুরস্কার) দেবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়"।
একই সূরার ৭১তম আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলছেনঃ "যে তাওবাহ করল, সৎকাজ করল; সে আল্লাহর কাছে-ই ফিরে এল আর এটা-ই ফিরে আসার সঠিক জায়গা"।

মুফতী সাহেব যেভাবে সাবলীল ভাষায় মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিকের পরিচিতি ও তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী গ্রন্থিত করেছেন এবং মুনাফিকের স্বভাব ও মুঅমিন হবার উপায় বর্ণনা করেছেন; সাধারন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের পক্ষেও এটা অনুধাবন করা সহজ হবে।

আমি আশাকরিঃ কুফর শিরক ও মুনাফিকীর পথ পরিহার করে নিজেকে সংশোধন করে খাঁটি মুঅমিন হিসেবে গড়ে তুলতে বইটি সহায়ক হবে, ইন শা-আল্লাহ। আর এমন হতে পারলে-ই আমাদের মানবজীবন সফল হবে, আমরা হতে পারব প্রশান্তিময় জান্নাতের চির অধিবাসী।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছি; হে আল্লাহ..!
আমাদের মন্দকে ভালোয় রূপান্তরিত করে আপনার নেক বান্দাদের কাতারে শামিল করে নাও! আপনার নৈকট্য অর্জন করার তাওফিক দান কর! দুনিয়ার সকল মুসলিম ভাইবোনদের শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত কর! তাদের অন্তর থেকে যাবতীয় কুফর শিরক ও মুনাফিকী দূর করে পরিপূর্ন মুঅমিন বানিয়ে সুখময় জান্নাতের বাসিন্দা করে নাও! আমীন! ছুম্মা আমীন!! ইয়া রাব্বা-ল-আ'লামীন!!!

... ব্যারিষ্টার মুহাম্মদ মুজীবুর রাহমান
BRIT SOLICITORS
243A WHITECHAPEL ROAD
LONDON
E1 1DB

## ভূমিকা

আমরা মুসলিম। আমরা নামায পড়ি, রোজা রাখি, হাজ্জ করি, যাকাত দেই, হালাল হারাম মেনে চলি, পাপ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি, গরীব দুখিদের সাহায্য করি, সাধ্যমত সৎকাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি।

আমরা এসব করি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে। আমাদের উদ্দেশ্য একটা-ই; আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতে মুক্তি। এ মহান উদ্দেশ্যে সফল হতেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, মুসলিম হয়েছি।

কিন্তু জানেন কি..? শুধু ঈমান এনেছি বললেই কেউ জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবে না। মুখে ইসলাম গ্রহণ করলে-ই আল্লাহ্ কারো প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান না। মুসলিম পরিচয় দিলেই কেউ আখেরাতে মুক্তি পাবে না, সকল মুসলিম জান্নাতে যেতে পারবে না। মহান আল্লাহ্ বলেছেন..

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2)

মানুষ কি মনে করেঃ ঈমান এনেছি বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর কোনো পরীক্ষা করা হবে না?

(২৯ আ'নকাবূতঃ ২)

আসল ব্যাপার হলঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতে মুক্তির বিবেচনায় মুসলিম ৩ প্রকার। মুঅমিন, মুনাফিক ও ফাসিক। আসলে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ন, বিষয়টি আমাদের জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার সাথে সম্পর্কিত এবং চিরস্থায়ী জীবনে জান্নাত জাহান্নামের সাথে সম্পৃক্ত, তাই এ সম্পর্কে জানতে হবে, বোঝতে হবে। আর এই জানার ও বোঝার আবশ্যকতার গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনে আপনাদের সাহায্য করার জন্যই আমাদের আজকের আয়োজন; মুঅমিন ও মুনাফিক্ব। আমরা এ বইটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করেছি এবং প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পাঠে সাজিয়েছি, যাতে করে বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন করা পাঠকদের জন্য সহজ হয়।

আশা করিঃ ঈমান দীপ্ত জীবনে আখেরাতের সফরে বইটি আপনাদের পাথেয় হিসেবে কাজ করবে, ইন শা-আল্লাহ। সহজভাবে বুঝার জন্য ঈমানদীপ্ত এ বইটিকে আমরা কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। যেমন...

১ম অধ্যায়ঃ মুঅমিনের পুরস্কার ও মুনাফিকের পরিণাম
২য় অধ্যায়ঃ মুঅমিন, মুনাফিক ও ফাসিক্ব পরিচিতি
৩য় অধ্যায়ঃ ত্বাগূত
৪র্থ অধ্যায়ঃ মুঅমিন হবার উপায়
৫ম অধ্যায়ঃ মুনাফিকের স্বভাব

## ১ম অধ্যায়ঃ মুঅমিনের পুরস্কার ও মুনাফিকের পরিণাম

**প্রারম্ভিক কথাঃ** নিজেদের ঈমান ও আ'মালের ভিত্তিতে মুসলিম ৩ প্রকার হয়ে থাকেঃ মুঅমিন, মুনাফিক ও ফাসিক। এরমাঝে..

- যে মুসলিম ঈমানে পরিপক্ক ও আমালে পরিপূর্ন, যে মুসলিম সকল প্রকার কুফর, শিরক ও কবীরাহ গোনাহ থেকে বিরত থেকে বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি বিষয়ে দ্বীন মেনে চলে সে মুঅমিন। মুঅমিনের কোনো ভয় নেই আর সে কোনো প্রকার পেরেশানীতেও পড়বে না। মুঅমিনকে আখেরাতে পুরস্কার দেয়া হবে এবং অনন্ত জীবন সে জান্নাতে কাটাবে।
- যে মুসলিম ঈমানে পরিপক্ক নয়, যে মুসলিম কোনো না কোনো ভাবে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়ে সে মুনাফিক। মুঅমিনকে আখেরাতে চির জাহান্নামী হবে, কোনোকিছুতেই তাকে ক্ষমা করা হবে না, সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন গহবরে পতিত হবে।
- যে মুসলিম ঈমানে পরিপক্ক তবে আমালে পরিপূর্ন নয়, বরং কবীরাহ গোনাহ জড়িয়ে পড়ে সে ফাসিক। ফাসিক আখেরাতে অনিশ্চয়তায় পতিত হবে এবং আল্লাহর দয়ার উপর ঝুলন্ত থাকবে। আল্লাহ্ চাইলে তাঁকে ক্ষমা করবেন নতুবা সাজা দেবেন। তবে ফাসিক জাহান্নামে গেলেও চির জাহান্নামী হবে না। মেয়াদী সাজা ভোগের পর তাদেরকে মাফ করে দেওয়া হবে।

বিষয়টা যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং এ বিষয়ে জানা আবশ্যক। তাই প্রতিটি বিষয় আলাদা ভাবে, আলাদা অনুচ্ছেদে বর্ননা করা হবে, ইন শা-আল্লাহ।

### অনুচ্ছেদঃ ১. মুঅমিনের পুরস্কার

মহান আল্লাহ্ তাঁর মুঅমিন বান্দাকে দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক পুরস্কার দান করেন। এসব পুরস্কারের গুরুত্বপূর্ন কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল..

**পুরস্কারঃ ১.** আপনি মুঅমিন হতে পারলে মহান আল্লাহ্ আপনার ওয়ালী বা অভিভাবক হয়ে যাবেন। তখন আল্লাহই আপনাকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন। ইরশাদ হচ্ছে...

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257)

আল্লাহ পতাল মুঅমিনদের ওয়ালী। তিনি তাদের বের করে আনেন সকল প্রকার অন্ধকার (কুফর) থেকে একমাত্র আলোতে (ইসলামে।) আর যারা কুফর করে তাদের ওয়ালী হয় ত্বাগুত (ইসলাম বিদ্বেষী নেতারা) যারা বের করে আনে আলো থেকে অন্ধকারে। তারা (ত্বাগুত ও তার অনুসারীরা) জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (২ বাক্বারাহঃ ২৫৭)
সুতরাং আপনি শুধু মুঅমিন হয়ে যান। আর কোনো চিন্তা করতে হবে না। মহান আল্লাহ নিজে আপনার অভিভাবক হয়ে যাবেন এবং আপনাকে কুফরের অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে আসবেন আলো ঝলমল ঈমানের পথে।

**পুরস্কারঃ ২.** আপনি মুঅমিন হতে পারলে আল্লাহ্ আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। ইরশাদ হচ্ছে...

**مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11)**

তোমাদের উপর কোনো মুসীবত আসতে পারে না আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে হেদায়াত দান করেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে মহা জ্ঞানী। (৬৪ তাগা'বুনঃ ১১)

**يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (16)**

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ এর (এ নূরের /আল-কুরআনের) মাধ্যমে তাকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন। তাকে বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোতে আপন করুণায়। পরিচালিত করেন সোজা পথে। (৫ মা-ইদাহঃ ১৬)
সুতরাং আপনার কোনো ভাবনা নেই। আপনি শুধু মুঅমিন হয়ে যান। মহান আল্লাহ্ নিজে আপনার অন্তরকে হেদায়াত করবেন, আপনাকে পরিচালিত করবেন শান্তির পথে, সোজা পথে তথা সীরাত মুস্তাক্বীমে।

**পুরস্কারঃ ৩.** আপনি মুঅমিন হতে পারলে আল্লাহ্ আপনার চলার পথ সহজ করে দেবেন। ইরশাদ হচ্ছে...

**فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ (7)**

যে দান করে, পাপমুক্ত থাকে আর উৎকৃষ্ট (আদর্শ তথা ইসলাম) মেনে চলে, আমি তার জন্য (জান্নাতের) সহজ পথকে সুগম করে দেই। (৯২ আল-লাইলঃ ৫-৭)
সুতরাং আপনার কোনো ভাবনা রইল না। আপনি শুধু মুঅমিন হয়ে যান। মহান আল্লাহ্ নিজে আপনার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।

**পুরস্কারঃ ৪.** আপনি মুঅমিন হতে পারলে আল্লাহ্ আপনার অন্তরে প্রশান্তি দান করবেন। ইরশাদ হচ্ছে...

**هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4)**

আল্লাহ মুঅমিনদের মনে প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছেন, যাতে তাদের ঈমান বেড়ে যায়। আসমান যমীনের সকল বাহিনীর মালিকানা আল্লাহর। আল্লাহ মহাজ্ঞানী মহাকৌশলী। (৪৮ ফাতহঃ ৪)

**পুরস্কারঃ ৫.** আপনি মুঅমিন হতে পারলে দুনিয়া ও আখেরাতে ফিরিস্তাগণ আপনার আপন হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে...

**إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32)**

যারা বলেঃ "আমাদের প্রভূ আল্লাহ্" এবং এতে অবিচল থাকে (মৃত্যুকালে) ফিরিস্তা তাদের কাছে অবতীর্ন হয় (এবং বলে) ভয় পেয়ো না, পেরেশান হইও না, প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা তোমাদের ওয়ালী (অতি আপন জন। তোমরা জান্নাতে যাচ্ছ) সেখানে তাই পাবে যা তোমাদের মন চাবে। গাফূর ও রাহীমের আপ্যায়ন (এমনই হয়। ৪১ ফুসসিলাতঃ ৩০-৩২) সুতরাং আর কোনো চিন্তা রইল না। আপনি শুধু মুঅমিন হয়ে যান। সব পেয়ে যাবেন।

**পুরস্কারঃ ৬ =** আপনি মুঅমিন হতে পারলে আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং আপনাকে জান্নাত দান করবেন। ইরশাদ হচ্ছে...

**وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)**

মুঅমিন পুরুষ ও মুঅমিনাহ নারীকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন জান্নাতের; যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। থাকবে চিরস্থায়ী জান্নাতে উন্নততর প্রাসাদ। আর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি। ইহাই মহা সাফল্য। (৯ তাওবাহঃ ৭২)
সুতরাং আর ভাবনা কিসের..? আপনি শুধু মুঅমিন হয়ে যান। মহান আল্লাহ্ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং আপনাকে জান্নাত দান করবেন।

**পুরস্কারঃ ৭ =** মুঅমিন হতে পারলে আপনি আখেরাতেও নিরাপদ থাকবেন, সেখানেও আপনার কোনো ভয় থাকবে না, চিন্তা থাকবে না। ইরশাদ হচ্ছে...

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277)

যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, প্রভূর কাছে তাদের প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই, কোনো চিন্তা নেই। (২ বাক্বারাহঃ ২৭৭)

**পুরস্কারঃ ৮ =** আপনি মুঅমিন হতে পারলে আপনার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে এবং আপনার হিসাব হবে অতি সহজ। ইরশাদ হচ্ছে...

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9)

(সেদিন) যার কিতাব (আমলনামা) ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব হবে অতি সহজ, সে আনন্দ চিত্তে আপন জনের কাছে ফিরে যাবে। (৮৪ ইনশিক্বাক্বঃ ৭-৯)

**পুরস্কারঃ ৯ =** আপনি মুঅমিন হতে পারলে এবং মুঅমিনের দায়িত্ব আদায় করতে পারলে আল্লাহ্ আপনার সকল গোনাহ মাফ করে দেবেন। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13)

মুঅমিনগণ! তোমাদেরকে এমন বাণিজ্যের সন্ধান দেব কি, যা যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে? (এ বানিজ্য হচ্ছে) আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। তোমাদের জন্য ইহাই উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (এমন করলে) আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ মাফ করে দেবেন, তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। (দেবেন) চিরস্থায়ী জান্নাতে উন্নততর আবাস। আর ইহাই মহা সাফল্য। আরো দেবেন তোমাদের পছন্দনীয় বিষয়ঃ আল্লাহর সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুঅমিনদের সুসংবাদ দাও। (৬১ স্বাফফঃ ১০-১৩)

সুতরাং আপনার কোনো ভাবনা রইল না। আপনি শুধু মুঅমিন হয়ে যান এবং নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করুন। মহান আল্লাহ্ নিজ থেকে আপনাকে মাফ করে দেবেন এবং আপনাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত রাখবেন।

**পুরস্কারঃ ১০ =** হাশরের কঠিন দিনে আপনার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের যারা ফাসিক হয়ে জাহান্নামী হবে; আপনি আল্লাহর অনুমতি নিয়ে তাদের জন্য শাফায়া'ত করতে পারবেন যদি আপনি মুঅমিন হতে পারেন। ইরশাদ হচ্ছে..

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (109)

সেদিন রাহমান যাকে অনুমতি দেবেন, যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন (কেবল তার শাফায়াতই কাজে আসবে) সে ছাড়া অন্য কারো শাফায়া'ত কাজে আসবে না। (২০ ত্বা-হাঃ ১০৯)

সুতরাং মুঅমিন হতে পারলে আমরা অনেক কিছুই পেয়ে যাব। তাই আমাদের উচিত ঈমান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং খাঁটি মুঅমিন হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করা। হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে প্রকৃত মুঅমিন হবার তাওফীক দান কর।

## অনুচ্ছেদঃ ২. মুনাফিক্বের পরিণাম

মুনাফিকের পরিণাম বড়ই ভয়াবহ। মুনাফিক ব্যক্তির ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় ফলে তার আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। মুনাফিকের পরিণতির কথা কুরআন হাদীছে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। নিম্নে এসবের কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হল। যেমন..

**পরিণামঃ ১ =** কেউ মুনাফিক হয়ে গেলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে মানুষের কাছে মুসলিম হিসাবে পরিচিত হলেও আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত তালিকায় সে কাফির হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ(84)

তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে কখনো তার জন্য সালাত (জানাজা, দোয়া) করবে না, তার কবরেও দাঁড়াবে না। কারণঃ তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করেছে এবং পাপিষ্ঠ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে। (৯ তাওবাহঃ ৮৪)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** মুনাফিক্বী আসলে কুফরেরই নামান্তর। মুনাফিকরা মানুষের দৃষ্টিতে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জানাজা পড়া এবং তাদের জন্য দোয়া করা হারাম। কেউ করলেও কবুল হবে না। বরং যে তাদের জন্য দোয়া করবে বা তাদের জানাজা পড়বে তার পাপ হবে, সে আল্লাহর অবাধ্য হিসাবে গণ্য হবে।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)

যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য, যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করে এবং বলেঃ কিছু মানি আর কিছু মানি না, যারা ঈমান ও কুফরের মাঝে নতুন পথ বানাতে চায় এরা আসল কাফির। আর কাফিরদের তরে (জাহান্নামে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪ নিসাঃ ১৫০-১৫১)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** মুঅমিন হতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সদাসর্বদা পরিপূর্ন ভাবে ইসলাম মেনে চলতে হয়। জীবনের কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম আর কিছু ক্ষেত্রে অন্যথা করলে মুঅমিন হওয়া যায় না। বাস্তব জীবনে ইসলামের সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যারা এমন করে তারা মুনাফিক হয়ে যায়। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাজা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

**পরিণামঃ ২.** মুনাফিকের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত বরবাদ হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (53)

তুমি দেখবেঃ যাদের (যেসব মুসলিমের) অন্তর (মুনাফিকীর) রোগে আক্রান্ত তারা খুব দ্রুত এদের (ইয়াহুদ নাসারাদের) দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং বলছেঃ (এদের কথা না মানলে) বিপদে পড়ার আশংকা আছে। ভবিষ্যতে আল্লাহ যদি (তোমাদের) পূর্ণ বিজয়ী করেন বা অন্য কিছু দান করেন, তবে গোপন অভিসন্ধির জন্য এরা অপমানিত হবে। তখন (এদের প্রতি ইঙ্গিত করে) মুঅমিনরা বলবে এরাই তারা, যারা আল্লাহর নামে কসম করে বলত "আমরা তোমাদের সঙ্গী"। এদের সকল আ'মাল নিস্ফল হয়ে যাবে, এরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৫ মা-ইদাহঃ ৫২-৫৩)

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

...কেউ ঈমান আনা সত্ত্বেও কুফর করলে তার সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। আর আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত। (৫ মা-ইদাহঃ ৫)

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (19)

যারা (যুদ্ধ থেকে) পালিয়ে থাকে এবং অন্য ভাইদের বলেঃ আমাদের সঙ্গে থাকো; আল্লাহ তাদের খুব জানেন। যুদ্ধে তারা কমই যায়। তোমাদের কল্যাণে তারা খুবই কৃপণ। তুমি দেখবেঃ ভীতির সময় এলে এরা চক্ষু উল্টিয়ে তোমার দিকে চেয়ে থাকবে, যেন তাদের উপর মৃত্যু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ভীতি (যুদ্ধাবস্থা) চলে গেলে ক্ষুরদার যবান দিয়ে তোমাদের সাথে গলাবাজি করবে। কল্যাণ কাজে এরা খুবই কৃপণ। (যারা এমন করে) এরা মুঅমিন নয় (আল্লাহ যুদ্ধ ফরজ করেছেন আর এরা যুদ্ধ পছন্দ করে না। তাই এদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে) আল্লাহ এদের সকল আ'মাল বরবাদ করে দিয়েছেন। আল্লাহর জন্য ইহা অতি সহজ। (৩৩ আহযাবঃ ১৮-১৯)

**জ্ঞাতব্যঃ** কাফিরের নেক কাজের বদলা আল্লাহ দুনিয়াতে দিয়ে দেন, আখেরাতে সে কিছুই পাবে না। আর মুসলিমের নেক কাজের বিনিময় আখেরাতে দান করেন। তবে কোনো মুসলিমের ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে সেও কাফেরদের মত হয়ে যায়, তার সকল আ'মাল বরবাদ ও নিস্ফল হয়ে যায়, আখেরাতে সে এর কোনো বিনিময় পাবে না।

**পরিণামঃ ৩ =** যেসব মুসলিম মুনাফিক হয়ে যায় তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে তারা দ্বীনি ব্যাপারে ভালমন্দ বিচারিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাই এরা বিভ্রান্তির দিকে দ্রুত ধাবিত হয় এবং ফিরে আসার সম্ভাবনা একেবারেই কম হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18)

(মুনাফিকরা) অন্ধ, বধির, বোবা। তাদের ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। (২ বাক্বারাহঃ ১৮)

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (87)

তারা (যুদ্ধ থেকে) পিছনে থাকা লোকদের সঙ্গী হয়ে খুশী হয়। তাই তাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে তারা (দ্বীনের জন্য আত্মত্যাগের মর্ম) বুঝে না। (৯ তাওবাহঃ ৮৭)

**পরিণামঃ ৪ =** কেউ মুনাফিক হয়ে গেলে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। ইরশাদ হচ্ছে..

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (96)

তোমাদের সন্তুষ্ট করতে তারা কসম করে। তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেও আল্লাহ ওই পাপিষ্ঠদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। (৯ তাওবাহঃ ৯৬)

**পরিণামঃ ৫ =** যে মুনাফিক তাওবাহ না করে এবং নিজেকে না শোধরিয়ে মারা গেল আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না। ইরশাদ হচ্ছে..

**اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80)**

তাদের (মুনাফিকদের) তরে মাগফিরাত কামনা করা বা না করা তোমার জন্য সমান। তুমি (নবী) সত্তর বার মাগফিরাত কামনা করলেও আল্লাহ তাদের মাফ করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করেছে। আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না (যদি সে নিজেকে শোধরে না নেয়) (৯ তাওবাহঃ ৮০)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** ঈমান আনার পর কুফর শিরক বা ঈমান বিনষ্টকারী পাপ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। তখন তার জন্য নবী দোয়া করলেও কাজ হয় না।

**إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)**

আমি (আল্লাহ) আমার কিতাবে (প্রয়োজনীয়) সবকিছু মানুষের জন্য স্ববিস্তারে বর্ণনা করে (সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি এবং এসব তথ্য বা বিধানের কোনোকিছু গোপন করা হারাম করে) দিয়েছি। সুতরাং যে বা যারা আমার নাযিলকৃত কিতাবের কোনো বর্ণনা বা দিক নির্দেশনা গোপন করবে তাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত, লা'নত অন্য সকলের। তবে (এমন পাপ করার পর) যারা তাওবাহ করে নিজেকে শোধরে নেবে এবং সবকিছু প্রকাশ করে দেবে তাদের তাওবাহ আমি কবুল করব। নিশ্চয় আমি তাওবাহ কবুলকারী, রাহী'ম। (২ বাক্বারাহঃ ১৫৯-১৬০)

**জ্ঞাতব্যঃ** কুরআন হাদীছের সকল তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত। এসবের কোনোকিছু গোপন করা পাপ। যারা কুরআন হাদীছের তথ্য গোপন করে তাদের প্রতি লা'নত। বাস্তবে দেখা যায় এই কাজটি তারাই বেশী করে যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে। দলবাজরা সাধারণত শুধু নিজের দলের পক্ষের আয়াত ও হাদীছ প্রকাশ করে এবং অন্য দলের সমর্থনে যাওয়া আয়াত ও হাদীছ গোপন করে অথবা অপব্যাখ্যা (তাওয়ীল) করে থাকে।

**পরিণামঃ ৬ =** মুনাফিক ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাযা পড়া, তার জন্য দোয়া করা, এমনকি তার কবরে যাওয়াও নিষিদ্ধ। ইরশাদ হচ্ছে..

**فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (83) وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)**

(তাবুক যুদ্ধ থেকে) আল্লাহ তোমাকে ফিরিয়ে নেবার পর তাদের কিছু লোক (অন্য যুদ্ধে) বের হবার অনুমতি চাইবে। বলঃ তোমরা আমাদের সাথে বের হতে পারবে না, আমাদের দুশমনের সাথে যুদ্ধও করতে পারবে না। কারণঃ প্রথমবার (যুদ্ধের আদেশ করা হলে) তোমরা বসে থেকেছ। (ভবিষ্যতেও) পিছনে থাকা লোকদের সঙ্গে বসেই থাকবে। তাই তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে কখনো তার জন্য সালাত (জানাজা, দোয়া) করবে না, তার কবরে দাঁড়াবে না। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করেছে এবং পাপিষ্ঠ অবস্থায় মৃত্যুবরন করেছে। (৯ তাওবাহঃ ৮৩-৮৪)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** মুনাফিক্বী আসলে কুফরেরই নামান্তর। মুনাফিকরা মানুষের দৃষ্টিতে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জানাজা পড়া এবং তাদের জন্য দোয়া করা হারাম। কেউ করলেও কবুল হবে না। বরং যে তাদের জন্য দোয়া করবে বা তাদের জানাজা পড়বে তার পাপ হবে। সে আল্লাহর অবাধ্য হিসাবে গণ্য হবে।

**পরিণামঃ ৭ =** মুনাফিক ব্যক্তি আখেরাতে নূর খুঁজে পাবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

**يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ(13) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ(15)**

সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিকাহ নারী মুঅমিনদের বলবে একটু অপেক্ষা কর, আমরা তোমাদের নূর থেকে উপকৃত হব। বলা হবে পিছনে গিয়ে নূরের সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মধ্যখানে এক প্রাচীর নির্মিত হবে, তাতে একটি দরজা থাকবে, যার ভিতরে রহমত আর বাহিরে আযাব। মুনাফিকরা ডেকে বলবেঃ আমরা কি তোমাদের সঙ্গী ছিলাম না? মুঅমিনরা বলবেঃ অবশ্যই, তবে তোমরা নিজেকে বিপদে ফেলেছ, (ঈমান না এনে) কালক্ষেপণ করেছ, (আল্লাহর বিধানে) সন্দেহ করেছ, অতিলোভ তোমাদের ডুবিয়ে দিয়েছে। এভাবেই এসেছে আল্লাহর হুকুম (মৃত্যু। শয়তান) আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের প্রতারিত করেছে। আজ তোমাদের বা কোনো কাফিরের পক্ষ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এটাই তোমাদের চিরস্থায়ী সঙ্গী, জঘন্যতম আবাস। (৫৭ হাদীদঃ ১৩-১৫)

**পরিণামঃ ৮ =** যে মুনাফিক হয়ে গেল সে কাফির মুশরিকদের সঙ্গী হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে গেল। ইরশাদ হচ্ছে..

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا(140)

আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেনঃ যখন শোনবে আল্লাহর বিধান নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, কুফর করা হচ্ছে, তখন এদের সাথে বসবে না, যতক্ষন না এরা অন্য আলোচনায় ফিরে যায়। নতুবা তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন। (৪ নিসাঃ ১৪০)

**আইন ও বিধানঃ** আল্লাহর বিধান নিয়ে উপহাস করা কুফর। কোনো মজলিসে এমন করা হলে এখানে বসা নিষেধ। যে বসবে সে মুনাফিক হয়ে যাবে।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68)

মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী আর কাফিরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। তাদের জন্য ইহাই যথেষ্ট। তাদের প্রতি লা'নত। তাদের তরে চিরস্থায়ী আযাব। (৯ তাওবাহঃ ৬৮)

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (73)

মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে আল্লাহ অবশ্যই আযাব দেবেন। আর মুঅমিন পুরুষ ও মুঅমিনাহ নারীর তাওবাহ কবুল করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (৩৩ আহযাবঃ ৭৩)

**পরিণামঃ ৯ =** মুনাফিক নিকৃষ্টতম জাহান্নামে পতিত হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا(145)

মুনাফিক জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। তাদের সাহায্য করার মত কাউকে খুঁজে পাবে না। (৪ নিসাঃ ১৪৫)

## অনুচ্ছেদঃ ৩. ফাসিকের পরিণতি

যে মুসলিম ফাসিক হয়ে গেল সে তার জীবনকে অনিশ্চয়তায় ফেলে দিল। সে তাওবাহ না করে মারা গেলে তার আখেরাত অনিশ্চিত। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করবেন, নতুবা জাহান্নামে আযাব দেবেন। ইরশাদ হচ্ছে..

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(40)

অপরাধ করার পর যে ব্যক্তি তাওবাহ করল, নিজেকে শুধরে নিল; আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। পাপ ছেড়ে সৎপথে ফিরে আসাকে তাওবাহ বলে) তুমি কি জান না, আসমান যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর? তিনি যাকে ইচ্ছা আযাব দেন, যাকে খুশী মাফ করে দেন। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (৫ মা-ইদাহঃ ৩৯-৪০)

# ২য় অধ্যায়ঃ মুঅমিন, মুনাফিক ও ফাসিক্ব পরিচিতি

এতক্ষণ আমরা মুঅমিন, মুনাফিক্ব ও ফাসিক্বের পরিণতি সম্পর্কে জানলাম। এবার আসুন! তাদের পরিচিতি সম্পর্কে জেনে নেই। বুঝার সুবিধার্থে এ অধ্যায়কেও আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। যেমন..

## অনুচ্ছেদঃ ১. মুঅমিন পরিচিতি

মুঅমিন হতে হলে প্রথমে মুসলিম হতে হয়। আর মুসলিম হতে হলে ইসলাম গ্রহণ করতে হয়। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা আর মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পণকারী। মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের উপর আল্লাহর প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে জীবনের সকল ক্ষত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করার নাম ইসলাম গ্রহণ। ইসলাম গ্রহণ করার পর মানুষ মুসলিম হয়। সুতরাং ..

- ✓ যে মুসলিম সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করল,
- ✓ যে মুসলিম ঈমানের যাবতীয় বিষয়ে সন্দেহ মুক্ত হয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল,
- ✓ যে মুসলিম বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলল, তাঁকে মুঅমিন বলা হয়।

অন্য কথায় যে মুসলিম সকল প্রকার কুফর, শিরক ও কবীরাহ গোনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখলে এবং পরিপূর্ন ঈমানের সহিত বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান ও নীতিমালা মেনে চল সে মুঅমিন। এবার আসুন! বিষয়টি দলীল সহ একটু বিস্তারিত জেনে নেই;

**১.** মুঅমিন হতে হলে প্রথমে সকল প্রকার ত্বাগূ'তকে বর্জন করতে হবে। ত্বাগূ'ত বর্জন ঈমানের পূর্ব শর্ত। ত্বাগূ'ত বর্জন না করে কেউ ইমানদার বা মুঅমিন হতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)

দ্বীন গ্রহণে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে) বিভ্রান্তি আর হেদায়াত সম্পূর্ন রূপে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি সকল ত্বাগূত্বকে বর্জন করল এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনল সে এক মজবুত আদর্শ আঁকড়ে ধরল যা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (২ বাক্বারাহঃ ২৫৬)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** ইসলাম গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না তবে মুসলিম হবার পর অবশ্যই ফরজ কাজ করতে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

**وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36)**

আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি। (এই বাণী দিয়ে যে) এক আল্লাহর দাসত্ব কর এবং সকল ত্বাগূতকে বর্জন কর। (তবে কোনো কালেই সকল মানুষ রাসূলের কথা মেনে নেয়নি। ফলে) আল্লাহ কাউকে (যারা ত্বাগূত বর্জন করেছে তাদেরকে) হেদায়াত করেছেন আর কারো উপর (যারা ত্বাগূত্ব বর্জন করেনি তাদের উপর) অবধারিত হয়েছে বিভ্রান্তি। যমীনে বিচরণ কর, দেখ! (আল্লাহর বিধান) প্রত্যাখ্যান কারীদের কি পরিণতি হয়েছে। (১৬ নাহ'লঃ ৩৬)

**২.** মুঅমিন হতে হলে ঈমানের যাবতীয় বিষয়ে সন্দেহ মুক্ত থেকে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে, অকাট্য ভাবে প্রমানিক কোনো বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ করা যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

**إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30)**

যারা বলেঃ "আল্লাহই আমাদের প্রভূ" এবং এতে অবিচল থাকে (মৃত্যুকালে) ফিরিস্তা তাদের কাছে অবতীর্ন হয় (এবং বলে) তোমাদের কোনো ভয় নেই, কোনো চিন্তা নেই। তোমরা প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। (৪১ ফুসসিলাতঃ ৩০)

**إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13)**

যারা বলেঃ আল্লাহ আমাদের রাব্ব (বিধান দাতা) এবং (মৃত্যু পর্যন্ত) এর উপর অবিচল থাকে। (ঈমানের উপর অবিচল অবস্থায় যাদের মৃত্যু হবে) তাদের কোনো ভয় নেই, তারা পেরেশান হবে না। (৪৬ আহক্বাফঃ ১৩)

**৩.** মুঅমিন হতে হলে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে চলতে হবে। বাতব জীবনের কিছু ব্যাপারে ইসলাম আর কিছু ব্যাপারে অন্যথা করলে মুঅমিন হওয়া যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে...

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208)**

অহে যারা ঈমান এনেছো! (শোনো!) পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। (জীবনের কিছু ব্যাপারে ইসলাম আর কিছু ব্যাপারে অন্যথা করে) শয়তানের পদাংক অনুকরণ কর না। সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (২ বাক্বারাহঃ ২০৮)

**إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)**

যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করে (অবাধ্য হয়) যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করতে চায় এবং বলেঃ কিছু মানি আর কিছু মানি না। যারা ঈমান ও কুফরের মাঝে নতুন পথ বানাতে চায়। (যারা এমন করে) এরাই আসল কাফির। এসব কাফিরদের তরে (জাহান্নামে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪ নিসাঃ ১৫০-১৫১)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** মুঅমিন হতে হলে পরিপূর্ণ ভাবে ইসলাম মেনে চলতে হয়। জীবনের কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম আর কিছু ক্ষেত্রে অন্যতা করলে মুঅমিন হওয়া যায় না। ইসলামের সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত করে নতুন পথ তৈরী করা কুফর এবং ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যারা এমন করে তারা মুনাফিক হয়ে যায়। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাজা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

**وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)**

তারা বলে আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি, আমরা তাদের অনুগত। তথাপিও কিছু মানুষ অন্যপথে ফিরে যায়। আসলে এরা মুঅমিন নয়। (কারণ) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন সুন্নাহর) প্রতি আহ্বান করা হলে এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর (কুরআন বা হাদীছে) ব্যক্তিগত ফায়দা হলে অনুগত হয়ে ছুটে আসে। (এরা কেন এমন করছে? কি মনে কর?) এদের অন্তর রোগাক্রান্ত? না এরা সন্দিহান, না আল্লাহ ও রাসূল থেকে অবিচারের আশংকা করছে? আসলে এরাই অবিচারী (বিচার ও শাসন থেকে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে এরা মহা অবিচার করেছে। কারণ যার অন্তরে ঈমান আছে সে এমন করতেই পারে না) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ রাসূলের (শারীয়া'হ আইনের) প্রতি আহ্বান করা হলে মুঅমিনদের কথা হবে একটাইঃ শোনলাম আর মেনে নিলাম। যারা এমন করে তারাই সফল। (২৪ নূরঃ ৪৭-৫১)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** মুঅমিন হতে হলে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে অবিচল থাকতে হয় এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলতে হয়। জীবনের কিছু বিষয়ে ইসলাম আর কিছু বিষয়ে অন্যথা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজের অনেক মানুষ ইবাদাতের বেলায় আল্লাহর বিধান মেনে নিলেও বিচার ও শাসনের বেলায় মেনে চলে অন্য বিধান। উক্ত আয়াতে এদের কথাই বলা হয়েছে। এরা আসলে মুঅমিন নয়, মুনাফিক।

আশা করি উপরের আলোচনা থেকে মুঅমিনের পরিচিতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুঅমিন ওই মুসলিমকে বলে; যে..

- সকল প্রকার ত্বাগূ'তকে বর্জন করে,
- ঈমানের যাবতীয় বিষয়ে সন্দেহ মুক্ত থেকে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখে,
- বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলে।

তাই আসুন! আমরাও নিজেরদের বাস্তব জীবনে এই তিনটি গুণের সমন্বয় সাধন করে একজন মুঅমিন হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলি।

এমন হতে পারলে মহান আল্লাহ আমাদের ওয়ালী হয়ে যাবেন। তিনি নিজে আমাদের অভিভাবক হয়ে যাবেন। পাপের পথ থেকে বের করে এনে আমাদের পরিচালিত করবেন সঠিক পথে। তখন আমাদের আর কোনো চিন্তা থাকবে না, পেরেশানী থাকবে না।

মনে রাখতে হবে; মুঅমিনের কাজ ৩টিঃ বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলা, দ্বীনের দাওয়াত দেয়া আর ইক্বামাতে দ্বীন তথা দ্বীন কায়েমে সাধ্য মত প্রচেষ্ঠা করা।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে মুঅমিন হবার তাওফিক দান কর।

## অনুচ্ছেদঃ ২. মুনাফিক পরিচিতি

যে মুসলিম ত্বাগূত বর্জন করেনি, যে মুসলিম ঈমানের কোনো বিষয়ে বিশ্বাসে অবিচল নয় সে মুনাফিক। অন্য কথায় যে মুসলিম নিজেকে কোনো প্রকার কুফর বা শিরকের সাথে জড়িয়ে ফেলল; সে মুনাফিক।

এবার আসুন! মুনাফিকের বিষয়টি দলীল সহ একটু বিস্তারিত জেনে নেই..

**১.** যে মুসলিম ত্বাগূ'ত বর্জন করবে না সে মুনাফিক হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

**أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا(60)**

(হে নবী!) তুমি কী তাদেরকে দেখনি? যারা মনে করেঃ তোমার উপর নাযিলকৃত এবং ইতিপূর্বে নাযিলকৃত (কিতাব ও বিধানের) প্রতি ঈমান এনেছে। আর বিচার নিয়ে যেতে চায় ত্বাগূতের (ইসলাম বিরোধী নেতাদের) কাছে? অথচ তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করতে। শয়তান তাদেরকে পরিপূর্ন ভাবে বিভ্রান্ত করে দিতে চায়। (৪ নিসাঃ ৬০)

**২.** যে মুসলিম ঈমানের কোনো বিষয়ে সন্দেহে পতিত হবে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। প্রমাণ স্বরুপ একটু উপরে সূরাহ নূরের ১৫০ তম আয়াত দেখে নিন। মোট কথা যে মুসলিম...

ত্বাগূত বর্জন করল না অথবা ঈমান আনার মত কোনো বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ করল

সে মুনাফিক হয়ে গেল। মুনাফিকের মূল সমস্যা ঈমানে। মুনাফিকের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবার ফলে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তাই আ'মাল সে যতই করুক এতে কোনো কাজ হবে না।

## অনুচ্ছেদঃ ৩. ফাসিক্ব পরিচিতি

ফাসিক ওই মুসলিমকে বলা হয় যে...

- সকল প্রকার ত্বাগূ'তকে বর্জন করেছে,
- ঈমানের যাবতীয় বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছে
- তবে বাস্তব জীবনে পরিপূর্ন ভাবে ইসলামী বিধান মেনে চলতে পারল না।
- অন্য কথায় যে মুসলিম কোনো প্রকার কবীরাহ গোনায় জড়িয়ে পড়ে তাকে ফাসিক বলা হয়।

# ৩য় অধ্যায়ঃ ত্বাগূত

**প্রারম্ভিক কথাঃ** ত্বাগূত বর্জন ঈমানের পূর্ব শর্ত। ঈমান জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ। ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। আর ঈমান গ্রহণযোগ্য না হলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। তাই আসুন! ত্বাগূত বর্জন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধান জেনে নেই।

**বিধানঃ ১ =** ত্বাগূত বর্জন করা প্রতিটি মানব ও দানবের ফরজ দায়িত্ব। এ ব্যাপারে আদেশ দিয়ে নাযিল হয়েছে..

**وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا**

فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36)

আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি। (এই বাণী দিয়ে যে) এক আল্লাহর দাসত্ব কর এবং সকল ত্বাগূতকে বর্জন কর। (তবে কোনো কালেই সকল মানুষ রাসূলের কথা মেনে নেয়নি। ফলে) আল্লাহ কাউকে (যারা ত্বাগূত বর্জন করেছে তাদেরকে) হেদায়াত করেছেন আর কারো উপর (যারা ত্বাগূত বর্জন করেনি তাদের উপর) অবধারিত হয়েছে বিভ্রান্তি। যমীনে বিচরণ কর, দেখ! (আল্লাহর বিধান) প্রত্যাখ্যান কারীদের কি পরিণতি হয়েছে। (১৬ নাহ'লঃ ৩৬)

**দলীল পর্যালোচনাঃ** এ দলীলটি আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত। তাই এটা মেনে নেয়া ফরজ এবং অমান্য করা কুফর। এতে দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নেই।

**বিধানঃ ২=** ত্বাগূত বর্জন ঈমানের পূর্বশর্ত। ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান কবুল হয় না। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)

দ্বীন গ্রহণে কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ননার মাধ্যমে) বিভ্রান্তি আর হেদায়াত সম্পূর্ন রূপে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি সকল ত্বাগূতকে বর্জন করল এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনল সে এক মজবুত আদর্শ আঁকড়ে ধরল যা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (২ বাক্বারাহঃ ২৫৬)

**প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ** মুসলিম হতে বা ইসলাম গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। তবে মুসলিম হবার পর অবশ্যই ফরজ কাজ করতে হবে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে। ইহা হল "দ্বীন পালনে বাধ্যবাধতা নেই"। আসলে কথাটি ভুল। সঠিক কথা হলঃ "দ্বীন গ্রহণে বাধ্যবাধকতা নেই"।

**বিধানঃ ৩ =** ত্বাগূতের বিচার বা শাসন স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া কুফর। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا(60)

তাদের দেখনি? যারা মনে করেঃ তোমার উপর নাযিলকৃত এবং ইতিপূর্বে নাযিলকৃত (কিতাব ও বিধানের) প্রতি ঈমান এনেছে। আর বিচার নিয়ে যেতে চায় ত্বাগূতের (ইসলাম বিরোধী নেতাদের) কাছে? অথচ তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করতে। শয়তান তাদেরকে পরিপূর্ন ভাবে বিভ্রান্ত করে দিতে চায়। (৪ নিসাঃ ৬০)

**বিধানঃ ৪ =** ত্বাগূতকে সমর্থন করাও কুফর। যে ব্যক্তি কোনো ত্বাগূতকে সমর্থন করল আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেন। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا(51) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا(52)

তাদেরকে দেখনি, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তথাপিও তারা জিবত্ ও ত্বাগুতকে মেনে নিয়েছে আর কাফিরদের সম্পর্কে বলেছেঃ এরা মুঅমিনদের চেয়ে অধিক সঠিক। আল্লাহ এদের লা'নত করেছেন। আল্লাহ যাদের লা'নত করেন তাদের সাহায্য করার কেউ নেই। (৪ নিসাঃ ৫১-৫২)

**জ্ঞাতব্যঃ** কাজটি করেছিল একদল ইয়াহুদ আলিম। মক্কার মুশরিকরা বদর যুদ্ধে পরাজিত হবার পর জনসমর্থন ধরে রাখার জন্য এক বিরাট উলামা সম্মেলনের আয়োজন করে। কায়া'ব বিন আশরাফ সহ মদীনার কয়েকজন ইয়াহুদী আলিম এতে যোগদান করেছিল। ইয়াহুদ আলিমরা মক্কাহ সফরে এসে..

- মক্কাবাসীর প্রথামত তাদের মুর্তি, সৌধ ও জাতীয় স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন করেছিল। আয়াতে এসবকে জিবত বলা হয়েছে।
- ইয়াহুদ আলীমগণ মক্কার মুশরিকদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছিল। যারা ছিল ত্বাগূত।
- ইয়াহুদ আলীমগণ মুহাম্মাদ সাঃ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে বলেছিলঃ এরা বিভ্রান্ত এবং মক্কার লোকেরা এদের চেয়ে সঠিক।

**প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ** যেসব আলিম কাফির মুশরিকদের সমর্থন করে, জিবত ও ত্বাগূতকে মেনে নেয় এবং যারা ইসলামের জন্য কাজ করে তাদের বিরোদ্ধে ফতোয়া দেয় (যেমন আজকাল অনেকেই করছে) আল্লাহ তাদের লা'নত করেন। কোনো মুসলিম ত্বাগূতকে সমর্থন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। সে হয়ে যায় মুনাফিক।

**বিধানঃ ৫ =** ত্বাগূতের সাথে নৈতিক বা আদর্শিক সম্পর্ক রাখাও কুফর। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257)

আল্লাহ মুঅমিনদের ওয়ালী। তাদের বের করে আনেন অন্ধকার (কুফর) থেকে আলোতে (ঈমানে) আর যারা কুফর করে তাদের ওয়ালী হয় ত্বাগুত (ইসলাম বিদ্বেষী নেতারা) যারা তাদেরকে বের করে আনে একমাত্র আলো (ইসলাম) থেকে নানা ধরণের অন্ধকারে (কুফরে।) তারা (ত্বাগুত ও তার অনুসারীরা) জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (২ বাক্বারাহঃ ২৫৭)

## প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ

**বন্ধু পরিচিতিঃ** আল্লাহর বিধানের বাহিরে গিয়ে অন্যকে ওয়ালী বানানো কুফর। বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য নিম্নে ওয়ালীর সংজ্ঞা ও সংক্ষিপ্ত বিধান তুলে ধরা হলঃ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ থাকা মানুষের স্বভাব। একসাথে একই সমাজে বাস করতে গিয়ে মানুষ সাধারণত পরস্পরে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। একে অপরের আপন হয়ে যায়। এমন সম্পর্ককে বলা হয় বন্ধুত্ব।

ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। ইসলামই মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। জীবনের সকল বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। বন্ধুত্ব মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। তাই ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়নি ইসলাম। শারীয়া'হ বিধান মতে বন্ধুত্বের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। যথাঃ

ক. সাধারণ বন্ধু, রাফিক্বঃ রাফিক্ব অর্থ কোমল, নমনীয়।

চলার পথে, কর্মক্ষেত্রে বা সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক গড়ে উঠে। এক সময়ে এই সম্পর্ক হৃদ্যতায় রূপ নেয়। মানুষ তখন একে অন্যের প্রতি কোমল ও নমনীয় হয়ে যায়। এমন সম্পর্কের উপর গড়ে উঠা বন্ধুকে বলা হয় সাধারণ বন্ধু, রাফিক্ব।

খ. বিশ্বস্ত বন্ধু, সাদীক্বঃ সাদীক্ব অর্থ বিশ্বস্ত।

ধীরে ধীরে মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর হয় এবং একে অন্যকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে একে অপরকে বিশ্বাস করে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও শামিল করে নেয়। এমন বন্ধুকে বলে সাদীক্ব, বিশ্বস্ত বন্ধু।

বিধানঃ রাফিক্ব ও সাদীক্ব এই দুই ধরণের বন্ধুত্বের মূলভিত্তি মানবতা। মানুষ হিসাবে যে কারো সাথে এমন বন্ধুত্ব হতে পারে। এতে শারীয়া'হ কোনো বাঁধা নিষেধ আরোপ করেনি।

গ. অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আদর্শিক বন্ধু, খালীলঃ খালীল অর্থ অতি আপনজন, একান্ত বন্ধু, আদর্শিক বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু।

দিনে দিনে মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এক সময় বন্ধুত্বের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু অন্য বন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলে খালীল, একান্ত বন্ধু বা আদর্শিক বন্ধু।

বিধানঃ এমন বন্ধুত্বের মূল ভিত্তি আদর্শিক, আন্তরিক ও একনিষ্ঠ ভালবাসা। এমন বন্ধুত্ব সবার সাথে করা ভাল নয়। মন্দলোকের সাথে এমন সম্পর্ক করলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী। তাই রাসূল সাঃ এমন বন্ধুত্বের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। বর্নিত হয়েছেঃ

**حديث أبي هريرة :أن النبي ﷺ قال :الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل**

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ মানুষ তার খালীলের আদর্শে আদর্শবান হয়। তাই মানুষকে ভাবতে হবেঃ কাকে সে খালীল বানাবে। (আহমদ, আবু-দাউদ, তিরমিযী। ইমাম নববী বলেছেনঃ হাদীছটি সাহীহ।)

ঘ. ওয়ালীঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, দায়িত্বশীল।

বন্ধুত্বের সম্পর্ক যখন এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুর দায়ভার নিতে বা বন্ধুর জন্য কোনো ঝামেলায় জড়াতেও দ্বিধা করে না। অর্থাৎ যে বন্ধুত্বের সাথে অভিভাবকত্ব সহ অনেক দায়ভার এসে যায়, এমন বন্ধুকে বলে ওয়ালী। ওয়ালী কোনো..

- ব্যক্তি হতে পারে,
- পরিবার হতে পারে,
- সম্প্রদায় হতে পারে,
- জাতি হতে পারে
- দেশ বা রাষ্ট্র হতে পারে।

ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্ব জড়িত। সামাজিক চুক্তি, শান্তি চুক্তি, সামরিক চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যেমন...

- জন্ম সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ বাপ সন্তানের ওয়ালী।
- সামাজিক সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী।

ওয়ালী বানানোর নীতিঃ কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ (যতই আপন হোক না কেন) মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারবে না। চুক্তির মাধ্যমেও একে অপরকে ওয়ালী বানানো যায়। ওয়ালী বানানোর জন্য..

- ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে চুক্তি করতে পারবে,
- এভাবে পরিবার পরিবারের সাথে,
- সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের সাথে,
- জাতি জাতির সাথে এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

বিধানঃ ইসলামী বিধান মতে ওয়ালী হবার বা ওয়ালী বানাবার মূল ভিত্তি ঈমান। মুসলিম ব্যক্তি শুধু ঈমানের ভিত্তিতেই কারো ওয়ালী হতে পারবে বা কাউকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক কোনো মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারে না। এদের সাথে ওয়ালীর সম্পর্ক রাখা পাপ ও বিভ্রান্তির পথ। প্রকৃত মুঅমিন না হলে আপন বাবা, মা, ভাই, বোনদের সাথেও এমন সম্পর্ক রাখতে বারন করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)**

মুঅমিনগণ! তোমাদের বাবা-মা ও ভাইবোন যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসলে তবে তোমরা তাদেরকে ওয়ালী বানিও না /ওয়ালী হিসেবে মেনে নিও না। তোমাদের যে কেউ তাদেরকে ওয়ালী বানাবে /ওয়ালী হিসেবে মেনে নেবে সে জালিম (অপরাধী) হিসেবে গণ্য হবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

সুতরাং যে বা যারা ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালো বাসবে বা বেশী পছন্দ করবে তারা আমাদের ওয়ালী হতে পারে না। তাই তো...

- কাফির পিতা মুসলিম সন্তানের ওয়ালী হয় না। তাই মুসলিম সন্তান মারা গেলে কাফির পিতা তার সম্পদের অংশ পায় না।
- কাফির সন্তান মুসলিম পিতা-মাতার ওয়ালী হয় না। তাই কাফির সন্তান মুসলিম পিতা-মাতার সম্পদে অংশ পায় না
- কাফির স্বামী মুসলিম স্ত্রীর ওয়ালী হয় না। তাই কোনো মুসলিম নারীর স্বামী মুরতাদ হয়ে গেলে অথবা কাফিরের স্ত্রী মুসলিম হয়ে গেলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যায়। এই স্ত্রী তালাক ছাড়াই অন্য মুসলিমকে বিয়ে করতে পারে।

**বিধানঃ ৬ =** কোনো ত্বাগূতকে ওয়ালী বানানো কুফর। যে মুসলিম ত্বাগূতকে ওয়ালী বানাল তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়, সে হয়ে যায় মুনাফিক। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

**بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139)**

মুনাফিকদের সংবাদ দাও, তাদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। যারা মুঅমিনদের বদলে কাফিরদের ওয়ালী বানায়। তারা কি এদের কাছে ইজ্জত চায়? আসলে সকল ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। (৪ নিসাঃ ১৩৮,১৩৯)

**বিধানঃ ৭ =** ত্বাগূ'তের জন্য যুদ্ধ করা বা ত্বাগূতের পক্ষে সংগ্রাম করাও কুফর। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

**الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا(76)**

মুঅমিনরা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে ত্বাগূতের পথে। শয়তানের আওলিয়াদের সাথে যুদ্ধ কর। শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল। (৪ নিসাঃ ৭৬)

সারকথাঃ সুতরাং যে বা যারা...

- ত্বাগূত বর্জন করল না
- ত্বাগূতকে সমর্থন করল
- ত্বাগূতকে মেনে নিল
- ত্বাগূতের সাথে নৈতিক বা আদর্শিক সম্পর্ক রাখল
- কোনো ত্বাগূতকে ওয়ালী বানাল
- ত্বাগূতের বিচার বা শাসন স্বেচ্ছায় মেনে নিল
- ত্বাগূতের পক্ষে সংগ্রাম করল।
- তথা উল্লেখিত কাজসমূহের যে কোনো একটি কাজ করল;

সে কুফর করল। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে। সে হয়ে যাবে মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য নিম্নতম জাহান্নাম। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। এমনকি মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ।

(মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র "নিফাক্ব ও মুনাফিক্বী" অধ্যায়।)

**ত্বাগূত পরিচিতিঃ** ত্বাগূত এর মূল শব্দ "ত্বুগ'ইয়ান" অর্থ অবাধ্যতা। ত্বাগূত অর্থ অবাধ্য। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও নীতিকে ত্বাগূত বলা হয়। সবচেয়ে বড় ত্বাগূত শয়তান। পবিত্র কুরআনে ইয়াহুদ নেতা কায়া'ব বিন আশরাফ সহ ইসলাম বিদ্বেষী নেতাদেরকেও ত্বাগূত বলা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ত্বাগূ'ত শব্দের ব্যবহারঃ

- কুরআনের অনেক জায়গায় ইসলাম বিরোধী নেতাদের প্রতি ইঙ্গিত করে ত্বাগূ'ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (যেমনঃ বাক্বারাহঃ ২৫৭, নিসাঃ ৬০, ইত্যাদি)
- অনেক জায়গায় ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও আদর্শ বুঝাতে ত্বাগূ'ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (যেমনঃ নিসাঃ ৭৬, বাক্বারাহঃ ২৫৬, ইত্যাদি)
- আবার (যুমারঃ ১৭, নিসাঃ ৫১ সহ) অনেক জাগায় মুর্তি বুঝাতে ত্বাগূ'ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।
- কিছু কিছু জাগায় ইসলাম বিরোধী নেতা, শক্তি, মুর্তি, শয়তান ইত্যাদি সবক অপশক্তি বুঝাতে ত্বাগূ'ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (যেমনঃ নাহালঃ ৩৬, নিসাঃ ৭৬, ইত্যাদি।)

তাই আসুন! আমরা সবাই ত্বাগূ'ত বর্জন করে নিজের ঈমানকে হেফাজত করি। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তাওফিক দান কর। আমীন।।

## ৪র্থ অধ্যায়ঃ মুঅমিন হওয়ার উপায়

মুঅমিন হতে হলে নিম্নে বর্নিত পদক্ষেপ গুলো নিতে হবে। যথা..

১. আদর্শগতভাবে কুফর শিরক ত্যাগ করে ঈমানের পথে ফিরে আসতে হবে;
২. কুফর শিরকের সকল উপকরণ বর্জন করতে হবে;
৩. সকল প্রকার সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে অবিচল বিশ্বাসী হতে হবে;
৪. অন্তরকে যাবতীয় কুফর শিরক থেকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ রাখতে হবে;
৫. নিজের অন্তরে ঈমানকে ধরে রাখতে হবে বা লালন করতে হবে;
৬. ঈমানের জন্য ক্ষতিকারক সকল বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে;

৭. বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ন ভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে;
৮. আল্লাহর বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর শত্রুর সাথে শত্রুতা করতে হবে;
৯. সকল প্রকার বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে হবে;
১০. আল্লাহ্ ও রাসূলকে অন্য সকলের চেয়ে এবং সবকিছুর চেয়ে বেশী ভালবাসতে হবে;
১১. আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হবে এবং জিহাদকে সমর্থন করতে হবে;
১২. নিজের আমল, ইবাদাত, স্বভাব, চরিত্র, আচার ব্যবহারকে সুন্দর করতে হবে;
১৩. যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হবে;
১৪. শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে;
১৫. কুফর থেকে বেঁচে থাকতে হবে;
১৬. ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকতে হবে;
১৭. আনুগত্য ও অনুকরণ করতে হবে;
১৮. দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে;
১৯. মানব রচিত বা মনগড়া নীতিমালা বিধিবিধান ও তরিকা থেকে বিরত থাকতে হবে;
২০. সমাজের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে হবে,
২১. সবাইকে তার ন্যায় সঙ্গত অধিকার দিতে হবে
২২. স্বভাব চরিত্রে বিনয়ী হতে হবে এবং ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে ।

উপরের কথা গুলোকে ইসলামী পরিভাষায় বললে ইহা হবে...

১. তাওবাহ করতে হবে
২. ত্বাগূ'ত বর্জন করতে হবে
৩. সঠিকভাবে ঈমান আনতে হবে
৪. তাযকিয়্যাহ করতে হবে
৫. ঈমানের উপর ইস্তিক্বামত (অবিচল) থাকতে হবে
৬. তাকওয়া অর্জন করতে হবে
৭. আমল ও ইবাদাত করতে হবে
৮. আল-ওয়ালা ওয়া আল-বারা- এর নীতিমালা মেনে চলতে হবে
৯. বিভ্রান্তির ৭২ পথ পরিহার করতে হবে
১০. আল্লাহ্ ও রাসূলকে অন্য সকলের চেয়ে এবং সবকিছুর চেয়ে বেশী ভালবাসতে হবে
১১. আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হবে এবং জিহাদকে সমর্থন করতে হবে
১২. ইহসানের পথে চলতে হবে।
১৩. সবর করতে হবে।
১৪. শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে
১৫. কুফর থেকে বেঁচে থাকতে হবে
১৬. নাওয়াক্বীদু-ল-ঈমান থেকে বেঁচে থাকতে হবে।
১৭. আনুগত্য ও অনুকরণ করতে হবে
১৮. দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে।
১৯. মানবরচিত বা মনগড়া নীতিমালা বিধিবিধান ও তরিকা থেকে বিরত থাকতে হবে।
২০. ন্যায় ও সমতা বজায় রাখতে হবে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে,
২১. সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে হবে
২২. নিজের স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যবহার ও কথাবার্তা সুন্দর রাখতে হবে

এবার আসুন! বিষয় গুলো সম্পর্কে দলীল সহ একটু বিস্তারিত জেনে নেই।

## অনুচ্ছেদঃ ১. তাওবাহ

তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا(71)

যে তাওবাহ করল (মানে পাপের পথ ত্যাগ করে পূন্যের পথে ফিরে এলো), সৎকাজ করল; সে আল্লাহর কাছেই ফিরে এলো আর এটাই ফিরে আসার সঠিক জায়গা। (২৫ ফুরক্বানঃ ৭১)

**জ্ঞাতব্যঃ** এখানে তাওবাহ শব্দটি বিভিন্ন ক্রিয়া পদে রূপান্তরিত হয়ে ৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। ১ম বার আমরা অর্থ করেছি তাওবাহ করল মানে পাপের পথ ত্যাগ করে পূন্যের পথে ফিরে এলো, ২য় বারে অর্থ করেছি ফিরে এলো আর ৩য় বারে অর্থ করেছি ফিরে আসার সঠিক জায়গা।

সকল প্রকার মন্দ কাজ ও মন্দ পথ ত্যাগ করে তথা মন্দ পথ থেকে ফিরে এসে ভালো হয়ে যাবার নাম তাওবাহ। মন্দের অনেক প্রকার রয়েছে। তাই তাওবাহ বা ফিরে আসাও অনেক প্রকার হতে পারে। যেমনঃ

- শিরক ছেড়ে ইসলামের পথে ফিরে আসা।
- কুফর ছেড়ে ঈমানের পথে ফিরে আসা।
- পাপ ছেড়ে পূণ্যের পথে ফিরে আসা। ইত্যাদি।।

মুঅমিন হতে হলে আমাদেরকে সকল প্রকার তাওবাহ-ই করতে হবে। প্রথম তাওবাহ হচ্ছে কুফর শিরক ছেড়ে ইসলাম ও ঈমানের পথে ফিরে আসা। প্রথমে কুফর শিরক পরিত্যাগ করে ইসলামের পথে ফিরে আসতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে...

**إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70)**

তবে যে ব্যক্তি (কুফর ও শিরক থেকে) তাওবাহ করল, ঈমান আনল এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করল আল্লাহ তাদের মন্দকে ভালোয় রূপান্তরিত করে (সাজার বদলে পুরস্কার) দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়। (২৫ ফুরক্বানঃ ৭০)

**জ্ঞাতব্যঃ** এখানে বর্ণনার ধারাবাহিকতায় প্রথমে এসেছে তাওবাহ, তারপর ঈমান, তারপর সৎকাজ। অর্থাৎ প্রথমে কুফর শিরক পরিত্যাগ করে ইসলামের পথে ফিরে আসতে হবে, তারপর ঈমান আনতে হবে। তারপর সৎকাজ করলে ইহা ফলপ্রসু হবে, ইন শা-আল্লাহ।

**পর্যালোচনাঃ** মুঅমিন হতে হলে প্রথমে তাওবাহ করতে হবে। এ তাওবাহ হচ্ছে কুফর শিরক পরিত্যাগ করে ইসলামের পথে ফিরে আসা। মুঅমিন হয়ে গেলেও তাওবাহ শেষ হয় না। বরং মুঅমিন হবার পরও তাওবাহ অব্যাহত রাখতে হয়। কারণঃ শয়তান ও নাফসের (অশুভ আত্মার) ধোঁকায় পড়ে পাপ করা মানুষের স্বভাব। স্বভাবগত কারণেই মানুষ বারবার পাপে জড়িয়ে পড়ে। মানুষ কখনো জেনে বুঝে পাপ করে, কখনো না জেনে। তাই এসব জানা অজানা পাপের জন্য বারবার তাওবাহ করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8)**

মুঅমিনগণ! আল্লাহর কাছে তাওবাহ কর, বিশুদ্ধ তাওবাহ (যে তাওবাহর পর আর পাপ করা হয় না।) আল্লাহ তোমাদের পাপ সমূহ মোচন করে দেবেন, তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। আল্লাহ সেদিন নবীকে এবং নবীর সাথে ঈমান গ্রহণকারীদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর সামনে ও ডানে চলমান থাকবে (এ নূর হবে ঈমান ও আ'মাল। অন্তর থেকে বের হবে ঈমানের নূর আর ডান দিক থেকে বের হবে আ'মালের নূর।) তারা বলবেঃ হে রাব্ব! আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান কর, আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (৬৬ তাহরীমঃ ৮)

**وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)**

..মুঅমিনগণ! তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, এতে তোমরা সফল হতে পারবে। (২৪ নূরঃ ৩১)

## অনুচ্ছেদঃ ২. ত্বাগূ'ত বর্জন

ঈমানের পূর্বশর্ত ত্বাগূ'ত বর্জন। ত্বাগূ'ত বর্জন না করলে ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। যে কথা উপরে ত্বাগূ'ত বিষয়ক আলোচনায় আমরা জেনে এসেছি। কারণঃ ত্বাগূ'ত হচ্ছে কুফর শিরকের উপকরণ। তাই যে ব্যক্তি ত্বাগূ'ত বর্জন করল না; তার অন্তরে কুফর শিরকের উপকরণ থেকে গেল। আর যে অন্তরে কুফর শিরকের উপকরণ থেকে গেল সে অন্তরে ঈমান স্থাপিত হয় না।

## অনুচ্ছেদঃ ৩. ঈমান গ্রহণ

ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি। মুঅমিন হতে হলে আমাদেরকে..

- ✓ প্রথমে কুফর শিরক পরিত্যাগ করতে হবে। (এবং এটাকে বলা হয় তাওবাহ)
- ✓ তারপর সকল প্রকার ত্বাগূ'তকে বর্জন করতে হবে। (এবং এটাকে বলা হয় ত্বাগূ'ত বর্জন)
- ✓ তারপর সঠিকভাবে ঈমান আনতে হবে। (এবং এটাকে বলা হয় ঈমান গ্রহণ)
- ✓ তারপর মনের গভীরে ঈমানকে স্থাপন করতে হবে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হবে। (এটাই ইস্তিক্বামত /ঈমানের উপর অবিচল থাকা)

শুধু মুখে মুখে ঈমান আনলে মুঅমিন হওয়া যায় না। ইরশাদ হচ্ছে...

**وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ(8)**

কিছু মানুষ এমন আছে যারা বলেঃ আমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনেছি, (ঈমান আনলে মানুষ মুঅমিন হয়। আর মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী। কিন্তু ওইসব লোক মুখে ঈমানের কথা বললেও) আসলে এরা মুঅমিন নয়। (২ বাক্বারাহঃ ৮)

**قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (14)**

বেদুইনরা বলেঃ "আমরা ঈমান এনেছি"। বলঃ তোমরা ঈমান আননি। বরং বলঃ "ইসলাম গ্রহণ করেছি"। কারণঃ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর (সঠিক ঈমান আন। তাহলে) আল্লাহ তোমাদের আ'মাল বরবাদ করবেন না। (অন্যথায় সব বরবাদ হয়ে যাবে) আল্লাহ গাফূর, রাহীম। (৪৯ হু'জরাতঃ ১৪)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, ইবাদাত করে, অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে চলে কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান থাকে না। আল্লাহর তালিকায় তারা কাফিরই থেকে যায়।

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136)**

মুঅমিনগণ! আল্লাহ, রাসূল, রাসূলের উপর নাযিলকৃত কিতাব এবং ইতিপূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান আন। যে ব্যক্তি আল্লাহ, ফিরিস্তা, কিতাব, রাসূল ও আখেরাতের উপর ঈমান আনল না সে চরম বিভ্রান্ত। (৪ নিসাঃ ১৩৬)

**يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(41)**

হে রাসূল! যারা শুধু মুখে ঈমান আনে, অন্তরে ঈমান আনে না (অর্থাৎ যারা মুনাফিক) এবং যারা ইয়াহুদ তারা কুফরের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে তাদের এই ধাবিত হওয়া যেন তোমাকে ভাবনায় না ফেলে। (তাদের স্বভাব হল) তারা (সমাজে বিদ্যমান বিভ্রান্তদের) মিথ্যাচার শুনছে এবং যারা এখনো তোমার কাছে আসেনি (ভবিষ্যতে আসবে) তাদের কথাও শুনবে। তারা আল্লাহর বাণীকে তার সঠিক অবস্থান থেকে তাহরীফ করে (বদলে ফেলে। আর তোমার কাছে মামলা পাঠিয়ে) বলেঃ এমন (ফয়সালা) দিলে মেনে নেবে আর এমন দিলে মানবে না (এমনটি করেছিল একদল ইয়াহুদ উলামা। তারা রাসূল সাঃর কাছে যিনার মামলা পাঠিয়ে বলেছিলঃ "রাজম" এর সাজা দিলে মানবে না। আর অন্য সাজা দিলে মেনে নেবে। আসলে অধিক পাপের কারণে আল্লাহ তাদের বিভ্রান্ত করে রেখেছেন। আর) আল্লাহ কাউকে বিভ্রান্ত করতে চাইলে তুমি (নবী) কিছুই করতে পারবে না। (যারা এমন করে) আল্লাহ তাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন করবেন না। তাদের তরে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব। (৫ মা-ইদাহঃ ৪১)

**লক্ষণীয় বিষয় সমূহঃ** এখানে মুনাফিক ও ইয়াহুদীদেরকে একতত্রে মিশানো হয়েছে। কারণ তাদের স্বভাব প্রায় একই ধরণের হয়।

- আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহই জ্ঞানের মূল উৎস এবং চূড়ান্ত। প্রয়োজনে ইজতিহাদ করতে হলে কুরআন সুন্নাহর মূলনীতি মেনেই করতে হবে।
- দ্বীনি ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহর বিপরীতে যা বলা হয় বা করা হয় সব মিথ্যাচার।
- বিভ্রান্তদের মিথ্যাচার মেনে নেওয়া মুনাফিকদের স্বভাব। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর এখন এমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছে মুনাফিক সমাজ।
- যারা এমন হয়ে গেছেঃ "শারীয়ার বিধান নিজের বা দলের পছন্দমত হলে মানে, নতুবা মানে না" তারা বিভ্রান্ত। তখনকার দিনে এমন করে বিভ্রান্ত হয়ে ছিল ইয়াহুদ। আর আজকাল এমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ। এদের মাঝে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে, স্যাকুলাররা, বিদয়া'তীরা এবং দলবাজরা।
- আল্লাহর কিতাব বা রাসূল সাঃর হাদীছের কোনো বাণীকে তার আসল অর্থ বা মর্ম থেকে বিচ্যুত করা বিভ্রান্তির পথ। তখনকার দিনে এমন করত ইয়াহুদ আর এখনকার দিনে এমন করছে সুবিধাবাদী দলবাজরা।

**পর্যালোচনাঃ** উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলঃ শুধু মুখে মুখে ঈমান আনলে বা ঈমান প্রকাশ করলে হবে না। বরং অন্তর থেকে ঈমান আনতে হবে।

## অনুচ্ছেদঃ ৪. তাযকিয়্যাহ

ইসলামে তাযকিয়্যাহর গুরুত্ব অপরিসীম। মুঅমিন হতে হলে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হলে যেসব কাজ করতে হয় এর গুরুত্বপূর্ন একটি হচ্ছে তাযকিয়্যাহ। তাযকিয়্যাহ মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট। একজন মুঅমিনের জন্য তাযকিয়্যাহ খুবই গুরুত্ব পূর্ন।

তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই সঠিক ধারনা নেই। আর এই সুযোগে এক শ্রেনীর ভন্ড পীর আমাদের প্রতারিত করে, তাযকিয়্যাহকে পুজি করে অবৈধ ফায়দা লুটে এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। তাই তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সঠিক ধারনা থাকা আবশ্যক। আসুন! বিষয়টি সম্পর্কে একটু জেনে নেই।

**তাযকিয়্যাহ পরিচিতিঃ** তাযকিয়্যাহ অর্থ বিশুদ্ধ করণ, শুদ্ধি করণ, পরিচ্ছন্ন করণ, সত্যায়ন করা, পাপ মুক্ত করা, ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসীর জালালাইনে এর অর্থ লিখা হয়েছে অন্তরকে "শিরকমুক্ত করা আর তাফসীর ক্বুরতুবীতে এর অর্থ লিখা হয়েছে..

- অন্তর দিয়ে ঈমান আনা
- অন্তরকে কুফর, শিরক ও পাপ মুক্ত করা
- সম্পদের যাকাত আদায় করা।

তাযকিয়্যাহর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহ ভাল ভাবে অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় তাযকিয়্যাহর ৩টি ধাপ রয়েছে। যথা..

১ম ধাপের তাযকিয়্যাহ হচ্ছে কুফর শিরক থেকে নিজেকে বিশুদ্ধ করা ও পরিচ্ছন্ন রাখা। এ ধরণের তাযকিয়্যাহ করা এবং এজন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ফরজ। যে ব্যক্তি নিজেকে কুফর শিরক থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবে না সে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়বে এবং এতে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে। তখন সে আর মুঅমিন থাকতে পারবে না। বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হতে হবে। পবিত্র কুরআনে সূরাহ বাক্বারাহর ১২৯ এবং ১৫১তম আয়াতে, সূরাহ আ-ল ই'মরানের ১৬৪তম আয়াতে, সূরাহ জুমুয়া'হর ২য় আয়াতে এবং সূরাহ নাযিয়াতের ১৮তম আয়াতে এই ধরণের তাযকিয়্যাহর কথা বলা হয়েছে। যেমন..

**رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129)**

হে রাব্ব! তাদেরই (মক্কায় বসবাসকারী আরবদেরই) একজনকে তাদের রাসূল বানিয়ে পাঠিও, যে তোমার বিধান তাদের কাছে পাঠ করবে, শিখাবে কিতাব ও হিকমাহ (সুন্নাহ) এবং তাদের তাযকিয়্যাহ করবে। নিশ্চয় তুমি মহা-পরাক্রম শালী, প্রজ্ঞাময়। (২ বাকারাহঃ ১২৯)

**كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151)**

যেমনঃ তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি তোমাদেরি একজনকে। সে তোমাদের কাছে আমার আয়াত (কিতাব, বিধান) পাঠ করবে, তোমাদের তাযকিয়্যাহ করবে, শিক্ষা দেবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ,) শিক্ষা দেবে যা তোমরা জানতে না। (২ বাকারাহঃ ১৫১)

**لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (164)**

আল্লাহ মুঅমিনদের প্রতি দয়া করেছেন, তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন তাদেরই একজনকে, যে তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত (কিতাব ও বিধান) পাঠ করবে, তাদের তাযকিয়্যাহ করবে, শিখাবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) যদিও আগে তারা চরম বিভ্রান্ত ছিল। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৬৪)

২য় ধাপের তাযকিয়্যাহ হচ্ছে যাবতীয় কাবীরাহ (মহাপাপ) থেকে বিশুদ্ধ হওয়া ও পরিচ্ছন্ন থাকা। এ ধরণের তাযকিয়্যাহর জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ফরজ। কাবীরাহ থেকে বেঁচে থাকতে না পারলে মানুষ কাবীরাহ গোনাহে জড়িয়ে ফাসিক হয়ে যায়। তখন তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

**إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174)**

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের কোনোকিছু গোপন করে অথবা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে বদলে ফেলে, তারা আগুন দিয়েই উদর পুর্তি করছে। পরকালে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপমুক্ত) করবেন না। তাদের তরে কঠিন আযাব। (২ বাকারাহঃ ১৭৪)

**إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)**

আর যারা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে আল্লাহর সাথে কৃত শপথ ভঙ্গ করে, আখেরাতে তাদের জন্য কিছুই নেই। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপ মুক্ত) করবেন না। তাদের তরে কঠিন আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৭৭)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতের বিশ্লেষণে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

45/1852-وَعنْ أبي هريرة قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يوْمَ الْقِيامةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلا ينْظُرُ إِلَيْهِمْ ولَهُمْ عذَابٌ أَليمٌ :شَيْخٌ زَانٍ ومَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِل مُسْتَكْبِرٌ. رواهُ مسلم.

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ পরকালে তিন ধরনের মানুষের সাথে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপমুক্ত) করবেন না। তাদের তরে কঠিন আযাব।

- বৃদ্ধ যিনাকারী
- মিথ্যুক শাসক
- দাম্ভিক ভিক্ষুক। (মুসলিমঃ ৪৫/১৮৫২)

৩য় ধাপের তাযকিয়্যাহ হচ্ছে সকল প্রকার পাপ ও বদ অভ্যাস থেকে নিজেকে বিশুদ্ধ করা ও পরিচ্ছন্ন রাখা তথা নিজেকে সম্পূর্ন দুষমুক্ত করে ফেলা বা দূষ মুক্ত মনে করা, যা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা কেবল আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। সূরাহ নাজম এর ৩২ তম আয়াতে এই ধরণের তাযকিয়্যাহর কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে..

**الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ (32)**

যারা (কুফর শিরক নেফাক সহ) বড় পাপ সমূহ আর (যিনা, সমকামিতা সহ সকল) অশ্লীলতা পরিহার করে চলবে (তাদের) ছোট পাপ সমূহ (তিনি মাফ করে দেবেন।) নিশ্চয় তোমার প্রভূর ক্ষমা অপরিসীম। তিনি তখন থেকেই তোমাদের ব্যাপারে অবগত; যখন মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, যখন তোমরা ভ্রূণ আকারে মাতৃগর্ভে ছিলে। তোমরা নিজেদের তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে (পাপ থেকে পবিত্র হয়ে গেছ) এমন মনে কর না। তিনিই জানেন; কে মুত্তাক্বী। (৫৩ নাজমঃ ৩২) (যে ব্যক্তি কুফর, শিরক ও পাপচার থেকে বেঁচে থাকল সেই মুত্তাক্বী)

**তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতিঃ** ১ম ধাপের তাযকিয়্যাহর জন্য আল্লাহর কালাম এবং রাসূল সাঃর সুন্নাহ অধ্যয়ন করতে হবে এবং কুরআন সুন্নাহর নীতিমালা মেনে মানব আত্মাকে কুফর শিরক থেকে মুক্ত করতে হবে এবং মুক্ত রাখতে হবে। ইহাই হবে ১ম শ্রেণীর তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতি। মুঅমিন হতে হলে এতোটুকু তাযকিয়্যাহ করতেই হবে।

২য় ধাপের তাযকিয়্যাহর জন্য আল্লাহর কালাম এবং রাসূল সাঃর সুন্নাহ অধ্যয়ন করতে হবে এবং কুরআন সুন্নাহর নীতিমালা মেনে মানব আত্মাকে যাবতীয় পাপাচার, হিংসা বিদ্বেষ, দম্ভ অহমিকা সহ সকল প্রকার অবৈধ কামনা বাসনা থেকে পরিচ্ছন্ন করার এবং পরিচ্ছন্ন রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ইহাই হবে ২য় শ্রেণীর তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতি। মুঅমিন হতে হলে এতোটুকু প্রচেষ্টা করতেই হবে। তবে এই ধরনের চূড়ান্ত তাযকিয়্যাহ হবে পরকালে। মহান আল্লাহ্ মানুষের পাপ সমূহ মোচন করে মানুষকে এমন তাযকিয়্যাহ দান করবেন।

৩য় ধাপের তাযকিয়্যাহ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল আল্লাহই পারেন মানুষকে পাপমুক্ত করতে এবং পাপ মুক্ত রাখতে। তাই এজন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

**একটি ভূলের অবসানঃ** আমাদের সমাজের কিছু ভন্ডপীর তাযকিয়্যাহ শব্দ ব্যবহার করে লোকজনকে বুঝায় পীরের কাছে মুরিদ হয়ে তাদের বানানো তরিকা মেনে মারিফত ও তরিকতের নামে মনগড়া যিকির ও অযিফা পাঠ করা এবং পীর থেকে সনদ ও ইজাজত নিয়ে সমাজে পীরের খালীফাহ (প্রতিনিধি) হিসাবে কাজ করা।

## তাযকিয়্যাহ সম্পর্কিত কয়েকটি বিধানঃ

**বিধানঃ ১ =** আল্লাহ্ রাসূল পাঠিয়েছেন মানুষকে তাযকিয়্যাহ তথা কুফর শিরক থেকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য। ইরশাদ হচ্ছে...

**هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (2)**

তিনি উম্মীদের (আরবদের) মাঝে তাদেরই একজনকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে আল্লাহর বিধান পাঠ করবে, (কুফর শিরক থেকে) তাদের তাযকিয়্যাহ (পরিচ্ছন্ন) করবে, শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) যদিও ইতোপূর্বে তারা চরম বিভ্রান্তিতে ছিল। (৬২ জুমুয়া'হঃ ২)

**هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ (15) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16) اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (17) فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ (18)**

তুমি কি জানোঃ মূসার খবর? তাঁর রাব্ব যখন তাকে পবিত্র তোয়া উপত্যকায় ডেকে বললেনঃ ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করছে, তাকে বলঃ তুমি কি নিজেকে তাযকিয়্যাহ (কুফর শিরক থেকে বিশুদ্ধ) করতে চাও? (৭৯ নাযিয়াতঃ ১৫-১৮)

**বিধানঃ ২ =** তাযকিয়্যাহ সফলতার মাপকাঠি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে কুফর শিরক থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারল সে-ই সফল। ইরশাদ হচ্ছে...

**قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ (15)**

ওই ব্যক্তি সফল যে তাযকিয়্যাহ (কুফর শিরক মুক্ত) হতে পারল, প্রভুর নাম স্মরণ করল আর সালাত আদায় করল। (৮৭ আ'লাঃ ১৪-১৫)

**বিধানঃ ৩ =** পাপ মোচনকেও তাযকিয়্যাহ বলা হয়। আর পাপ মোচন শুধুই আল্লাহর কাজ। তাই পাপ মোচনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে...

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)

আর যারা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে আল্লাহর সাথে কৃত শপথ ভঙ্গ করে, আখেরাতে তাদের জন্য কিছুই নেই। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপমুক্ত) করবেন না। তাদের তরে কঠিন আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৭৭)

**বিধানঃ ৪ =** তাযকিয়্যাহ যেহেতু আত্মার ব্যাপার, তাযকিয়্যাহ যেহেতু আত্মার সাথে সম্পর্কিত, তাই পরিপূর্ন ভাবে তাযকিয়্যাহ করার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ্। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ পরিপূর্ন তাযকিয়্যাহ করতে পারে না /পারবেও না। ইরশাদ হচ্ছে...

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (49) انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا (50)

তাদের দেখনি? যারা নিজে নিজেকে (পরস্পরকে) তাযকিয়্যাহ করে। আসলে (কেউ কাউকে তাযকিয়্যাহ করতে পারে না। তাযকিয়্যাহ করার একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। আর) আল্লাহ তাযকিয়্যাহ করেন যাকে খুশী। (তাযকিয়্যাহ অর্থ কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে নিজকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। যে ব্যক্তি নিজেকে কুফর শিরক থেকে বিরত রাখবে আল্লাহ তাকেই তাযকিয়্যাহ করবেন) কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। লক্ষ্য করঃ কিভাবে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছে। সুস্পষ্ট পাপের জন্য এটাই যথেষ্ট। (৪ নিসাঃ ৪৯-৫০)

**জ্ঞাতব্য ও পটভূমিঃ** তাযকিয়্যাহ অর্থ পবিত্র করণ, বিশুদ্ধ করণ, আত্মশুদ্ধি করণ। যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপ কাজ থেকে নিজেকে পবিত্র করা ও পবিত্র রাখার নাম তাযকিয়্যাহ। যে ব্যক্তি কুফর শিরক ও পাপ কাজ ছেড়ে দেয় আল্লাহ তাকেই বিশুদ্ধ করেন।
অথচ কিছু মানুষ মনে করে মনগড়া তরিকায় সাধনা করলেই তাযকিয়্যাহ হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করে পীর সাহেবই পারেন মুরিদকে তাযকিয়্যাহ করতে। অনেক ভন্ডপীর তার মুরিদের তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে বলে সনদ ও দিয়ে দেয়। যারা এমন করে তারা আল্লাহর উপর মিথ্যাচারে রত। এদের প্রতি ইঙ্গিত করে আয়াত দুটি নাযিল হয়েছেঃ

**বিধানঃ ৫ =** নিজে বিজের তাযকিয়্যাহ করা অথবা নিজের তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে মনে করা, অথবা একে অন্যের তাযকিয়্যাহ করা বা অন্যকারো তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে; এমন মনে করা নিষেধ। ইরশাদ হচ্ছে...

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ(32)

যারা (কুফর, শিরক, নেফাক সহ) বড় পাপ সমূহ আর অশ্লীলতা পরিহার করে চলবে তবে তারা যেসব ছোট পাপ করবে (আল্লাহ্ ইহা মাফ করে দেবেন।) নিশ্চয় তোমার প্রভূর ক্ষমা অপরিসীম। তিনি তখন থেকেই তোমাদের ব্যাপারে অবগত; যখন মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, যখন তোমরা ভ্রূণ আকারে মাতৃগর্ভে ছিলে। তোমরা নিজেদের তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে (পাপ থেকে পবিত্র হয়ে গেছ) এমন মনে কর না। তিনিই জানেন; কে মুত্তাক্বী। (৫৩ নাজমঃ ৩২) (যে ব্যক্তি কুফর, শিরক ও পাপচার থেকে বেঁচে থাকল সেই মুত্তাক্বী)

## অনুচ্ছেদঃ ৫. ইস্তিক্বামত

ঈমান আনার পর ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হয়। এটা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। ঈমানকে অন্তরে লালন করতে না পারলে, ঈমানের উপর টিকে থাকতে না পারলে, ঈমানের ফল পাওয়া যাবে না এবং আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে না। ঈমান গ্রহণের পর অটল ও অবিচল থাকতে হবে আর এর-ই নাম ইস্তিক্বামত। ইরশাদ হচ্ছে...

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (30)

যারা বলেঃ "আল্লাহই আমাদের প্রভূ" এবং এতে অবিচল থাকে (মৃত্যুকালে) ফিরিস্তা তাদের কাছে অবতীর্ন হয় (এবং বলে) তোমাদের কোনো ভয় নেই, কোনো চিন্তা নেই। তোমরা প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। (৪১ ফুসসিলাতঃ ৩০)

জান্নাতে যেতে হলে সারা জীবন ঈমানকে অন্তরে লালন করতে হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর টিকে থাকতে হবে। বর্নিত হচ্ছে..

و عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ.

আবু-যার রাঃ বলেনঃ একদা আমি রাসূল সাঃর কাছে এলাম, তিনি তখন সাদা চাদর গায়ে ঘুমাচ্ছিলেন। (আমি চলে গেলাম) কিছুক্ষন পর আবার এলাম। তিনি তখন জেগে উঠেছেন। তিনি বললেনঃ যে বান্দা (অন্তরের অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের সহিত) ঘোষণা দেবেঃ "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলান নেই" এবং এর উপর (অবিচল থেকে) মারা যাবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

আমি বললামঃ যদি যিনা করে, যদি চুরি করে?!
তিনি বললেনঃ যদিও যিনা করে, যদিও চুরি করে।
আমি (আবু-যার) বললামঃ যদি যিনা করে, যদি চুরি করে?!
তিনি বললেনঃ যদিও যিনা করে, যদিও চুরি করে।
আমি (আবু-যার) বললামঃ যদি যিনা করে, যদি চুরি করে?!
তিনি বললেনঃ যদিও যিনা করে, যদিও চুরি করে। আবু-যারের নাকে ধোলা দিয়ে (সে জান্নাতে যাবে।) হাদীছটি বর্ননা কালে আবু-যার রাঃ বলতেনঃ যদিও আবু-যারের নাকে ধোলা পড়ে..। (বুখারীঃ ৫৮২৭)

## অনুচ্ছেদঃ ৬. তাকওয়া

মুঅমিনের জন্য তাকওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ন বিষয়। আল্লাহর তাকওয়া ব্যতীত মুঅমিন হওয়া যাবে না। তাকওয়া নিয়েও আমাদের সমাজে কিছু ভূল বুঝাবুঝি রয়েছে। তাই আসুন! এবার তাকওয়া সম্পর্কে জেনে নেই।

**তাকওয়া পরিচিতিঃ** তাকওয়া আরবী শব্দ। এর মূল শব্দ বিক্বায়াহ (وقاية) অর্থ বেঁচে থাকা, বিরত থাকা, ইত্যাদি। আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে ইসলামী পরিভাষায় তাকওয়া বলা হয়। তাকওয়ার ফার্সি প্রতি শব্দ পরহেজগারি। পরহেজগারি অর্থও বেঁচে থাকা বা বিরত থাকা। যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করে (কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে বা বিরত থাকে) তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী।

## তাকওয়া ও মুত্তাক্বী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্যঃ

১. মুঅমিনের জন্য তাকওয়া আবশ্যক। তাকওয়া ব্যতীত মুঅমিন হওয়া কঠিন। ইরশাদ হচ্ছে..

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(57)**

মুঅমিনগণ! আহলে কিতাব আর কাফিরদের যারা তোমাদের দ্বীন নিয়ে উপহাস করে, তামাশা করে, তাদের ওয়ালী বানিও না (কারণ এসব তাক্বওয়া পরিপন্থী কাজ।) আর মুঅমিন হতে চাইলে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর। (দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করা কুফর) (৫ মা-ইদাহঃ ৫৭)

২. তাকওয়া অর্জন করতে পারলে আল্লাহ্ আপনাকে ফুরক্বান দান করবেন। তখন ভাল মন্দ যাচাই করা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে...

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29)**

মুঅমিনগণ! আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর। (তাকওয়া অর্জন করতে পারলে) তিনি তোমাদের ফুরক্বান (ভাল মন্দ নির্নয়ের সঠিক জ্ঞান) দান করবেন, তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন, ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। (৮ আনফালঃ ২৯)

জ্ঞাতব্যঃ যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করতে পারবে আল্লাহ তাকে ফুরক্বান দান করবেন। তখন সে ভালমন্দের বিভেদ বুঝতে পারবে। আর হয়ত এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসূল সাঃ ওয়াবিস্বাহ রাঃকে বলে ছিলেনঃ ওয়াবিস্বাহ! নিজের মনকে জিজ্ঞেস কর...। (মুসনাদে আহমদঃ ১৮০০৬। হাদীছটি দীর্ঘ, হাদীছটি সাহীহ)

৩. আপনি মুত্তাক্বী হয়ে গেলে আল্লাহ্ আপনার সঙ্গী হয়ে যাবেন। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ**

...আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর। জেনে রাখো! আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের সঙ্গী। (২ বাক্বারাহঃ ১৯৪)

৪. আপনি তাক্বওয়া অর্জন করতে পারলে আল্লাহ্ আপনার রিজকের জিম্মাদার হয়ে যাবেন। ইরশাদ হচ্ছে...

**وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ**

... যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে আল্লাহ্ তার জন্য পথ খুলে দেবেন এবং এমন ভাবে রিজক দেবেন যা সে ভাবতেই পারবে না।... (৬৫ ত্বালাক্বঃ ২-৩)

৫. আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের আ'মাল ও ইবাদাত কবুল করেন। সুতরাং আপনি মুত্তাক্বী হতে পারলে আল্লাহ্ আপনার সকল আ'মাল ও ইবাদাত কবুল করে নেবেন। ইরশাদ হচ্ছে...

**وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27)**

আদমের দুই ছেলের (হাবিল ও কাবিলের) কাহিনী লোকদের কাছে বর্ননা কর। যখন উভয়ে কুরবানী করল। একজনের (হাবিলের) কুরবানী কবুল করা হল আর অন্যজনের (কাবিলের) কবুল করা হল না। (কাবিল এজন্য হাবিলকে দায়ী করল।) সে বললঃ আমি তোমাকে মেরে ফেলব। (হাবিল) বললঃ (তোমার কিরবানী কবুল হয়নি। এজন্য তো আমি দায়ী নয়। তুমি পাপ ছেড়ে মুত্তাক্বী হয়ে যাও। তবেই তোমার কুরবানী কবুল হবে। কারন) আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের থেকেই (তাদের আ'মাল) কবুল করে থাকেন। (পাপিষ্ঠরা সর্বদাই নিজের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করে) (৫ মা-ইদাহঃ ২৭)

৬. আপনি মুত্তাক্বী হতে পারলে আল-কুরআন আপনার সঙ্গী হয়ে যাবে এবং আপনাকে জান্নাতে পৌঁছানো পর্যন্ত আপনার সঙ্গে থাকবে। ইরশাদ হচ্ছে...

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2)

ওই কিতাবে (আল-কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই। হেদায়াত মুত্তাক্বীদের জন্য। (২ বাক্বারাহঃ ২)

৭. আপনি মুত্তাক্বী হতে পারলে আল্লাহ্ আপনার সকল গোনাহ মিটিয়ে দেবেন। ইরশাদ হচ্ছে...

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا(5)

ইহাই আল্লাহর হুকুম, যা তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করে আল্লাহ তার পাপসমূহ মিটিয়ে দেন, তাকে দেবেন মহা পুরস্কার। (৬৫ ত্বালাক্বঃ ৫)

৮. তাক্বওয়া সফলতার চাবি। আপনি মুত্তাক্বী হতে পারলে আপনি সফল, আপনি হবেন জান্নাতী। ইরশাদ হচ্ছে...

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ(133)

প্রভূর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে চলো, যার প্রশস্ততা আসমান যমীনের সমান। যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাক্বীদের জন্য। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৩৩)

## অনুচ্ছেদঃ ৭. আ'মাল ও ইবাদাত

**জীবনের লক্ষ্যঃ** আমরা মানুষ। আমরা আল্লাহর দাস। আল্লাহ্ আমাদের রাব্ব, আমাদের মালিক, আমাদের সৃষ্টিকর্তা। মহান আল্লাহ মানুষ ও জিন্ন সৃষ্টি করেছেন শুধুই তাঁর দাসত্ব ও ইবাদাত করার জন্য। তাই আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদাত করাই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ইরশাদ হচ্ছে..

| | |
|---|---|
| আমি জিন্ন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি শুধুই আমার ইবাদাতের জন্য। (৫১ যারিয়াতঃ ৫৬) | وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ |

**ইবাদাত পরিচিতিঃ** এক আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে..

- নিজের উপর মহান আল্লাহর দাসত্ব মেনে নিতে হয় তথা মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হয় এবং এর বিপরীতে অন্য কারো প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া যাবে না।
- পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনতে হয় তথা আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া যাবতীয় বিধিবিধান ও তথ্যসমূহে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয় এবং এর বিপরীতে কোনো কিছু বিশ্বাস করা যাবে না।
- আল্লাহর দেওয়া ও রাসূলের আনীত যাবতীয় আদর্শ, দর্শন, বিধিবিধান ও রীতিনীতিকে নৈতিক ও আদর্শিক ভাবে মেনে নিতে হয় এবং এর বিপরীতে অন্য কোনো আদর্শ, দর্শন, বিধিবিধান, রীতিনীতি বা মতবাদ মেনে নেওয়া যাবে না।
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে এককভাবে মহান আল্লাহ প্রদত্ব দর্শন, আদর্শ, নীতিমালা ও বিধিবিধানকে নীতিগত ভাবে মেনে চলতে হয়।

**সফলতা ও ব্যর্থতাঃ** আল্লাহর ইবাদাত করতে হয় একনিষ্ঠ ভাবে, সঠিক নিয়ম মেনে, হানীফ পদ্ধতিতে। যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ভাবে, সঠিক নিয়ম মেনে, হানীফ পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদাত করল তার জীবন সফল। আর যে এর ব্যতিক্রম করল তার জীবন ব্যর্থ। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52)

যে বা যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করল, আল্লাহকে ভয় করল এবং আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করল তারাই সফল। (২৪ নূরঃ ৫২)

**তাকওয়া পরিচিতিঃ** আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া। আর যে তাকওয়া অর্জন করে তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। তাকওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা..

**১ম স্তরঃ** তাকওয়ার ১ম স্তর কুফর শিরক থেকে বিরত থাকা আর আমাদের সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতেই হবে, কারন এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতে না পারলে মানুষ কুফর শিরকে জড়িয়ে মুনাফিক হয়ে যাবে এবং ঈমানহারা হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে। এতোটুকু তাকওয়া ছাড়া মানুষের ঈমান, আ'মাল কিছুই কবুল হবে না। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ মা-ইদাহ এর ২৭ তম আয়াতে।

**২য় স্তরঃ** তাকওয়ার ২য় স্তর কবীরাহ গোনাহ থেকে বিরত থাকা আর আমাদের সবাইকে আবশ্যকীয়ভাবে যার যার সাধ্যমত এমন তাকওয়া অর্জন করতে হবে, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ তাগা'বুন এর ১৬ তম আয়াতে। কারন এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতে না পারলে মানুষ মহাপাপে জড়িয়ে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তখন তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

**৩য় স্তরঃ** তাকওয়ার ৩য় স্তর ছোট-বড় সকল প্রকার পাপ ও বদ-অভ্যাস গোনাহ থেকে বিরত থাকা, যে তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে সূরাহ আ-ল ই'মরানের ১০২ তম আয়াতে। আর এমন তাকওয়া অর্জন করা আমাদের জন্য অসম্ভব প্রায়।

**আনুগত্য পরিচিতিঃ** বিধিবদ্ধভাবে কারো আদেশ-নিষেধ মেনে নেওয়ার ও মেনে চলার নাম আনুগত্য। সূরাহ নিসার ৫৯তম আয়াতে আল্লাহ, রাসূল আর আমাদের কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গের আনুগত্য করতে আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর মাঝে..

- আল্লাহর আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব। মানে আমরা দাস আর আল্লাহ আমাদের মালিক। তাই আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন ও সীমাহীন।
- রাসূলের আনুগত্যের মূলভিত্তি আল্লাহর অনুমোদন। সূরাহ নিসার ৬৪তম আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে। আর এজন্যই আল্লাহর কিতাবের বিপরিতে রাসূলের হাদীছ মানা হয় না।

- আর কর্তা ব্যক্তিদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া মূলনীতির ভিত্তিতে, মূলনীতির আওতাধীন থেকে। আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া মূলনীতির বাইরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য করা বৈধ নয়।

**ইবাদাতের মূলকথাঃ** "জিন্ন ও ইনসান সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হল আল্লাহর ইবাদাত করা" আর ইবাদাতের মূলবিষয় আত্মসমর্পণ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে, নৈতিক ও আদর্শিকভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহর মনোনীত পথে জীবন যাপন করাই আল্লাহর ইবাদাতের মূলকথা। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন আদর্শ। সুতরাং আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে বিশ্বাসগতভাবে ও নৈতিকভাবে ইসলামী নীতি ও আদর্শ মেনে নিতে হয় এবং বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলতে হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন (জীবন আদর্শ) হল ইসলাম। আর একথা জানা সত্ত্বেও আহলেকিতাব শুধু হিংসাবশত দ্বিমত করছে। আর যে বা যারা আমার আয়াত (বিধান, কিতাব) অমান্য করবে (তাদের জানা উচিত) আল্লাহ্ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৯)

যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহন না করে তথা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন না করে অন্য পথ খুজবে তার ঈমান, আমল কিছুই কবুল করা হয় না। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন (অন্য আদর্শ, দর্শন, নীতিমালা বা মতবাদ) এর সন্ধান করল তার কোনোকিছুই কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে (চির তরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৮৫)

**আল্লাহর ইবাদাতঃ** ইবাদাত করতে হয় শধুই আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত মোটেই কাম্য নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করলে শিরক হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

(হে আমার বান্দারা!) তোমরা ইবাদাত করবে শুধুই আল্লাহর, (আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করে) অন্যকে আল্লাহর শরীক বানিও না। আর (শুনো!) বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটতম প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তি প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তি সঙ্গী (সফরসঙ্গী /জীবনসঙ্গী) পথিক ও অধীনস্থ সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। (তোমরা দম্ভ করবে না। কারণ) কোনো অহংকারী দাম্ভিককে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (৪ নিসা ৩৬)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করা, আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বানানো আদর্শ, দর্শন, মতবাদ বা নীতিমালা মেনে নেওয়া শিরকের শামিল। আর শিরক শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।
**অধিকারঃ** উত্তম ব্যবহার আত্মীয়-অনাত্মীয়, ধনী-গরীব, পরিচিত-অপরিচিত, সকলের অধিকার। তাই সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় অধিকার নষ্টের অপরাধে অপরাধী হতে হবে তথা আল্লাহর বিচারে জালিম হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে।

**ইবাদাতের পথঃ** মহান আল্লাহ হলেন আমাদের একমাত্র মালিক, একমাত্র ইলাহ। আমাদের উপর আল্লাহর মালিকানা সার্বিক ও সার্বভৌম। তাই নৈতিক ও আদর্শিকভাবে নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও বিধিবিধান মেনে নেওয়া ও মেনে চলাই ইবাদাতের একমাত্র পথ আর এরই নাম ইসলাম, এ পথকে সীরাত মুস্তাক্বীম তথা সোজা পথ / সরল পথও বলা হয়। এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় করনীয় বা ফরজ দায়িত্ব।
মনে রাখতে হবে আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধান ও আদেশ-নিষেধের নামই ইসলামী শারীয়া'হ। তাই আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে শারীয়া'হ ভিত্তিক জীবন-যাপনই আল্লাহর ইবাদাতের একমাত্র সঠিক পথ। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (36)

(ঈসা আঃ বলেছিলেন) নিশ্চয় আল্লাহ হলেন আমার রাব্ব, তোমাদেরও রাব্ব। তাই ইবাদাত কর শুধুই তাঁর। আর এটাই সিরাত মুস্তাক্বীম (সঠিক পথ।) (১৯ মারইয়ামঃ ৩৬)

**রাব্ব পরিচিতিঃ** রাব্ব অর্থ প্রভু, মালিক, অধিপতি, স্বামী, অন্নদাতা, বিধানদাতা, নীতিনির্ধারক, জীবন বিধান নির্নয়কারী, বৈধ অবৈধ নির্ধারনকারী, ইত্যাদি।
যিনি সকলের ও সবকিছুর মালিক, সবকিছুর উপর যার মালিকানা, ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রন সুপ্রতিষ্ঠিত, যিনি সকলের প্রয়োজন মিটান, অভাব দূর করেন, সকলের জন্য বৈধ অবৈধ নির্ধারন করেন, জীবনবিধান ঠিক করে দেন, যিনি সবাইকে তার কর্মের প্রতিফল ও পুরস্কার দেন, যিনি দান করেন, দয়া করেন, তিনি-ই রাব্ব। রাব্ব-ই একমাত্র বৈধ বিধানদাতা, বৈধ নীতিনির্ধারক।

মহান আল্লাহ হলেন আমাদের একমাত্র রাব্ব। আমরা দুনিয়াতে আসার আগেই মহান আল্লাহকে একমাত্র রাব্ব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছি এবং মৃত্যুর পর সর্ব-প্রথম আমরা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হব এটা হচ্ছে "তোমার রাব্ব কে"?
রাব্বের নীতির বাইরে গিয়ে অন্য কারো নীতি বা বিধান মেনে নেওয়া শিরক। শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম শিরক করলে সে আর মুঅমিন থাকে না। বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতে কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ।

**প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ** মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হল বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- পক্ষান্তরে যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বিক ও সার্বভৌম।

**ত্বাগূত বর্জনঃ** ঈমান ও ইবাদাত কবুলের পুর্ত শর্ত হল ত্বাগূত বর্জন। ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান, আ'মাল বা ইবাদাত কিছুই কবুল হয় না। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

**وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36)**

আমি সকল জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি (এ বাণী দিয়ে যে) তোমরা সবাই এক আল্লাহর ইবাদাত কর এবং সকল প্রকার ত্বাগুতকে বর্জন কর। অতঃপর তাদের কাউকে (যারা ত্বাগূত বর্জন করেছে তাদেরকে) আল্লাহ হেদায়াত করেছেন আর কারো উপর (যারা ত্বাগূ'ত বর্জন করেনি তাদের উপর) চেপে বসেছে বিভ্রান্তি। সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ কর। আর প্রত্যক্ষ কর (ত্বাগূত বর্জনের এ নীতি) প্রত্যাখ্যানকারীদের /অমান্যকারীদের কী পরিণতি হয়েছে। (১৬ নাহালঃ ৩৬)

**لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)**

দ্বীন গ্রহণে বাধ্যবাধকতা নেই। (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে) বিভ্রান্তি থেকে হেদায়াত সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং **যে ব্যক্তি সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করল এবং এক আল্লাহর উপর ঈমান আনল** সে এক মজবুত আদর্শ আঁকড়ে ধরল যা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (২ বাক্বারাহঃ ২৫৬)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** মুসলিম হতে বা ইসলাম গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। তবে মুসলিম হবার পর ফরজ কাজসমূহ পালন করা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকা সবার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। আর ঈমান কবুলের পুর্বশর্ত হল ত্বাগূত বর্জন। ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান ও ইবাদাত কোনোকিছুই গ্রহনযোগ্য হয় না। উল্লেখ্য তাগূত অর্থ অবাধ্য। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও শক্তিকে ত্বাগূত বলা হয়।

**ইবাদাতের নমুনাঃ** যার যার মত করে কোনোকিছুই করলেই এটা ইবাদাত হয়ে যায় না। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য নির্ধারিত নিয়ম, পদ্ধতি ও নমুনা রয়েছে। আল্লাহর ইবাদাতের বাস্তব নমুনা হচ্ছেন রাসূলগণ। রাসূলগণই আল্লাহর ইবাদাতের একমাত্র সঠিক অনুকরণীয় আদর্শ। যে যুগে যে রাসূল এসেছেন ওই যুগের মানুষের জন্য ইবাদাতের নমুনা হিসেবে একমাত্র তিনিই আদর্শ। রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণই আল্লাহর ইবাদাতের একমাত্র সঠিক পথ, একমাত্র সঠিক পদ্ধতি। এছাড়া অন্য সকল পথ ভ্রান্তি। অন্য সকল পদ্ধতি বিভ্রান্তিকর। ইরশাদ হচ্ছে..

**قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31)**

(হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো (অথবা আল্লাহর ভালোবাসা কামনা কর) তবে আমার অনুকরণ কর, তখন আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, তোমাদের পাপসমূহ মাফ করে দেবেন। আর (মনে রেখো!) আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, দয়াময়। (আল্লাহর ভালোবাসা পাবার একমাত্র উপায়; রাসূল সাঃর অনুকরণ)

**জ্ঞাতব্যঃ** আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হতে হবে অতুলনীয়, এটা আল্লাহর অধিকার। (দেখুন, বাকারাহঃ ১৬৫) অন্য সবাইকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহর জন্য, আল্লাহর বিধানের আওতাধীন থেকে, আল্লাহর হুকুম মেনে। আর রাসূল সাঃর প্রতি ভালোবাসা হতে হবে সকল মানুষ থেকে বেশী। বর্ণিত হচ্ছে..
আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ কেউ মুঅমিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমার প্রতি তার ভালোবাসা তার নিজের পরিবার, সম্পদ এবং সকল মানুষ থেকে অধিক না হবে। (মুসলিমঃ ৬৯/৪৪, ঈমান অধ্যায়)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে..

**إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ**

আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠালাম, (বলে দিলাম) যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার আগেই তাদেরকে সাবধান করে দাও। সে বললঃ লোক সকল! আমি পরিষ্কার ভাষায় তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত কর, আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর আর **আমার আনুগত্য কর**। (নতুবা আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে যাবে) (৭১ নূহঃ ১-৩)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

**قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32)**

(হে নবী! মানুষকে) বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যদি আনুগত্য বিমুখ হয়ে যাও (তবে তোমরা কাফির ও মুনাফিক হয়ে যাবে। আর জেনে রাখো!) আল্লাহ কাফিরদের পছন্দ করেন না। (৩ আল-ই'মরানঃ ৩২)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়ঃ রাসূলের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া কুফর ও মুনাফিকী।

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

**مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80)**

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আনুগত্য বিমুখ হয়ে গেল (সে বিব্রান্ত হয়ে গেল। তবে চিন্তা কর না।) আমি তাদের রক্ষক হিসেবে তোমাকে পাঠাইনি। (৪ নিসাঃ ৮০)

অন্যত্র বলা হচ্ছে..

**وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)**

হেদায়াত সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করবে, মুঅমিনদের (সাহাবাদের) পথ ছেড়ে অন্য পথে চলবে, সে যেদিকে ফিরবে আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, তাকে নিক্ষেপ করব জাহান্নামে আর জাহান্নাম হল জঘন্যতম আবাস। (৪ নিসাঃ ১১৫)

**জ্ঞাতব্যঃ** মনে রাখবেন; নেতা, আলীম, পীর, মুরব্বী, ইমাম, তথা উনারা সকলেই আমাদের মান্যবর, আমরা উনাদেরকে মান্য করব ঠিকই। তবে মনে রাখতে হবেঃ উনাদের প্রত্যেককে মানার জন্য আলাদা আলাদা নিয়ম, নীতি ও সীমানা রয়েছে। কারো ব্যাপারেই এ নিয়ম, নীতি বা সীমানা লঙ্ঘন করা যাবে না। কিন্তু আজকাল আমাদের অনেকেই নেতা মানা, আইন মানা, পীর মানা, আলিম মানা বা ইমাম মানার নামে রাসূল সাঃর সুন্নাহকে অবজ্ঞা করে থাকেন। অথচ হেদায়াতের একমাত্র পথ রাসূল সাঃর অনুকরণ। যে পথ আঁকড়ে ধরে ছিলেন রাসূল সাঃর সাহাবাগণ। রাসূল সাঃর অনুকরণ ছেড়ে অন্য পথে গেলে বা অন্য পথ ধরলে বিব্রান্তি অনিবার্জ হয়ে যায়।

**কবুল ইবাদাতঃ** যে ইবাদাত মহান আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য, যে ইবাদাতের বিনিময়ে আখেরাতে জান্নাত পাওয়া যাবে এটাই কবুল ইবাদাত। মনে রাখতে হবে! সকল ইবাদাত বা সকলের ইবাদাত আল্লাহর কাছে কবুল নয়। ইবাদাত কবুল হতে হলে ইবাদাত ও ইবাদাতকারী উভয়েই আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য মানসম্পন্ন হতে হয়। যেমন..

**ক.** আল্লাহ কেবল ওই ব্যক্তি ঈমান, আ'মাল ও ইবাদাতই কবুল করেন যে মুঅমিন ও মুত্তাক্বী হবে এবং কমপক্ষে অত্যাবশ্যকীয় স্তরের তাকওয়া অর্জন করে যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে নিজেকে বাচিয়ে রাখতে পারবে। যেমন ইরশাদ হিচ্ছে..

..আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের থেকেই (তাদের ঈমান ও আ'মাল) কবুল করে থাকেন। (মাইদাহঃ ২৭) | **إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ**

**খ.** আল্লাহ কেবল ওই ব্যক্তি ইবাদাতই কবুল করেন যে ব্যক্তি মুঅমিন ও মুত্তাক্বী হবে এবং নীতিগতভাবে ইসলাম ছাড়া বাকী সকল দর্শন, আদর্শ, মতবাদ ও নীতিমালাকে বিসর্জন দিয়ে নৈতিকভাবে একনিষ্ট মুসলিম হতে পারবে হানীফ পদ্ধতি মেনে আল্লাহর ইবাদাত করবে। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

**وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)**

আর তাদের হুকুম করা হয়েছিল যেন এক আল্লাহর ইবাদাত করে হানীফ পদ্ধতিতে ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে (তথা নিজেদের জীবন আদর্শ, নৈতিকতা ও ইবাদাতের পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে ভেজালমুক্ত রেখে) এবং সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে। আর এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন (তথা প্রতিষ্ঠিত জীবন আদর্শ, প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতা ও ইবাদাতের সঠিক পদ্ধতি) (৯৮ বায়্যিনাহঃ ৫)

**হানীফ পদ্ধতিঃ** নৈতিক ও আদর্শিকভাবে ইসলাম ছাড়া অন্য সকলকিছুকে বিসর্জন দিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে আকড়ে ধরা ও আকড়ে থাকার নাম হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করা।

**গ.** আল্লাহ কেবল ওই ব্যক্তির আ'মাল ও ইবাদাতই কবুল করেন যেব্যক্তি উল্লেখিত মান বজায় রাখা স্বত্বেও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে, ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকবে এবং রাসূল সাঃর অনুকরণে নির্ভেজালভাবে ইবাদাত করতে হয়। নতুবা তার ভালো কাজগুলো ইবাদাত হিসেবে গন্য করা হবে না। ফলে এসবের বিনিময় তাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হবে এবং আখেরাতে সে কিছুই পাবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

**إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)**

(হে নবী!) আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি যথাযথ কিতাব। তাই তুমি এক আল্লাহর ইবাদাত করবে (এ কিতাবের বিধান মত) একাগ্রচিত্তে, ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে। (৩৯ যুমারঃ ২)

অন্যত্র বলা হচ্ছে..

**قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (14)**

(হে নবী! মানুষকে) বলে দাওঃ আমি ইবাদাত করি শুধুই আল্লাহর। আমার দ্বীন (জীবন আদর্শ, নৈতিকতা ও ইবাদাতের পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে) ভেজালমুক্ত। (৩৯ যুমারঃ ১৪)

**আ'মাল ও ই'বাদাত কবুলের শর্তসমূহঃ** উল্লেখ্য আমরা আ'মাল ও ই'বাদাত করি শুধুই আল্লাহর জন্য এবং আখেরাতের অনন্ত জীবনে প্রতিদান পাবার আশায়। আমাদের জানা আবশ্যক যে সকল আ'মাল বা ইবাদাতের প্রতিদান আখেরাতে পাওয়া যাবে না বরং আমরা শুধু ওইসব আ'মাল ও ই'বাদাতের প্রতিদানই পাব যেগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হবে। আর বান্দাকে তার আ'মাল ও ই'বাদাত আল্লাহর কাছে কবুল বা গ্রহণযোগ্য করানোর জন্য কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। যথা..

- ঈমান ও তাকওয়াঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমল ও ইবাদাত করবে তাকে পরিপূর্ন ঈমান হতে হবে এবং কমপক্ষে ১ম স্তরের তাকওয়ার অধিকারী হতে হবে তথা যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। (যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ মাইদাহ এর ২৭ তম আয়াতে। কোনো কারণে ঈমান নষ্ট করে ফেললে আ'মাল ও ই'বাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।)
- ইখলাস্বঃ অর্থাৎ ইখলাস্বের সহিত কাজটি করতে হয় (উল্লেখ্য ইখলাস্ব অর্থ ভেজালমুক্ত। অর্থাৎ আ'মাল ও ইবাদাতের প্রতিদান পেতে হলে বান্দাকে তার ঈমান, আমল ও নিয়ত তথা দ্বীনকে ভেজালমুক্ত রাখতে হবে। এ তিন বিষয়ের কোনোটিতে ভেজাল যুক্ত হয়ে গেলে তা নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।)
- রিয়াঃ অর্থাৎ আ'মাল ও ই'বাদাতে রিয়া মুক্ত থাকতে হয় (বান্দা কোনো কাজ করার পর আল্লাহ ছাড়া অন্য থেকে প্রতিদান নিলে বা আশা করলে অথবা অন্যকে দেখানোর জন্য কাজ করলে এ কাজ নিস্ফল হয়ে যায়।)
- আহ'কাম ও আরকানঃ তথা বিধিবিধান মেনে কাজটি করতে হয় (প্রতিটি কাজেরই শারীয়া'হ নির্ধারিত কিছু বিধিবিধান রয়েছে। এসবের বাইরে কিছু করলে এটা গ্রহণযোগ্য হয় না।)
- রাসূল সা.র তরিকা বা পদ্ধতিঃ কাজটি করতে হয় রাসূল সা.'র তরিকা মত (রাসীল সা.র অনুমোদিত তরিকার বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করলে এর গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।)
- **হারাম মুক্তঃ** অর্থাৎ আ'মাল ও ইবাদাতকারীকে যাবতীয় হারাম থেকে মুক্ত থাকতে হয়। (হারাম খাদ্য, হারাম পানীয় বা হারাম পোশাক পড়ে ই'বাদাত করলে এটা কবুল করা হয় না।)

উল্লেখিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে আ'মাল করলে এটা কবুল হবে। অন্যথায় এসব আ'মল মূল্যহীন বেকার কাজে পরিনত হয়ে যাবে।

**যে ইবাদাত গ্রহণযোগ্য নয়ঃ** আল্লাহর ইবাদাত করতে হয় রাসূল সাঃর অনুকরণ করে, একাগ্রচিত্তে, ভেজালমুক্ত থেকে। মনগড়া পথে বা মনগড়া পদ্ধতিতে ইবাদাত করলে এটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।
মনে রাখতে হবে; আল্লাহর ইবাদাতে মনগড়া কোনোকিছু যোগ করলে এটা আর ভেজালমুক্ত থাকে না বরং ভেজালযুক্ত হয়ে যায়। আর ভেজালযুক্ত ঈমান বা ইবাদাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ইরশাদ হচ্ছে..

| | |
|---|---|
| মনে রেখো! শুধু ভেজালমুক্ত দ্বীনই আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য... (৩৯ যুমারঃ ৩) | **أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ...** |

যে ব্যক্তি শুধুমাত্র কিছু ইবাদাতের বেলায় আল্লাহর বিধান মেনে চলবে আর বাস্তব জীবনের অন্যান্য বিষয়ে তথা দুনিয়াবী বিষয়ে অন্যকিছু মেনে চলবে তার ঈমান, আমাল বা ইবাদাত কোনোকিছুই আল্লাহ গ্রহন করেন না। বরং আল্লাহর তালিকায় ওই ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

**فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا**

না.., তোমার প্রভুর কসম! তারা মুঅমিন হতে পারবে না। যতক্ষণ না তাদের যাবতীয় বিষয় মীমাংসার জন্য তোমার কাছে আসবে, তোমার ফয়সালা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে। (৪ নিসাঃ ৬৫)

**জ্ঞাতব্যঃ** এখানে মুঅমিন হবার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এ ৩ শর্তের যেকোনো একটি অনুপস্থিত হলে কোনো ব্যক্তি মুঅমিন হতে পারবে না। শর্ত ৩টি হচ্ছে..

- জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে রাসূল সাঃর তথা ইসলামী বিধানের শরণাপন্ন হওয়া।
- রাসূলের ফয়সালা তথা ইসলামী বিধান বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া।
- আল্লাহর (বিধান ও রাসূল সাঃর আদর্শের) কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা।

**আত্মসমর্পণের নমুনাঃ** নিজের আদর্শ, দর্শন, নীতি, নৈতিকতা, চিন্তা, চেতনা, সাধনা, আরাধনা, জীবন, মরন, তথা সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে মহান আল্লাহর দেওয়া আদর্শ, দর্শন, নীতিমালা, নৈতিকতা ও বিধিবিধান মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করে ফেলাই আত্মসমর্পণের মূলকথা। ইরশাদ হচ্ছে..

**قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)**

বলো! আমার সালাত (তথা ইবাদাত ও জীবিন বিধান) আমার নুসুক (তথা কর্ম ও সাধনা) আমার জীবন, আমার মরণ, সবকিছুই রাব্বু-ল-আ'লামীন আল্লাহর জন্য, যার কোনো শরীক নেই আর আমাকে এমন আদেশই দেয়া হয়েছে। আমিই প্রথম আত্মসমর্পণকারী। (৬ আনয়ামঃ ১৬২-১৬৩)

**জ্ঞাতব্যঃ** আপনি আপনার সবকিছু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারলে-ই কেবল মুসলিম হিসেবে দাবী করতে পারেন।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে..

**وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا**

আল্লাহ বা রাসূল যখন কোনো সিদ্ধান্ত করে ফেলেন তখন (এ ব্যাপারে) মুঅমিন পুরুষ বা নারী কারো কোনো এখতিয়ার থাকে না। (বরং সবাইকে এটা মেনে নিতে হয় এবং এটা অমান্য করা অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য করা হয়।) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে গেল সে চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। (৩৩ আহযাবঃ ৩৬)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

**وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (42)**

(হে আমার বান্দাগণ!) তোমরা হাক্ব (ইসলাম) আর বাতিল (কুফর) একত্রে মিশ্রিত কর না। জেনে বুঝে হাক্ব (সত্য, অধিকার, দ্বীন, ইসলামী জ্ঞান) গোপন কর না। (২ বাক্বারাহঃ ৪২)

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

**عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ قال تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئاً أبداً ولا انقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا-** رواه البخاري و مسلم

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেন, একদা এক বেদুইন এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমল বাতলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। রাসূল সাঃ বললেন..

- তুমি এক আল্লাহর ইবাদাত করবে, আল্লাহর সাথে কোনো প্রকার শিরক করবে না।
- ফরজ সালাত কায়েম করবে।
- নির্ধারিত যাকাত আদায় করবে।
- রামাদ্বানে রোজা রাখবে।

লোকটি বললঃ ওই স্বত্বার কসম যার হাতে আমার জীবনঃ আমি এরচেয়ে বেশীও করব না, কমও করব না। এ বলে লোকটি চলে গেল। রাসূল সা. বললেনঃ কেউ জান্নাতী মানুষ দেখতে চাইলে লোকটিকে দেখে নাও।

(বুখারী ও মুসলিম)

**আল্লাহর ইবাদাত না করার পরিণতিঃ** যে ব্যক্তি সঠিক ভাবে আল্লাহর ইবাদাত করল চিরস্থায়ী জীবনে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। আর কেউ আল্লাহর ইবাদাত না করলে বা আল্লাহর পথ ছেড়ে অন্য পথে চললে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

**لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (173)**

মাসীহ আল্লাহর দাস হতে অপছন্দ করেনি, সম্মানিত কোনো ফিরিস্তাও না। যে (বা যারা) আল্লাহর দাসত্ব /ইবাদাত থেকে সরে যাবে, দম্ভ করবে (তারা যেন জেনে রাখে! পরকালে) তিনি সবাইকে জমা করবেন। যারা ঈমান এনেছে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করেছে তিনি তাদের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ দয়ায় আরো বাড়িয়ে দেবেন। আর যারা আল্লাহর দাসত্ব/ইবাদাত থেকে বেরিয়ে যায়, দম্ভ করে তাদের দেবেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব। তারা কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না আল্লাহ ছাড়া। (৪ নিসাঃ ১৭২, ১৭৩)

**ইবাদাত নিয়ে বিভক্তিঃ** মহান আল্লাহ সদয় হয়ে আমাদেরকে তাঁর দাসত্ব ও ইবাদাতের সঠিক পথ ও সঠিক পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। কিন্তু তথাপিও অনেক মানুষই সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে না। বাস্তবে দেখা যায়; অনেক মানুষ আল্লাহর দাসত্ব/ইবাদাত পরিহার করে স্পষ্টত কাফির, মুশরিক বা নাস্তিক হয়ে দ্বীনহীন জীবন যাপন করছে। আর যারা নীতিগতভাবে আল্লাহর দাসত্ব মেনে নিয়েছে তাদের অবস্থাও তেমন সুবিধার নয়। আল্লাহর ইবাদাত করতে গিয়ে তারাও দুই ভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে।

কিছু মানুষ আল্লাহর হুকুম ও নবীর তরীকা মত সঠিক দাসত্ব ও সঠিক ইবাদাত করার চেষ্টা করছে এবং কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক ভেজালমুক্ত জীবনযাপনের স্বচেষ্ট রয়েছে। আর অনেকেই ইসলামের সাথে অন্যকিছু যুক্ত করে ভেজাল মিশ্রিত নতুন পথ তৈরি করে নিয়েছে। যারা নতুন পথ তৈরি করছে তারা আবার অনেক দলে বিভক্ত। যেমন..

- কিছু মানুষ পীর-মুরিদী ও মারিফতের ছলে ইসলামের নামে ভন্ডামী করে যাচ্ছে।
- অনেকে আবার কিছু ইসলাম, কিছু হিন্দু ইজম, কিছু বৌদ্ধ মতবাদ, কিছু খৃষ্টানিজম, কিছু নাস্তিক্যবাদ, ইত্যাদি মিশ্রিত করে জীবনটাকে বহুরূপী বানিয়ে ফেলছে।
- কেউ কেউ ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে মনগড়া পথ আবিষ্কার করে ইসলামকে ব্যক্তি জীবনের কিছু কাজের সাথে সীমাবদ্ধ করে আল্লাহর দ্বীনকে দেশ জাতি ও সমাজ থেকে বিসর্জন দিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।
- কিছু মানুষ তাদের বাস্তব জীবন থেকে ইসলামকে বিসর্জন দিয়ে নিজেকে স্যকুলার ও প্রগতিবাদী পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রতারনায় রত আছে।

- অনেকে আবার ধর্মের নামে মিলাদ, খতম, সিন্নি, ইত্যাদি নিয়ে অতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং এসবকে দ্বীন মনে করে দ্বীনদার সেজে আত্মতৃপ্তিতে ভোগছে।
- কিছু মানুষ আবার ইসলামের নামে দলাদলি করে উম্মাকে ভেঙ্গে ছিন্নভিন্ন করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে একে অন্যের নিন্দা করছে আর নিজেদেরকে একমাত্র সঠিক মনে আত্ম-প্রতারনায় রত আছে।
- এভাবে নানা জনে নানা ভাবে মনগড়া পথ বানিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ নিজেকে ধার্মিক ভেবে ও ধার্মিক সেজে আত্ম অহমিকায় ভোগছে।

**পর্যালোচনাঃ** আসলে দ্বীন মেনে চলার একমাত্র পথ আল্লাহর ইবাদাত করা। আর আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদাত করতে হলে...

- আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে আল্লাহর বিধানকে নিজের উপর অবধারিত করে নিতে হয়।
- সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করে ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হয়।
- নিজের জীবন থেকে ইসলাম ছাড়া অন্য সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে শুধুমাত্র ইসলামকে মেনে নিয়ে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে একনিষ্ঠ মুসলিম হতে হবে।
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শ মেনে চলতে হয়।
- আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে রাসূল সাঃর আদর্শ ও তরিকা অনুকরণ করতে হয়।
- দাসত্বের বা ইবাদাতের সঠিক পথ ও পদ্ধতি শিখার জন্য সঠিক উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হয়।
- সঠিক পথে, সঠিক পদ্ধতিতে, সঠিক নীতিমালা মেনে, ভেজাল মুক্ত থেকে, শুধুই আল্লাহর জন্য ইবাদাত করতে হয়।

**হুঁশিয়ারিঃ** আল্লাহর দ্বীনের সাথে অন্যকিছু মিশ্রিত করে ফেললে এটা আর ভেজালমুক্ত থাকে না, বরং ভেজাল যুক্ত হয়ে যায়। আর ভেজাল দ্বীন, ভেজাল ঈমান বা ভেজাল যুক্ত ইবাদাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)

আর তাদের হুকুম করা হয়েছিল যেন মেনে এক আল্লাহর ইবাদাত করে হানীফ পদ্ধতিতে ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে (তথা নিজেদের জীবন আদর্শ, নৈতিকতা ও ইবাদাতের পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে ভেজালমুক্ত রেখে) এবং সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে। আর এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন (তথা প্রতিষ্ঠিত জীবন আদর্শ, প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতা ও ইবাদাতের সঠিক পদ্ধতি) (৯৮ বায়্যিনাহঃ ৫)

**জ্ঞাতব্যঃ** এখানে ৭টি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যথা..

- এক আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে
- ইবাদাত করতে হবে ভেজালমুক্ত থেকে
- ইবাদাত করতে হবে শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য
- ইবাদাত করতে হবে সঠিক পদ্ধতিতে সঠিক বিধান মেনে
- ইবাদাত করতে হবে হানীফ পদ্ধতিতে। উল্লেখ্য ইসলাম ছাড়া অন্য সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে শুধুই আল্লাহর দেওয়া নীতি, আদর্শ ও বিধিবিধান মেনে নেওয়ার ও মেনে চলার নামহানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন মেনে চলা।
- সালাত কায়েম করতে হবে
- যাকাত আদায় করতে হবে। এমন হতে পারলে আমার আপনার দ্বীন পরিপূর্ণ হবে, ইন শা-আল্লাহ।

**সুতরাং বুঝা গেলঃ**

- জীবনকে সফল ও কল্যাণকর করে গড়ে তুলতে হলে শুধুমাত্র এক আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদাত করতে হবে।
- আল্লাহর কছে আত্মসমর্পন করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে
- সঠিকভাবে ঈমান আনতে হবে এবং সনাতন ও আধুনিক সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেচে থাকতে হবে
- হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করতে হবে তথা ইসলাম ছাড়া অন্যসকল আদর্শ, দর্শন, মতবাদ, নীতিমালা ও বিধিবিধানকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র ইসলামকেই জীবন আদর্শ হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং মেনে চলতে হবে।
- নিজের জীবন, কর্ম ও নিয়তে নির্ভেজাল থাকতে হবে।
- আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে রাসূল সা.-র বাতানো পথে, সঠিক নীতিমালা মেনে। কারণ নীতিভ্রষ্ট ইবাদাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূলের অনুকরণের বাইরে গিয়ে আল্লাহর ইবাদাতে অন্যকিছু যুক্ত করলে বা মিশ্রিত করলে এটা বেকার ও বরবাদ হয়ে যায়। সুতরাং এসব ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। জেনে নিতে হবে জীবনে মেনে চলার সঠিক আদর্শ, সঠিক পথ ও সঠিক বিধান।
- মনে রাখতে হবে আমাদের জীবন আদর্শ হিসেবে মহান আল্লাহ আমাদের জন্য যা মনোনিত করেছেন এটাই ইসলাম।
- আর আমাদের জীবন বিধান হিসেবে মহান আল্লাহ যেসব নীতিমালা ও বিধিবিধান ঠিক করে দিয়েছেন এটাই শারীয়া'হ।
- শারীয়া'হ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তৈরি হয়েছে ফিক্বহ। আর ফিক্বহী ভিন্নমতের কারণে তৈরি হয়েছে মাযহাব।
- কিন্তু দ্বীন, শারীয়া'হ ও ফিক্বহ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে অনেক মানুষ এসব ব্যাপারে তালগুল পাকিয়ে ফেলেন। তাই দ্বীন শারীয়া'হ ও ফিক্বহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং এটা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব।

## অনুচ্ছেদঃ ৮. আল-ওয়ালা ওয়া আল-বারা তথা শত্রু ও মিত্র নির্ধারণ

**প্রারম্ভিক কথাঃ** আল-ওয়ালা অর্থাৎ কাউকে আপন বানানো, অভিভাবক বানানো, মিত্র বানানো, অথবা কারো আপন হওয়া, অভিভাবক হওয়া, মিত্র হওয়া। আর আল-বারা- অর্থ কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, কাউকে শত্রু বানানো,

কারো সাথে শত্রুতা রাখা। আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা- হচ্ছে শত্রু ও মিত্র বানানোর নীতিমালা, আপন ও পর বানানোর নীতিমালা।

**মানুষের স্বভাবঃ** মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ থাকা মানুষের স্বভাব। সুষ্ঠভাবে জীবন যাপনের জন্য মানুষকে সমাজবদ্ধ থাকতে হয়, সমাজ নিয়ে চলতে হয়, চলতে হয় অন্য মানুষের সাথে, একত্রে, একই সমাজে।

**গোঁড়ার কথাঃ** মহান আল্লাহ্ তার অসীম দয়ায় মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাতের জন্য। ইরশাদ হচ্ছে..

| |
|---|
| وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ **(56)** |
| আমি জিন্ন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি শুধুই আমার ইবাদাতের (আদেশ মেনে চলার) জন্য। (যারিয়াতঃ ৫৬) |

অতঃপর আল্লাহ্ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। ইরশাদ হচ্ছে..

| |
|---|
| الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) |
| তিনিই (তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এবং) জীবন মরণ সৃষ্টি করেছেন ইহা পরীক্ষা করার জন্য যে কে কত উত্তম কাজ কর। (মুলকঃ ২) |

মহান আল্লাহ্ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর পর তাদেরকে ভালমন্দ জ্ঞান দেবার জন্য এবং সঠিক আদর্শে পরিচালনার জন্য অনেক নবী রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। এভাবেই মহান প্রভূ মানুষকে বাতলে দিয়েছেন চলার পথ, ঠিক করে দিয়েছেন জীবনের নীতিমালা ও আদর্শ।
যে মানুষ দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর আদর্শ মেনে চলবে আখেরাতের অনন্ত জীবনে আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দান করবেন। আর যে মানুষ দুনিয়ার মোহে বিভোর হয়ে নাফস ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যাবে; তাকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ

| |
|---|
| قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ **(38)** وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ **(39)** |
| (শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়্যা হারাম খাদ্য গ্রহণ করল।) আমি বললামঃ তোমরা সবাই এখান থেকে (দুনিয়ায়) নেমে যাও। (মনে রাখবে) আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত (জীবন বিধান) আসার পর যেব্যক্তি আমার হেদায়াত মেনে চলবে তার কোনো ভয় নেই এবং তারা পেরেশানও হবে না। আর যারা কুফর করবে তথা আমার বিধান অমান্য করবে; তারা হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (২ বাক্বারাহঃ ৩৮-৩৯) |

**শত্রুতার সূচনাঃ** ইবলিস ফিরিস্তাদের সাথে থাকত, জান্নাতে বসবাস করত, সুখ শান্তি, মান মর্যাদা কম ছিল না তার। মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ্ মানুষকে খালীফাহর মর্যাদায় ভুষিত করলেন। আল্লাহর হুকুমে ফিরিস্তাকুল মানুষকে সিজদাহ করল, সম্মান জানাল, মর্যাদা দিল, মেনে নিল আল্লাহর খালীফাহ (প্রতিনিধি) হিসাবে।
কিন্তু ইবলিস বিষয়টিকে স্বাভাবিক ভাবে নিল না, সে নেতিবাচক চিন্তা করল, বিষয়টিকে তার অপমান হিসাবে দেখল। তাই সে দম্ভ করল, অহংকার করল, আদমকে সম্মান করতে অস্বীকার করল। অহংকারের বশে সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে বসল।
আল্লাহ্ কৈফিয়ত চাইলে সে তার অন্যায় কাজের বৈধতা দেবার জন্য অন্যায়ভাবে যুক্তি দেখাল, সে অবাধ্য হয়ে গেল। আল্লাহ্ গোস্বা হয়ে তাকে লা'নত করলেন, চিরদিনের জন্য রহমত থেকে বঞ্চিত করে দিলেন। সেদিন থেকে ইবলিস হয়ে গেল শয়তান।

ইবলিস বোঝতে পারল সে ভুল করেছে, সে জানতঃ ভুল সংশোধনের একমাত্র পথ; ক্ষমা প্রার্থনা করা, নত হওয়া। কিন্তু দম্ভ ও অহমিকা তাকে নত হতে দিল না। সে নিজেকে সংশোধন না করে উলটা পথ ধরল, তার অহংকার ঈর্ষায় রূপান্তরিত হল, সে হিংসায় জ্বলে উঠল। ইবলিস তার এমন পরিনতির জন্য অন্যায়ভাবে মানুষকে দায়ী করল, সে প্রতিজ্ঞা করলঃ যেকরেই হউক মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করতেই হবে, যে আগুন তার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে সে আগুনে পুড়িয়ে মানুষকে ধ্বংস করাই হবে তার জীবনের একমাত্র মিশন।
তখন থেকেই ইবলিস মানুষের সাথে শত্রুতা শুরু করে, সে নিজেকে মানুষের শত্রু বানিয়ে ফেলে। ইবলিস কোনো কারণ ছাড়াই শুধু হিংসার বশবতি হয়ে মানুষের সাথে শত্রুতা করে, মানুষকে ধোঁকা দেয়, কুপথে ডাকে। তার ডাকে

সাড়া না দিলে সে গোস্বায় দাঁত কামড়ায়, হিংসায় জ্বলে উঠে। কিন্তু কি করবে সে? মানুষের উপর তার যে কোনো ক্ষমতা নেই, কুমন্ত্রণা আর ধোঁকা দেয়া ছাড়া কিছুই করার নেই তার।

**মানব শয়তানঃ** উপায় অন্ত না দেখে ইবলিস অন্য পথ বেছে নেয়। সে চিন্তা করে, পরিকল্পনা করে, সিদ্ধান্ত নেয়; কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। ইবলিস একাজে যুগেযুগে একদল মানুষকে তার সঙ্গী বানাতে চেষ্টা করে, ইবলিস মানুষকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারিত করে। যেসব মানুষ ইবলিসের প্রতারণায় কাত হয়ে পাপ পথে তার সঙ্গী হয়ে যায়, তারাও শয়তানে রূপান্তরিত হয়, তাদেরও শয়তান বলা হয়। এদেরই বলা হয় মানব শয়তান বা শয়তানের মানব বাহিনী।
ইবলিসের প্রধান অস্ত্র ধোঁকা, প্রতারণা ও প্রলোভন। ইবলিস প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারিত করে মানুষের ভিতর লোভ, হিংসা ও দম্ভ ঢুকিয়ে দেয়। যেসব মানুষ ইবলিসের ধোঁকায় পা দিয়ে এসব বদ-অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তারা আর সৎপথে থাকতে পারে না। এসব বদ-অভ্যাসের প্রভাবে মানুষ নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়, নিজ থেকে পাপের পথ বেছে নিয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়।

**মানুষে মানুষে শত্রুতাঃ** ইবলিস হিংসা বশত মানুষের সাথে শত্রুতা করে নিজেকে মানুষের শত্রু বানিয়েছে। তাই আসল শত্রুতা হচ্ছে মানুষে আর শয়তানে। কিন্তু কিছু মানুষ পাপের পথে ইবলিসের সঙ্গী হয়ে শয়তানে রূপান্তরিত হয়ে ইবলিসের মানব বাহিনী হিসেবে কাজ করে। এরা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। আর কিছু মানুষ ইবলিসের প্রতারণা থেকে নিজেদের রক্ষা করে আল্লাহর মনোনীত পথে বহাল থাকতে সক্ষম হয়। এভাবে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়ঃ একদল শয়তানের অনুসারী, জাহান্নামী তথা হতভাগা। আর একদল আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী, জান্নাতী তথা ভাগ্যবান। ইরশাদ হচ্ছে..

**يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108)**

যেদিন ইহা (হাশর ও বিচার দিন) চলে আসবে সেদিন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। সেদিন কেউ হবে হতভাগা আর কেউ ভাগ্যবান। হতভাগারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তারা চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে যতক্ষন আসমান যমীন বিদ্যমান থাকবে। তবে আল্লাহ যখন যাদের চাইবেন (তখন তাদের তথা ফাসিকদের বের করে আনবেন) তোমার রাব্ব যা খুশী তাই করেন। (১১ হূদঃ ১০৫-১০৭)
**জ্ঞাতব্যঃ** জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। নাস্তিক, মুশরিক, কাফির, মুনাফিক ও ফাসিক ইত্যাদি লোকজন জাহান্নামে যাবে। এর মাঝে ফাসিক শ্রেনীর লোকেরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। মেয়াদী সাজা ভোগের পর তাদের বের করা হবে। আর নাস্তিক, মুশরিক, কাফির ও মুনাফিক শ্রেনীর লোকেরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।

১০৮. আর যারা ভাগ্যবান তারা জান্নাতে যাবে, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে, যতদিন আসমান যমীন বিদ্যমান থাকবে (আরবদের বাচন ভঙ্গি হিসাবে চিরস্থায়ী বোঝাতে আসমান যমীন বিদ্যমান থাকার কথাটি ব্যবহৃত হয়) তোমার প্রভূর অনুদান অন্তহীন। (১১ হূদঃ ১০৮)

আর যেসব মানুষ ইবলিসের ধোঁকা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় তাদের ব্যাপারে ইবলিস সরাসরি কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না। তাই তাদের পিছনে লেলিয়ে দেয় মানব শয়তানদের। এরা আল্লাহর বান্দাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, তাদের বদনাম করে, কুৎসা রটায়, প্রপাগান্ডা করে, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে আল্লাহর বান্দাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলে।
তাতেও কাজ না হলে শয়তানরা মরিয়া হয়ে উঠে, শুরু হয় জেল জুলুমসহ নানা অত্যাচার। সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে তারা আল্লাহর বান্দাদের হত্যা করে দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলতে সরাসরি আক্রমণ করে। ফলে নষ্ট হয় পরিবেশ, ধ্বংস হয় সামাজিক শান্তি ও সৃংখলা, তৈরি হয় মানুষে মানুষে শত্রুতা, শুরু হয় যুদ্ধবিগ্রহ। মানুষ তখন দুই দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ে। একদল আল্লাহর পথে আর একদল শয়তানের পথে। ইরশাদ হচ্ছে..

**الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)**

মুঅমিনরা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কুফর করে তারা যুদ্ধ করে ত্বাগূত্বের পথে। শয়তানের আওলিয়াদের সাথে যুদ্ধ কর। শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল। (আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও শক্তিকে ত্বাগূত বলে) (৪ নিসাঃ ৭৬)

**মিত্রের প্রয়োজনীয়তাঃ** জীবনে ঠিকে থাকার জন্য, অস্থিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তথা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে মানুষ পরস্পরে মিত্রতা করে, একে অন্যের সাথে জোট বাঁধে।

মানুষ ব্যক্তির সাথে, পরিবারের সাথে, গোত্রের সাথে, জাতির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নিজের শক্তি বাড়াতে চায়, শত্রুর উপর বিজয়ী হতে চায়, বিজয়ী থাকতে চায়।
জীবনের তাগিদেই মানুষ তার শত্রু ও মিত্র নির্ধারণ করে থাকে। সঠিক ভাবে শত্রু মিত্র নির্ধারন করা মানব জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ন। কিন্তু মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত, তাই শত্রু মিত্র নির্ধারণের মত সূক্ষ কাজ নিপুণ ভাবে আঞ্জাম দেয়া সব সময় মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না, একাজে মানুষ বারবার ভুল করে ফেলে।

শত্রু মিত্র নির্ধারনের সঠিক মূলনীতি না জানার কারণে মানুষ তার হীনস্বার্থে অন্ধ হয়ে কখনো শত্রুকে মিত্র আর মিত্রকে শত্রু ভেবে ভুল করে থাকে। ফলে অনেক সময় নীতি আদর্শের উপর অবিচল থাকাই অসম্ভব হয়ে যায়। এপথে পা বাড়িয়ে অনেক সময় মানুষ আদর্শচ্যুত হয়ে যায়, বাস্তবে দেখা যায়ঃ জীবনের অনেক ক্ষেত্রে মিত্রের প্রভাবে মানুষ পাপের পথে ধাবিত হয়, মানুষ তখন নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে, ঈমান হারা হয়ে নিজেকে ঠেলে দেয় জাহান্নামে।

মোটকথা শত্রুমিত্র নির্ধারন মানব জীবনে অতি গুরুত্ব পূর্ন বিষয়। কে আপনার শত্রু আর কে মিত্র; ইহা সঠিক ভাবে নির্ধারন করতে না পারলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই জীবনের তাগিদে মানুষকে অবশ্যই সঠিক ভাবে শত্রু ও মিত্র নির্ধারন করতে হবে, চিনে রাখতে হবেঃ কে আসল শত্রু আর কে মিত্র।
সঠিক ভাবে শত্রুমিত্র নির্ধারনের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা ও সূত্র রয়েছে। মহান আল্লাহ্ দয়া পরশ হয়ে এসব নীতিমালা ও সূত্র বাতলে দিয়েছেন। আক্বাইদের পরিভাষায় ইহাকে বলা হয় **"আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা"** তথা "শত্রু ও মিত্র নির্ধারনের নীতিমালা"। তাই ঈমানের উপর অবিচল থেকে সঠিক ভাবে শত্রুমিত্র নির্ধারন করতে হলে অবশ্যই এসব নীতিমালা ও সূত্র সম্পর্কে জানতে হবে এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলতে হবে। আর জানতে হলে ও মানতে হলে প্রথমে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

**আমাদের আলোচ্য বিষয়ঃ** মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই শত্রু ও মিত্র দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে। মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই কমবেশি এর প্রভাব পড়ে। তবে মানুষের ঈমান আক্বীদায় এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হয় সবচেয়ে মারাত্মক।
কারণঃ জীবন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে শত্রু মিত্র নির্ধারনে ভুল হলে জীবন কঠিন হয়ে যেতে পারে বা বেশী থেকে বেশী মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু এর প্রভাবে কারো ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে তার সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে।
তাই আমরা এখানে ঈমান ও আক্বীদাহগত বিষয় নিয়েই আলোচনা করব। অর্থাৎ শত্রু ও মিত্র সংক্রান্ত যেসব বিষয় ঈমানের সাথে সম্পর্কিত, যেসব বিষয়ে ভুল হলে সরাসরি ঈমানের উপর আঘাত আসবে, আমরা শুধু ইহা নিয়েই আলোচনা করব।

**মিত্র পরিচিতিঃ** আমরা এখানে মিত্র বলে তাকেই বুঝিয়েছি, কুরআন ও হাদীছে তথা শারীয়া'হ পরিভাষায় যাকে ওয়ালী বলা হয়েছে, আমাদের বাংলা সমাজে যাকে বলা হয় অলী।

**ওয়ালী পরিচিতিঃ** ওয়ালী অর্থ অভিভাবক, দায়িত্বশীল, মিত্র, কর্তৃত্বশীল। যে সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের টানে মানুষ একে অন্যের দায়ভার নিজ কাঁধে তুলে নেয়; এমন সম্পর্ককে বলা হয় আল-ওয়ালা বা ওয়ালায়াত আর ওই ব্যক্তিকে বলা হয় ওয়ালী। যেমন..

- পিতা সন্তানের ওয়ালী মানে অভিভাবক।
- সন্তান তার বৃদ্ধ বা মৃত বাবা-মার ওয়ালী, মানে দায়ভার বহনকারী বা দায়িত্বশীল।
- লড়াইয়ের ময়দানে একদল অন্যদলের ওয়ালী, তথা মিত্র।
- আল্লাহ্ আমাদের সকলের ওয়ালী, মানে আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল।

**কে ওয়ালী হবেঃ** ওয়ালী ব্যক্তি হতে পারে, পরিবার হতে পারে, সম্প্রদায় হতে পারে, জাতি হতে পারে বা রাষ্ট্র হতে পারে। ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্ব এবং দায়দায়িত্ব জড়িত। সামাজিক চুক্তি, সামরিক চুক্তি, নিরাপত্তা চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যথা...

- জন্ম সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ বাপ সন্তানের ওয়ালী (যদি সে মুঅমিন হয়)
- সামাজিক সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী (যদি তারা মুঅমিন হয়)
- কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ মুঅমিনের (আত্মীয় হলেও) ওয়ালী হতে পারে না।
- চুক্তির মাধ্যমেও একে অপরকে ওয়ালী বানানো যায়। ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে চুক্তি করতে পারবে, এভাবে পরিবার পরিবারের সাথে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের সাথে, জাতি জাতির সাথে এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

**ওয়ালী বা মিত্র নির্ধারনের নীতিমালাঃ** মহান আল্লাহই আমাদের একমাত্র মালিক ও প্রভূ। আমাদের জীবন বিধান ও নীতিমালা নির্ধারনের তিনিই মালিক। মিত্র নির্ধারন আমাদের জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ন বিষয়। তাই অন্য সকল বিষয়ের মত এবিষয়েও আমরা মহান প্রভুর নির্ধারিত নীতিমালাই মেনে চলব। কারণ আমরা তার দাস। আর দাস হিসেবে তার বিধান মেনে চলা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।
মহান আল্লাহ্ সদয় হয়ে মিত্র নির্ধারনের নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছেন। আল-কুরআনের অনেক আয়াতে এসব নীতিমালা বর্নিত হয়েছে। এসব নীতিমালা থেকে অতি গুরুত্বপূর্ন কয়েকটি নীতি আপনাদের সামনে পেশ করা হল।

**নীতিঃ ১ =** আল্লাহই আমাদের ওয়ালী, তিনি আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল আসল অভিভাবক, আসল মিত্র, প্রকৃত আপনজন। ইরশাদ হচ্ছে..

**اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257)**

আল্লাহ মুঅমিনদের ওয়ালী। তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোতে। আর যারা কুফর করে তাদের ওয়ালী হয় ত্বাগুত (ইসলাম বিদ্বেষী নেতারা,) যারা বের করে আনে আলো থেকে অন্ধকারে। তারা (ত্বাগুত ও তার অনুসারীরা) জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (২ বাক্বারাহঃ ২৫৭)

**أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ(107)**

তুমি কি জান না? আসমান-যমীনের সকল কর্তৃত্ব আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো (কর্তৃত্বশীল) ওয়ালী নেই, নেই কোনো সাহায্য কারী। (২ বাক্বারাহঃ ১০৭)
**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** আল্লাহই আমাদের একক ওয়ালী, একমাত্র ওয়ালী। আল্লাহর বিধান অমান্য করে অন্যকে ওয়ালী বানানো কুফর।

**নীতিঃ ২ =** যেহেতু আল্লাহই আমাদের আসল ওয়ালী, একমাত্র ওয়ালী। তাই যারা আল্লাহর ওয়ালী; তারাই আমাদের ওয়ালী। অর্থাৎ আমাদের ওয়ালী হলেন আল্লাহ্, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আদর্শে অনুপ্রানিত মুঅমিনগণ। ইরশাদ হচ্ছে..

**إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ(55)**

তোমাদের (উপর কর্তৃত্বশীল) ওয়ালী হলেন আল্লাহ্ এবং (অভিভাবক হিসেবে ওয়ালী হলেন) রাসূল আর (পরস্পরে দায়িত্বশীল ওয়ালী) মুঅমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে আর তারা হয় রুকুকারী (আল্লাহর কাছে নতিস্বীকার কারী।) (৫ মা-ইদাহঃ ৫৫)
**জ্ঞাতব্যঃ** আল্লাহ্ হলেন কর্তৃত্বশীল ওয়ালী, রাসূল সাঃ হলেন অভিভাবক হিসাবে ওয়ালী আর মুঅমিনগণ হলেন পরস্পরে দায়িত্বশীল ওয়ালী।

**নীতিঃ ৩ =** আমাদের মিত্র নির্ধারনের জন্য মহান প্রভূ যে নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছেন এর অন্যতম হচ্ছে দ্বীন ও ঈমান। কাকে আমরা মিত্র বানাবো আর কাকে শত্রু? ইহা নির্ধারিত হবে দ্বীন ও ঈমানের ভিত্তিতেই। ইহাই সঠিক নীতি, আসল নীতি। ইরশাদ হচ্ছে..

**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 72 )**

যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে আর যারা তাদের আশ্রয় দেয়, সাহায্য করে শুধু তারাই পরস্পরের ওয়ালী। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের ব্যাপারে তোমাদের (ইসলামী সরকারের) ওয়ালায়াত (দায়দায়িত্ব) নেই যতক্ষন না হিজরত করে। কিন্তু দ্বীনি ব্যাপারে (সামরিক) সাহায্য চাইলে তাদের সাহায্য করবে। তবে তোমাদের সাথে (শান্তি চুক্তি বা নিরাপত্তা) চুক্তি রয়েছে এমন জাতির (বিরুদ্ধে) সাহায্য চাইলে (সাহায্য করবে না।) আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ। (৮ আনফালঃ ৭২)

**আইন ও বিধানঃ** এ আয়াতে ইসলামী সমাজ নীতি, যুদ্ধনীতি ও পররাষ্ট্র নীতির কিছু বিধান বর্নিত হয়েছে। যেমনঃ

- যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু ইসলামী সমাজের আওতায় আসেনি বরং কাফির সমাজে বসবাস করছে তার জান মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা, অল্প বস্ত্র চিকিৎসা, শিক্ষাসহ কোনো দায়ভার ইসলামী সরকার বহন করবে না।
- ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী সমাজের আওতায় চলে এলে তার অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তাসহ যাবতীয় দায়ভার সরকারকে নিতে হবে।
- কাফির দেশের অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের দেশ ও সরকারের সাথে যুদ্ধ শুরু করে সাহায্য চাইলে ইসলামী সরকার তাদের সাহায্য করবে। তবে ওই দেশ বা জাতির সাথে ইসলামী সরকারের শান্তি চুক্তি বা নিরাপত্তা চুক্তি থাকলে সাহায্য করবে না বরং চুক্তি বলবত রাখবে।
- ঈমান, হিজরত ও জিহাদ, এই তিন কাজের উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে কে মুসলিম জাতির শত্রু আর কে মিত্র।

**নীতিঃ ৪ =** ওয়ালা তথা মিত্রতা আর আত্মীয়তা এক নয়। আত্মীয়তা হয় জন্ম সূত্রে আর মুঅমিনের ওয়ালা বা মিত্রতা হয় দ্বীন ও ঈমানের ভিত্তিতে। বর্নিত হচ্ছে..

**وعن أبي عبدالله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قَالَ :سمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِهارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ : إِنَّ آلَ بَنِي فُلانٍ لَيسُوا بِأَوْلِيائي، إِنَّما وَلِيِّي اللَّهُ وصالحُ المُؤْمِنِين، ولَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّها بِبِلالِها** مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، واللَّفظُ للبُخاري.

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স্ব রাঃ বলেন আমি শোনেছি, রাসূল সাঃ নিম্নস্বরে নয় উচ্চস্বরে বলেছেনঃ অমুক পরিবার আমার ওয়ালী (মিত্র বা আপন জন) নয়। আমার ওয়ালী হলেন আল্লাহ্ আর সৎকর্মশীল মুঅমিনগণ। তবে তাদের সাথে আমার আত্মীয়তা আছে, তাদের গায়ের পানির ছিটা আমার গায়েও লাগে (মানে দুনিয়াবী ব্যাপারে তাদের কষ্টে আমিও কষ্ট পাই) (বুখারী ও মুসলিম, শব্দগুলো বুখারীর।)

**নীতিঃ ৫ =** আল্লাহর বিধানের বাহিরে গিয়ে কাউকে ওয়ালী বা মিত্র বানানো যাবে না। কেউ বানালে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে, সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী। ইরশাদ হচ্ছে..

**أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9)**

এরা কি (কর্তৃত্বশীল) ওয়ালী হিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে মেনে নিয়েছে? আসলে আল্লাহই একমাত্র ওয়ালী, তিনিই মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (৪২ শূরাঃ ৯)

**قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14)**

জিজ্ঞেস করঃ আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ওয়ালী (কর্তৃত্বশীল মিত্র) বানাব? অথচ তিনিই আসমান যমীনের উদ্ভাবক। তিনি সকলের অন্ন যোগান, তার অন্ন কাউকে যোগাতে হয় না। বলঃ আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমিই প্রথম আত্মসমর্পন করি। তুমি (আল্লাহর নীতির বাহিরে গিয়ে অন্যকে কর্তৃত্বশীল ওয়ালী বানিয়ে) মুশরিকদের দলভুক্ত হইও না। (৬ আনয়া'মঃ ১৪)
জ্ঞাতব্যঃ আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল একমাত্র ওয়ালী হলেন আল্লাহ্। আল্লাহর কর্তৃত্বে শারীক করে অন্যকে এমন ওয়ালী হিসাবে মেনে নিলে শিরক হয়, কর্তৃত্বে শিরক।

**إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119)**

(মুশরিকদের অধিকাংশ দেবীই নারী মুর্তি। মুর্তি সংস্কৃতি রূপকার হচ্ছে শয়তান। এদিকে ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে) তারা আল্লাহকে ছেড়ে নারীদের উপাসনা করে, উপাসনা করে বিদ্রোহী শয়তানের। আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) লা'নত করেছেন, সে বলেছেঃ আপনার অনেক বান্দাকে (আমার পথে) নিয়ে আসব, আমি (শয়তান) তাদের বিভ্রান্ত করব, আশা দেব, আদেশ করব, (আমার হুকুমে) তারা পশুর কর্নচ্ছেদন করবে। আমি আদেশ করবঃ তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে দেবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে ওয়ালী (মিত্র) বানাল সে চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেল। (৪ নিসাঃ ১১৭-১১৯)

**শত্রু নির্ধারনের নীতিমালাঃ** সঠিক ভাবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই শত্রু ও মিত্র চিহ্নিত করতে হবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে শত্রু চিহ্নিত করা খুবই কঠিন কাজ। কারণ শুধু বাহ্যিক বিবেচনায় মানুষকে সঠিক ভাবে বিচার করা যায় না। আর মানুষের অন্তরের ব্যাপারে আমরা একেবারেই অজ্ঞ। তবে মহান আল্লাহ্ হলেন অন্তর্জামী। তিনি মানুষের অন্তরের ব্যাপারেও অবগত। শুধু তিনিই জানেন কে আমাদের আসল শত্রু আর কে আসল মিত্র। তাই এসব ব্যাপারে আমাদেরকে মহান আল্লাহর নীতিমালার উপর নির্ভর করতে হবে।

**নীতিঃ ৬ =** শত্রু নির্ধারনে আমাদেরকে আল্লাহর বিধানের উপর নির্ভর করতে হবে। তবেই কেবল সঠিক ভাবে শত্রু নির্ধারন করা যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا (45)**

তোমাদের শত্রুদের ব্যাপারে আল্লাহ্ খুব অবগত। ওয়ালী (কর্তৃত্বশীল মিত্র) হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪ নিসাঃ ৪৫)

**নীতিঃ ৭ =** শয়তান ও শয়তানের দুসররা আমাদের আসল শত্রু, প্রকাশ্য শত্রু। ইরশাদ হচ্ছে..

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208)**

মুঅমিনগণ! পরিপূর্ন ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। (জীবনের কিছু ব্যাপারে ইসলাম আর কিছু ব্যাপারে অন্যতা করে) শয়তানের পদাংক অনুকরণ কর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২ বাক্বারাহঃ ২০৮)

**পর্যালোচনাঃ** শয়তান শুধু ইবলিসই নয়। যেসব মানুষ ও জিন্ন কুমন্ত্রণা দেয়, কুপথে ডাকে এরা সবাই শয়তান। ইরশাদ হচ্ছে..

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)

বলঃ আমি সুরক্ষা চাই মানুষের প্রভুর কাছে, মানুষের মালিকের কাছে, মানুষের ইলাহের কাছে, খান্নাসের (শয়তানের) কুমন্ত্রণার অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, (হক সে) জিন্ন অথবা মানুষ। (১১৪ সূরাহঃ নাস)

যেসব নেতা মানুষকে কুপথে ডাকে, পাপ পথে নিয়ে যায়, তারাও শয়তান। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14)

মুঅমিনদের সাক্ষাতে এরা বলে "আমরাও মুঅমিন"। আর শয়তান(নেতা)দের সাথে গোপন সাক্ষাতে বলে "আমরা তোমাদের সঙ্গী", (ঈমানের কথা বলে) তাদের সাথে উপহাস করছি মাত্র। (২ বাক্বারাহঃ ১৪)

**নীতিঃ ৮ =** দানব হউক বা মানব, সকল শয়তানই আমাদের শত্রু। কোনো শয়তানকেই ওয়ালী তথা মিত্র হিসেবে মেনে নেয়া যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112)

(মক্কার কাফিররা যেভাবে তোমার সাথে দুশমনি করছে) ঠিক সেভাবে প্রত্যেক নবীর দুশমন হিসাবে আমি মানুষ ও জিন্ন শয়তানদের লাগিয়ে দিয়েছি। তারা একে অপরকে প্রতারণা মূলক সাজানো কথা শিখিয়ে দেয়। তোমার প্রভু চাইলে তারা এমন করতে পারত না (কিন্তু তারা এমন করবেই, কারণ এটাই প্রভূর ইচ্ছা। তাই) তাদেরকে ও তাদের মিথ্যাচারকে উপেক্ষা করে চলো। (৬ আনয়া'মঃ ১১২)

**নীতিঃ ৯ =** যে বা যারা কোনো শয়তানকে ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক, নিজের উপর কর্তৃত্বশীল) বানিয়ে নেয় তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30)

(আল্লাহর বিধান জানার পর মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়) একদল হেদায়াত পায় আর একদলের উপর অবধারিত হয় বিভ্রান্তি। তারা (বিভ্রান্তরা) আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদের ওয়ালী (আপন /মিত্র) বানিয়ে নেয় আর মনে করে তারা সঠিক পথেই আছে। (৭ আ'রাফঃ ৩০)

**নীতিঃ ১০ =** আমরা আল্লাহর দাস আর আল্লাহ্ আমাদের একমাত্র মালিক। তাই আল্লাহর শত্রুই আমাদের শত্রু। ইরশাদ হচ্ছে..

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)

তোমরা শত্রুর মোকাবিলায় শক্তি সঞ্চয় কর, তৈরি রাখো ঘোড়ার বহর। সন্ত্রস্ত করে রাখো আল্লাহর শত্রুদের, তোমাদের শত্রুদের। (তোমরা যেসব শত্রুর মোকাবিলা করছ, এছাড়াও) আরো অনেক শত্রু আছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। তোমরা আল্লাহর পথে (প্রতিরক্ষা, সামরিকসহ অন্যান্য খাতে) যা খরচ করবে এর পরিপূর্ন প্রতিদান দেয়া হবে, তোমাদের উপর সামান্যতম অবিচার করা হবে না। (৮ আনফালঃ ৬০)

**নীতিঃ ১১ =** শুধু কাফিরই নয় বরং মুনাফিকরাও আমাদের শত্রু। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (4)

তুমি দেখবেঃ এরা বেশভুষায় (দাড়ী, টুপী, জামা, বুরকা, নিকাব, ইত্যাদিতে) তোমাকে বিমোহিত করে ফেলবে। এরা কথা বললে (এদের বাচন ভঙ্গিতে আকৃষ্ট হয়ে) তুমি আগ্রহ করে শুনবে। আসলে এরা হচ্ছে দেয়ালে ঠেক লাগানো কাঠের মত (দেখতে সুন্দর কিন্তু শিকড় হীন।) প্রতিটি শব্দকেই এরা এদের বিরুদ্ধে (কোনো পদক্ষেপ হিসেবে) মনে করে। আল্লাহ ধ্বংস করুক, এরা কোথায় চলে যাচ্ছে? (৬৩ মুনাফিকূনঃ ৪)

**নীতিঃ ১২ =** যে বা যারা দ্বীনের পথে বা দ্বীনি কাজে বাঁধার সৃষ্টি করে, দ্বীনি কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায় এরাও আমাদের শত্রু, যদিও আত্মীয় বা বন্ধু হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)

মুঅমিনগণ! তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের শত্রু, (যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ ও হিজরত থেকে /দ্বীনি কাজ ও দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার থেকে তোমাদের ফিরিয়ে রাখে।) তাই তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো, তাদের উপেক্ষা কর, ক্ষমা কর, মার্জনা কর (এটাই উত্তম।) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়। (৬৪ তাগাবুনঃ ১৪)

**নীতিঃ ১৩ =** যে বা যারা ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করবে তাদেরকে ওয়ালী বানানো নিষিদ্ধ। তারাও আমাদের শত্রু, যদিও আত্মীয় হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)**

মুঅমিনগণ! তোমাদের বাবা-মা, ভাইবোন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করলে তাদের ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক) হিসেবে মেনে নিও না। যে বা যারা তাদের ওয়ালী হিসেবে মেনে নেবে তারা অপরাধী হয়ে যাবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

**নীতিঃ ১৪ =** যারা দ্বীনের শত্রু, যারা আল্লাহর শত্রু; তারাই আমাদের শত্রু। আল্লাহর কোনো শত্রুকে মিত্র বানানো নিষিদ্ধ। ইরশাদ হচ্ছে..

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3)**

মুঅমিনগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুকে ওয়ালী (মিত্র) বানিও না। তোমরা তাদের সাথে হৃদ্যতা চাও অথচ তারা তোমাদের কাছে আগত সত্য (কুরআন)কে প্রত্যাখ্যান করেছে, আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ বলে তোমাদেরকে এবং রাসূলকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। তোমরা আমার (আল্লাহর) সন্তুষ্টির জন্য আমার পথে জিহাদে বের হয়ে থাকলে (উল্লেখিত নীতি মেনে চলবে।) তোমরা গোপনে হৃদ্যতা করতে চাও, অথচ আমি গোপন প্রকাশ্য সব জানি। তোমাদের কেউ এমন করলে সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

ক্ষমতা পেলে তারা তোমাদের সাথে শত্রুতা করবে, তাদের হাত ও মুখ প্রসারিত (পেশীশক্তি ও মিডিয়া ব্যবহার) করে তোমাদের ক্ষতি করবে। তারা চায়ঃ তোমরা কুফর কর। (মনে রেখ) কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়স্বজন, সন্তান সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। (সেদিন) তিনি সবাইকে আলাদা করে দেবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সব প্রত্যক্ষ করেন। (৬০ মুমতাহিনাহঃ ১-৩)

**নীতিঃ ১৫ =** শত্রুতা ও মিত্রতার মূল মানদণ্ড হচ্ছে ঈমান। মানুষের শত্রু ও মিত্র নির্ধারিত হবে ঈমানের ভিত্তিতেই। মুঅমিন মুঅমিনের মিত্র আর কাফির মুশরিক একে অপরের মিত্র। মুনাফিকরা বাহ্যত মুসলিম হলেও আসলে কাফির, তাই মুনাফিকরাও কাফিরদের মিত্র। ইহাই আসল কথা, শত্রু মিত্র নির্ধারনের ইহাই সঠিক নীতি। এই শত্রুতা ও মিত্রতা আদর্শিক।

কাফিরদের সাথে মুঅমিনের সম্পর্ক হবে খুবই সীমিত, নির্ধারিত সীমানার আওতাধীন থেকে। যে সীমানা নির্ধারন করে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়া'লা। যেকেউ এই সীমানা লঙ্ঘন করবে তার তরে কঠিন আযাব। ইরশাদ হচ্ছে..

**لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28)**

মুঅমিনরা যেন মুঅমিন ছাড়া কোনো কাফিরকে ওয়ালী (মিত্র) না বানায়। কেউ এমন করলে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না। তবে প্রতিরক্ষা হিসেবে তাক্বিয়্যাহ করতে পারবে। (আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পর্ককে তাক্বিয়্যাহ বলে।) আল্লাহ তাঁর (আযাবের) ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছেন। আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ২৮)

## প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ আ'যীমাত ও রুখসাত

বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মানতে গিয়ে মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়তে হয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারনে কখনো কখনো দ্বীনি বিধান পালন করা কঠিন হয়ে যায়। তখন আমরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগী, বোঝে উঠতে পারি না কি করব, কোন পথে যাব?

ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। সকল যুগের সকল স্থানের সকল মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। মানুষের এমন অবস্থার কথা বিবেচনা করে ইসলামী বিধান পালনের জন্য দুটি পথ খোলা রেখেছে ইসলামী শারীয়া'হ। অর্থাৎ ইসলামী বিধান পালনের পদ্ধতি দুইটিঃ আ'যীমাত ও রুখসাত। এবার আসুন! আ'যীমাত ও রুখসাত সম্পর্কে একটু জেনে নেই।

**আ'যীমাতঃ** আ'যীমাত অর্থ দৃঢ় থাকা, অবিচল থাকা। আগত কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম ও ঈমানের উপর দৃঢ় ভাবে অবিচল থাকার নাম আ'যীমাত।

**রুখসাতঃ** রুখসাত অর্থ অনুমোদন, সুযোগ। পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অন্তরে অবিচল ঈমান রেখে শুধু আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিয়ে জীবন বাঁচানোর সুযোগ গ্রহণ করার নাম রুখসাত।

**বিধানঃ** ইসলামী বিধানে আ'যীমাত ও রুখসাত দুই পদ্ধতিই অনুমোদিত। আগত কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান বা ইসলামী বিধানের উপর দৃঢ় ভাবে অবিচল থাকা মোটেই নির্বুদ্ধিতা বা নিন্দনীয় নয় বরং ইহা ইসলামের আ'যীমাত পদ্ধতি।

আ'যীমাতের উপর অবিচল থাকলে প্রতিদান পাওয়া যায়। এপথে কষ্ট সহ্য করলে মহান আল্লাহ উপযুক্ত বিনিময় দেন বরং আরো বাড়িয়ে দেন। এ অবস্থায় মারা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া যায়। শহীদকে ৫টি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।

পক্ষান্তরে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে (অন্তরে অবিচল ঈমান রেখে) শুধু আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিলেও পাপ হয় না বা ঈমানের ক্ষতি হয় না। ইহা হচ্ছে ইসলামী বিধানের রুখসাত পদ্ধতি। রুখসাত পদ্ধতিও ইসলামে অনুমোদিত এবং এর মান মর্যাদাও কম নয়।

**উপমাঃ** আ'যীমাত ও রুখসাতের নমুনা সাহাবাদের থেকেই পাওয়া যায়। আ'যীমাতের জ্বলন্ত নমুনা খুবাইব রা.।
**পরিচিতিঃ** তিনি খুবাইব বিন আ'দী বিন মালিক বিন আ'মির আল-আ'উসী আল-আনসারী রাঃ। তিনি স্থির স্বভাবের, দৃঢ় মনা, খ্যাতনামা বীর ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দুশমনের আতঙ্ক। তিনি প্রথম দিকেই মুসলমান হয়ে ছিলেন এবং বদর ও ওহুদ যুদ্ধে বীরত্বের সহিত লড়াই করে ছিলেন।
বদর যুদ্ধে তিনি মক্কার নেতা হারিছ বিন আ'মির বিন নুফাইলকে হত্যা করে ছিলেন। এজন্য মক্কার নেতারা ব্যক্তিগত ভাবে তার দুশমন হয়ে গিয়েছিল এবং প্রতিশোধের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বর্নিত আছেঃ
৪র্থ হিজরির সফর মাসে আরবের দুইটি গোত্র মদিনায় প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাদেরকে ইসলামী বিধান ও ক্বুরআন শিক্ষা দেবার জন্য কিছু শিক্ষক পাঠানোর অনুরোধ করল। রাসূল সাঃ ১০সদস্যের একটি শিক্ষক দল পাঠালেন। যাদের নেতা ছিলেন আ'স্বিম বিন ছাবিত আল-আনসারী রাঃ। খুবাইব ও এই দলে শামিল ছিলেন।
হুযাইলের এলাকা অতিক্রম কালে বনু-লিহয়ানের প্রায় দুইশ তিরান্দাজ তাদের গতিরোধ করে আত্মসমর্পনের আহবান জানায় এবং ওয়াদা করে; আত্মসমর্পন করলে কাউকে হত্যা করা হবে না।
মুসলিম দলনেতা আ'স্বিম বিন ছাবিত বললেনঃ কোনো কাফিরের কথায় আস্বস্থ হয়ে আত্মসমর্পনে আমি রাজি নই। তিনি তীর চালিয়ে লড়াই শুরু করে দিলেন এবং তিনি সহ সাতজন সাহাবী লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। বাকি তিনজন কাফিরদের কথা বিশ্বাস করে হাতিয়ার ছেড়ে দিলেন। খুবাইব রাঃ ছিলেন এই তিনজনের একজন।
একটু পর তাদের বেঁধে ফেলা হল। এক সাহাবী বললেনঃ ইহা প্রতারণার প্রথম ধাপ। তিনি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলেন। ফলে বেইমানরা তাকে মেরে ফেলল। খুবাইব রাঃ ও তার সঙ্গীকে মক্কা এনে বিক্রি করা হল। হারিছ বিন আ'মির পরিবার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে খুবাইব রাঃকে কিনে নিল।
হারিছের এক মেয়ে বলেনঃ খুবাইব যখন বন্দি। একদা আমার এক ছেলে চাকু নিয়ে খুবাইবের কাছে চলে গেল। হঠাৎ দেখি খুবাইবের হাতে চাকু। আমার ছেলে তার পায়ের উপর বসা। আমি আঁতকে উঠলাম। খুবাইব বললঃ ভাবছ আমি তোমার ছেলেকে হত্যা করব? না! আমি এমন করব না। হারিছের মেয়ে বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমরা খুবাইবের মত ভালো বন্দি কোনো দিন দেখিনি।
মক্কার হারামের বাহিরে তানঈ'ম নামক স্থানে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে খুবাইব রাঃকে নিয়ে আসা হল। তিনি দুই রাকায়াত নামাযের সুযোগ চাইলেন। তারা সুযোগ দিল। খুবাইব রাঃ দুই রাকাত নামায পড়লেন এবং বললেনঃ মন চাইছিল নামাযটা আরো দীর্ঘ করি কিন্তু করিনি। কারন তোমরা ভাববেঃ নামাযকে বাহানা বানিয়ে মরণের ভয়ে কাল ক্ষেপণ করছি।
খুবাইব রাঃ তখন ফাঁসির মঞ্চে। কাফিররা বললঃ খুবাইব! তোমার জায়গায় মুহাম্মাদ হলে আজ কেমন হত? (তুমি শুধু প্রতিকী ভাবে রাজি হয়ে যাও) হয়ত তোমাকে ছেড়ে দেব।
খুবাইব বললেনঃ আমি বেঁচে যাব আর মুহাম্মাদ সাঃর গায়ে কাটা ফুটবে তাও আমি মেনে নেব না।
আবু-সুফিয়ান বললঃ মুহাম্মাদের প্রতি তার সঙ্গীদের ভালোবাসা নজির বিহীন। তারা খুবাইব রাঃকে ফাঁসি দিল। তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। (ঘটনাটি বুখারী সহ অনেক কিতাবে বর্নিত হয়েছে)

খুবাইব রাঃর এই কাজ ছিল আ'যীমাত। আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে তিনি জীবন দিয়েছেন। এ ছাড়াও ইসলামের প্রথম শহীদ সুমাইয়্যাহ রাঃ, সুমাইয়্যাহর স্বামী ইয়াসার এবং ইমাম আহমাদ রাহিঃ সহ আরো অনেকেই আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে জীবন দিয়েছেন। ইমাম আবু-হানীফাহ, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ সহ আরো অনেকেই আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে মার খেয়েছেন, জেলে গিয়েছেন, সহ্য করেছেন অমানবিক অত্যাচার। এছাড়াও যুগে যুগে আরো কত উলামা ও মুসলিমগণ আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন, জীবন দিয়েছেন, শাহাদাতের মর্যাদায় ধন্য হয়েছেন।

**রুখসাতের নমুনাঃ** রুখাসাতের জ্বলন্ত নমুনা আ'স্মার বিন ইয়াসার রাঃ।
**পরিচিতিঃ** আম্মার বিন ইয়াসার রাঃর মা সুমাইয়্যাহ ছিলেন দাসী। বাপ ইয়াসার মক্কার স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন না। ইয়াসার মক্কায় বনী-মাখজুমের আশ্রয়ে থেকে তাদের দাসী সুমাইয়্যাহকে বিয়ে করে ছিলেন।
ইয়াসার পরিবার শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন এবং এজন্য তাদেরকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। শুধু ইসলামের কারনে সুমাইয়্যাহকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে এবং নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। সুমাইয়্যাহ রাঃ ইসলামের প্রথম শহীদ। সুমাইয়্যাহর পর তার স্বামী ইয়াসারকেও অমানবিক অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে। স্বামীস্ত্রী দুইজনই আ'যীমতের উপর অবিচল থেকে শহীদ হয়েছেন।
আ'স্মারের উপরও অবর্ননীয় অত্যাচার করা হয়েছে। এক পর্যায়ে আত্মরক্ষার্থে বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিয়েছেন আ'স্মার। ফলে কাফিররা তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। আ'স্মার বিষয়টি নিয়ে খুব ভাবনায় ছিলেন।
একদা তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অসহ্য হয়ে তাদের কথা মেনে নিয়েছি। রাসূল সাঃ বললেন তোমার অন্তর কি ঈমানের উপর অবিচল ছিল না? তিনি বললেনঃ জী, আমার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল ছিল। রাসূল সাঃ বললেনঃ তবে কিছুই হবে না। তারা বারবার করলেও কিছু হবে না। এই বিষয়ে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছেঃ

**مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)**

যেব্যক্তি ঈমানের পর কুফর করল (সে কাফির হয়ে গেল) তবে (কুফর করতে) বাধ্য করা হলে এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকলে (কাফির হবে না।) যে স্বেচ্ছায় কুফর করবে তার উপর আল্লাহর গযব, তার তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (১৬ নাহলঃ ১০৬)
আম্মার রাঃর এই কাজটি ছিল রুখসাত। পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তিনি রুখসাতের উপর আমল করে ছিলেন। এমন করা দুষের নয়।

**বিঃ দ্রঃ** = আক্বাইদের পরিভাষায় যাহা "আ'যীমাত ও রুখসাত", ফিক্বহের পরিভাষায় ইহাকে "ইকরাহ" বলা হয়। ইকরাহ অর্থ বাধ্য করা, জবরদস্তী করা, হুমকি দেয়া।

হানাফী ফিক্বহের একটি প্রসিদ্ধ কিতাব "মুখতাসার আল-ক্বুদূরী" যা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অনেক দেশের মাদরাসাহ সমূহে পাঠ্যবই হিসাবে পড়ানো হয়। এই কিতাবের "ইকরাহ" অধ্যায় থেকে কিছু বিধান নিম্নে পেশ করা হলঃ

- হুমকিদাতা সরকার হউক বা সন্ত্রাসী, তার যদি এই হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকে তবে শারীয়া'হ আইনে ইহা "ইকরাহ" হিসাবে গণ্য হবে।
- কাউকে যদি কুফর করতে বা নবীকে গালি দিতে বাধ্য করা হয়। নতুবা প্রহার বা জেলের হুমকি দেয়া হয় তবে আইনত ইহা ইকরাহ হিসাবে গণ্য হবে না। (অর্থাৎ জেল বা প্রহারের ভয়ে কুফর করা বা নবীকে গালি দেয়া বৈধ হবে না)
- যদি কুফর না করলে বা নবীকে গালি না দিলে মেরে ফেলার বা অঙ্গহানির হুমকি দেয়া হয়, তবে ইহা "ইকরাহ" হিসাবে গণ্য হবে এবং এই হুমকি আমলে নিয়ে অন্তরে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রেখে শুধু মুখে হুমকি দাতার কথা মেনে নিলে পাপ হবে না।
- হুমকি দাতার কথা না মেনে (আ'যীমাতের উপর) মারা গেলে বা অত্যাচারিত হলে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবে।
- কাউকে যদি হারাম খাদ্য বা হারাম পানীয় গ্রহণে (অথবা হারাম কাজ করতে) বাধ্য করা হয় এবং ইহা না করলে জেল বা প্রহারের হুমকি দেয়া হয় তবে (জেল বা প্রহারের ভয়ে) এমন কাজ করা বৈধ হবে না।
- হারাম খাদ্য বা হারাম পানীয় গ্রহণ না করলে যদি মেরে ফেলার বা অঙ্গহানির হুমকি দেয়া হয় তবে ইহা মেনে নিতে হবে। অন্যতায় (হুমকি দাতার কথা না মেনে ক্ষতিগ্রস্থ হলে) পাপ হবে।
- সরকার (পুলিশ, আর্মি) যদি কাউকে যিনা করতে বাধ্য করে তবে (যে বাধ্য হয়ে যিনা করেছে) তাকে (পাপী হিসেবে) সাজা দেয়া হবে না।
- আর সরকার ছাড়া অন্য কেউ যিনা করতে বাধ্য করলে ইমাম আবু-হানীফার মতে সাজা দেয়া হবে। তবে ইমাম আবু-ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিঃর মতে সাজা দেয়া হবে না। (সে নিরপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। ফতোয়া এর উপরই)
- কাউকে বাধ্য করে মুরাতাদ বানালে তার স্ত্রীর সাথে বিয়ে ভঙ্গ হবে না। (অর্থাৎ তার উপর মুরতাদের বিধান কার্যকর হবে না)
- অন্য মানুষকে হত্যা করার জন্য কাউকে বাধ্য করা হলে (জীবন গেলেও) ইহা মানা (হত্যা করা) যাবে না। আর করে ফেললে পাপী হিসাবে গণ্য হবে। তবে বাধ্যকারীও অপরাধী হিসেবে সাজা ভোগ করবে।
- বিবাহ করতে বা তালাক দিতে কাউকে বাধ্য করা হলে এবং বাধ্য হয়ে বা ভয়ে কাজটি করে ফেললে ইহা হয়ে যাবে।
- কাউকে কিছু বেচতে বা কিনতে বাধ্য করা হলে (মুক্ত হবার পর এই ক্রয়-বিক্রয় বলবত রাখা বা না রাখার ব্যাপারে) তার এখতিয়ার থাকবে। (উল্লেখিত সকল বিধানই ক্বুদূরী থেকে নেয়া। তবে ধারা বর্ননায় কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে)

**নীতিঃ ১৬.** যে মুসলিম কোনো কাফিরকে ওয়ালী বানাবে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

**بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139)**

মুনাফিকদের সংবাদ দাও; তাদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, যারা মুঅমিনদের বদলে কাফিরদের ওয়ালী (মিত্র) বানায়। তারা কি এদের কাছে ইজ্জত চায়? সকল ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। (৪ নিসাঃ ১৩৮-১৩৯)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** মুঅমিনদের ছেড়ে কাফিরদের ওয়ালী বানানো কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। মুনাফিকের জানাজা পড়তে এবং তার জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা। মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

**নীতিঃ ১৭ =** যে বা যারা দ্বীন নিয়ে হাঁসি তামাশা করে তাদের ওয়ালী বানানো নিষেধ। যে মুসলিম কোনো কাফিরকে ওয়ালী বানাল সে সরাসরি আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করল।

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ**

মুঅমিনগণ! আহলে কিতাব আর কাফিরদের যারা তোমাদের দ্বীন নিয়ে উপহাস করে, তামাশা করে, তাদের ওয়ালী (মিত্র) বানিও না (কারণ এসব তাক্বওয়া পরিপন্থী কাজ) আর মুঅমিন হতে চাইলে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর। (দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করা কুফর) (৫ মা-ইদাহঃ ৫৭)

**নীতিঃ ১৮ =** কেউ ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করলে (সে আত্মীয় হলেও) তাকে ওয়ালী বানানো নিষিদ্ধ। যে মুসলিম এমন কাউকে ওয়ালী বানাবে সে পাপিষ্ঠ হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)**

মুঅমিনগণ! তোমাদের বাবা-মা, ভাইবোন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করলে তাদের ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক) হিসেবে মেনে নিও না। যে তাদের ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক) হিসেবে মেনে নেবে সে অপরাধী হয়ে যাবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

## কয়েকটি উদাহরণঃ

**উদাহরণঃ ১.** নূহ আঃ সাড়ে ৯ শত বছর দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু মানুষ তার দাওয়াত গ্রহণ করেনি বরং তাকে বর্জন করেছে, অবজ্ঞা করেছে, তাদের এই অবজ্ঞা আর দম্ভ দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাদের ব্যাপারে অভিযোগ করে নূহ আঃ বললেনঃ

**قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9)**

নূহ বললঃ হে রাব্ব! আমি আমার জাতিকে রাতদিন দাওয়াত দিয়েছি, আমার দাওয়াত তাদের পলায়নই বৃদ্ধি করেছে। তাদের মাগফিরাতের জন্য আমি যখনই দাওয়াত দিয়েছি; তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে (যাতে আমার কথা কানে না যায়) কাপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে দিয়েছে (যেন আমি তাদের চিনতে না পারি) তারা বারবার এমন করছে। তারা চরম অহমিকায় মেতে

রয়েছে। আমি তাদেরকে উচ্চস্বরে (উন্মুক্ত) দাওয়াত দিয়েছি, প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, গোপনে দাওয়াত দিয়েছি (কিন্তু কোনো কাজ হয়নি) (৭১ নূহঃ ৫-৯)

নূহ আঃ জাতিকে আযাবের ভয় দেখালে জাতীয় নেতারা ক্ষেপে গিয়ে নূহ আঃকে চ্যালেঞ্জ করে বসল। তারা বললঃ

**قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33)**

তারা (জাতীয় নেতারা) বললঃ নূহ! তুমি অনেক তর্ক করে ফেলছ। (তোমার তর্ক আর সহ্য করব না) তুমি সত্য হলে (আযাবের ব্যাপারে) তোমার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর। নূহ বললঃ (এব্যাপারে আমার ক্ষমতা নেই) আল্লাহ চাইলে ইহা বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমরা ফিরাতে পারবে না। (১১ হূদঃ ৩২-৩৩)

এমন পরিস্থিতিতেও জনতা নেতাদের আনুগত্য করল। তাই তাদের ব্যাপারে নূহ আঃ বললে..

**قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23)**

নূহ বললঃ হে রাব্ব! তারা আমার অবাধ্য হয়ে এমন লোকের আনুগত্য করছে যাদের সন্তান ও সম্পদ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তারা বারবার চক্রান্ত করছে, ষড়যন্ত্র করছে, (জনতাকে) বলছেঃ খোদাদের ছেড়ে যেও না। ওয়াদ, সুয়া'দ, ইয়াগূ'ছ, ইয়াউ'ক ও নাসরকে ছেড়ে যেও না। (এসব তাদের মনগড়া খোদার নাম) (৭১ নূহঃ ২১-২৩)

পরিশেষে আল্লাহ্ তায়া'লা নূহ আঃকে জানিয়ে দিয়েছেনঃ তোমার উম্মতের আর কেউ ঈমান আনবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36)**

নূহের কাছে ওহী পাঠানো হলঃ এপর্যন্ত যারা ঈমান এনেছে এছাড়া আর কেউ তোমার উপর ঈমান আনবে না। তাই তাদের কাজকর্মের ব্যাপারে দুঃখ কর না। (১১ হূদঃ ৩৬)

নূহ আঃ ভাবলেনঃ কেউ যখন ঈমান আনবেই না তবে এদের দিয়ে আর কি হবে..? তিনিও পরিষ্কার ভাষায় বদ-দোয়া করে বললেনঃ

**وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (27)**

নূহ বললঃ হে রাব্ব! যমীনে কাফিরদের একটি ঘরও অবশিষ্ট রেখ না। তাদের বাঁচিয়ে রাখলে তোমার বান্দাদের বিভ্রান্ত করবে, পাপিষ্ঠ কাফির ব্যতীত (কোনো ভাল) সন্তানও এরা জন্ম দেবে না। (৭১ নূহঃ ২৬-২৭)

আল্লাহ্ নূহ আঃর দোয়া কবুল করলেন। তিনি জানিয়ে দিলেনঃ তোমার জাতির উপর আযাব আসন্ন। আর এই আযাব হচ্ছে বন্যা। নূহ আঃকে আদেশ দিয়ে আল্লাহ্ বললেন..

**وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37)**

আমাদের তত্বাবধানে, আমাদের নির্দেশ মত একটি জাহাজ তৈরি কর। পাপিষ্ঠদের (ক্ষমার) ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে যেও না, তাদের ডুবিয়ে মারা হবে। (১১ হূদঃ ৩৭)

নূহ আঃ জাহাজ বানানো শুরু করে দিলেন। আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেনঃ আযাব আসন্ন এবং এ আযাবে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লাহর আযাব থেকে শুধু তারাই রক্ষা পাবে যারা তোমার সঙ্গে জাহাজে আরোহণ করবে। আযাব শুরু আলামত হিসেবে নূহ আঃকে জানিয়ে দেয়া হলঃ যখন চুলার ভিতর থেকে পানি উথলে উঠবে তখন মনে করবে আযাব শুরু হয়ে গেছে। তখন তুমি প্রত্যেক প্রাণীর এক জোড়া করে জাহাজে উঠতে দেবে, তোমার আহল এবং তোমার সঙ্গী মুঅমিনদেরকে জাহাজে তুলে নেবে। ইরশাদ হচ্ছে..

**حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40)**

যখন চলে এল আযাব, উথলে উঠল চুলা (শুরু হল বন্যা।) আমি বললামঃ (জাহাজে আরোহণ কর এবং) প্রত্যেক প্রজাতি থেকে এক এক জোড়া করে (পশু পাখি) তোমার (পরিবারের) যার ব্যাপারে (আযাবের) সিদ্ধান্ত হয়েছে সে (তোমার স্ত্রী ও এক ছেলে) ছাড়া বাকি আহল (পরিবার) আর যারা তোমার উপর ঈমান এনেছে (এদেরকে জাহাজে তুলে নাও।) খুব অল্প লোকই তার উপর ঈমান এনেছিল। (১১ হূদঃ ৪০)

নূহ আঃ তাই করলেন। আযাব এসে গেল, শুরু হল বন্যা। নূহ আঃ জাহাজে চড়ে ভেসে চললেন। বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল সব, ভেসে যাচ্ছিল নূহ আঃর কাফির ছেলে কিনয়া'ন। ছেলেকে পানিতে ডুবতে দেখে নূহ আঃর দয়া হল, তিনি ছেলেকে চলে আসার আহ্বান করলেন। ঘটনাটির বর্ননা দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে..

**وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ**

يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43)

জাহাজটি তাদের নিয়ে পাহাড়সম ঢেউয়ের মাঝে ভেসে চলল। ছেলেকে বিচ্ছিন্ন (তাবে ডুবতে) দেখে নূহ ডেকে বললঃ বৎস! কাফিরদের সঙ্গ ত্যাগ করে আমার সঙ্গে চলে আসো। ছেলে বললঃ পাহাড়ে চলে যাচ্ছি, পাহাড় পানি থেকে বাঁচাবে। নূহ বললঃ এই আযাব থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না আল্লাহ ছাড়া। এমন সময় ঢেউ এসে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিল। ছেলে ডুবে গেল। (১১ হূদঃ ৪২-৪৩)

ছেলেকে এমন ভাবে ধ্বংস হতে দেখে নূহ আঃর মন কেঁদে উঠল, তিনি ডেকে বললেনঃ

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45)

নূহ ডেকে বললঃ হে রাব্ব! ছেলে আমার "আহল" (পরিবার। তাকে রক্ষা কর) নিশ্চয় তোমার ওয়াদা সত্য। তুমি সকল ক্ষমতার উৎস। (১১ হূদঃ ৪৫)

কাফির পুত্রের প্রতি নবীর মমতা দেখে মহান আল্লাহ্ নূহ আঃকে ধমক দিলেনঃ

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46)

আল্লাহ বললেনঃ নূহ! সে তোমার "আহল" (অনুসারী) নয়। তার কাজকর্ম ঠিক নয়। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছিঃ এমন কিছু চেও না যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই। নতুবা তুমিও মুর্খদের দলভুক্ত হবে। (১১ হূদঃ ৪৬)

নূহ আঃ নিজের ভুল বোঝতে পারলেন। তিনি ক্ষমা চাইলেনঃ

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (47)

নূহ বললঃ হে রাব্ব! যে ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই এমন কিছু চাওয়া থেকে তোমার কাছে সুরক্ষা চাই। তুমি ক্ষমা না করলে, দয়া না করলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। (১১ হুদঃ ৪৭)

**আইন ও বিধানঃ** রক্ত সম্পর্কের চেয়ে দ্বীনের সম্পর্ক বেশী মজবুত। তাইতো দ্বীনহীন ছেলে মুসলিম পিতার উত্তরাধিকার হতে পারে না, মুসলিম ছেলের উত্তরাধিকারী হয় না দ্বীনহীন বাবা। আর এজন্যই দ্বীনহীন বাবা-মা বা ছেলেমেয়েকে ওয়ালী বানালে পাপ হয়।
**পর্যালোচনাঃ** ছেলে কাফির হবার কারণে নবী হয়েও নূহ আঃ আপন ছেলেকে উদ্ধার করতে পারলেন না, এমনকি ছেলেকে বাঁচানোর আবেদন করেও ধমক খেলেন। কারণঃ কাফির কখনো মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারে না।

**উদাহরণঃ ২.** আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাঃকেও নিজের আত্মীয়স্বজন ও গোত্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। তিনিও তাদের জন্য বদদোয়া করেছেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। আপন চাচা আব্বাস, চাচাত ভাই আক্বীল সহ অনেক আত্মীয়কে বন্দি করেছেন, তাদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করেছেন। নবীজির সাহাবীগণকেও নিজের বাবার বিরুদ্ধে, ছেলের বিরুদ্ধে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হয়েছে। কারণঃ আত্মীয় হলেই কেউ ওয়ালী হয়ে যায় না। আত্মীয়তার চেয়ে দ্বীন বড়। আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয় রক্তের বন্ধনে আর আর আল-ওয়ালা বা ওয়ালায়াত তথা মিত্রতা গড়ে উঠে ঈমানের ভিত্তিতে। তাইতো হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

رواه مسلم **(976)** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ،وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي**

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিতঃ রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আমার মায়ের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে প্রভূর কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। আমি মায়ের কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়ে ছিলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। (সাহীহ মুসলিমঃ ৯৭৬)

**উদাহরণঃ ৩.** ইবরাহীম আঃ আল্লাহর খালীল হওয়া সত্বেও আপন পিতার মাগফিরাতের জন্য কিছুই করতে পারেননি। বরং দোয়া করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিপদে পড়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে..

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4)

(কাফির আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে) তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মাঝে। যখন তারা নিজের জাতিকে বলেছেঃ "আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য খোদাদের থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করলাম। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করলাম, তোমাদের ও আমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ লেগেই থাকবে, যতক্ষন না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে"। তবে ইবরাহীমের একটি কথা (তোমাদের জন্য আদর্শ নয়। আর তা হলঃ) ইবরাহীম তার পিতাকে বলেছিলঃ "আমি আল্লাহর কাছে তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করব, যদিও আল্লাহ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার

নেই"। (তারপর আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়ে ইবরাহীম বলেছিল) হে রাব্ব! আমি তোমার উপর তাওয়াক্কুল করলাম, তোমার দিকে ধাবিত হলাম, তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন। (৬০ মুমতাহিনাহঃ ৪)

**উদাহরণঃ ৪.** কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক কোনো মুঅমিনের আত্মীয় হলেও ওয়ালী হয় না। তাই এমন আত্মীয়স্বজন মারা গেলে তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। ইরশাদ হচ্ছে..

**পটভূমিঃ** চাচা আবু-তালিব মৃত্যু শয্যায়। খবর পেয়ে রাসূল সাঃ হাজির হলেন। আবু-জাহেল ও আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়্যাহ আগ থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল। রাসূল সাঃ বললেনঃ চাচা! বলুনঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই কালিমাহর মাধ্যমে আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সাক্ষ্য হতে পারব। আবু-জাহেল ও আব্দুল্লাহ বললঃ আবু-তালিব! আপনি আব্দুল-মুত্তালিবের আদর্শ ত্যাগ করবেন? রাসূল সাঃ বারবার একই কথা বলছিলেন। আবু-জাহেল ও সমান কথা বলছিল। শেষ পর্যন্ত আবু-তালিব তাওহীদের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। তার সর্বশেষ কথা ছিলঃ তিনি আব্দুল-মুত্তালিবের আদর্শে অবিচল। রাসূল সাঃ বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি আপনার মাগফিরাত কামনা করব যতক্ষন না আমাকে বারন করা হয়। (কুরতুবীঃ মুসলিম) বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়ঃ

**مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113)**

নবী বা মুঅমিনগণ যেন কোনো মুশরিকের জন্য মাগফিরাত কামনা না করে, যদিও সে তার আত্মীয় হয়, যখন (কুফরের উপর মৃত্যুর মাধ্যমে) পরিষ্কার হয়ে যায় যে সে জাহান্নামী। (৯ তাওবাহঃ ১১৩)

**আইন ও বিধানঃ** কোনো মানুষ যদি কুফর বা শিরক করে এবং তাওবাহ না করে এর উপর মারা যায় তবে তার জন্য দোয়া করা বৈধ নয়। করলে পাপ হবে, আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করা হবে।

## অনুচ্ছেদঃ ৯. বিভ্রান্তির ৭২ পথ থেকে বিরত থাকা

বিভ্রান্তির পথ ৭২টি। এই ৭২ পথের যে কোনো একটি মেনে নিলেই আর মুঅমিন হওয়া যায় না বা মুঅমিন থাকা যায় না। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন থাকতে হলে অবশ্যই বিভ্রান্তির ৭২ পথ পরিহার করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

**اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)**

আমাদের পরিচালিত কর সীরাত মুস্তাক্বীম তথা সোজা পথে, তাদের পথে যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ। অভিশপ্ত ও ভ্রান্তদের পথে নয়। (১ আল-ফাতিহা'হঃ ৬-৭)

**জ্ঞাতব্যঃ** এক আল্লাহর প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে শুধু তার দাসত্ব করার নাম সীরাত্ব মুস্তাক্বীম তথা সোজা পথ। সোজা পথের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে সূরাহ আল-ই'মরানের ৫১তম আয়াতে।

হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

**قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيَأْتِيَنَّ على أمتي ما أتى عَلَى بني إسرائيل حَذْوَ النعل بالنعل حتى إنْ كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملةً وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملةً واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي**

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছেঃ রাসূল সাঃ বলেছেনঃ বানী-ইসরাঈল যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে আমার উম্মতও জুতায় জুতায় (কদমে কদমে) সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। এমনকি তাদের কেউ নিজের মায়ের সাথে প্রকাশ্যে যিনায় লিপ্ত হলে আমার উম্মতের কেউও এমনটি করবে। বানী-ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ওই দল কোনটি ইয়া রাসূলাল্লাহ! বললেনঃ আমি ও আমার সাহাবা যে পথে রয়েছি।

**হাদীছের সূত্র ও মানঃ** শব্দ গত সামান্য পরিবর্তনসহ তিরমিযী, আবু-দাউদ, আহমদ, ইত্যাদি অনেক কিতাবে বেশ কয়েকজন সাহাবী থেকে হাদীছটি বর্নিত হয়েছে। এসব বর্ননার কিছু সনদ সাহীহ আছে আর কিছু সনদ দ্বাইফ।

আল-কুর আনে ইরশাদ হচ্ছে..

**وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4)**

তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ (রাসূল ও কিতাব) আসা সত্বেও আহলে কিতাব (তা মেনে নিল না। বরং তারা) নানা দলে বিভক্ত হয়ে গেল। (৯৮ বায়্যিনাতঃ ৪)

**পর্যালোচনাঃ** বিভ্রান্তির ৭২পথের মূলকথা বিভক্তি ও দলাদলি। রাসূল সাঃ ও সাহাবাদের পথ ছিল একপথ ঐক্যের পথ। পরবর্তিতে মানুষ একতা ছেড়ে বিভক্তি ও দলাদলির পথ বেছে নিয়ে আল্লাহর দ্বীনের সাথে দলীয় চিন্তা চেতনা মিশ্রিত করে রাসূল সাঃ ও সাহাবাদের পথ ছেড়ে অন্য দল বানাবে, অন্য পথ বানাবে। এবং এভাবে বানাতে বানাতে ৭২টি পথ তৈরি করবে। যেমন করেছে বানী-ইসরাঈল। তাদের ৭২ পথের বর্ণনা এসেছে পবিত্র কুরআনে। জায়গায় জায়গায় এসব বিভ্রান্তির বর্ননা দিয়ে মহান প্রভূ আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন আমরা যেন তাদের মত না হই। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)**

তোমরা তাদের মত হইও না, যারা পরস্পরে বিরোধ করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। অথচ তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল বায়্যিনাত (আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীছসহ সুস্পষ্ট অনেক বিদ্যমান থাকা সত্বেও অতীতে যারা দলাদলি করেছে এবং তোমাদের যারা দলাদলি করবে) তাদের তরে মহা আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১০৫)

**প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ** ইসলামে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত অনুমোদিত হলেও দলবাজি, দলাদলি ও ভিন্ন পথ সম্পূর্ন ভাবে নিষিদ্ধ। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত। দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ। আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ। উল্লেখ্য ভিন্নমত আর ভিন্নপথ এক নয়। দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত ইসলামে অনুমোদিত। তবে ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেললে ইহা দলাদলি বা দলবাজিতে পরিণত হয়।

যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে যায় রাসূল সাঃর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কারনঃ রাসূল সাঃ এবং তার সঙ্গী সাহাবীগণ অনেক ত্যাগের বিনিময়ে ঐক্যবদ্ধ একটি জাতি গঠন ও প্রতিষ্ঠিত করে গিয়ে ছিলেন। এই জাতিকে ভেঙ্গে দলেদলে বিভক্ত করার অধিকার কারো নেই। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159)

যারা দ্বীন নিয়ে বিভাজন তৈরি করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে যায় তুমি তাদের কেউ নও। তাদের বিষয় আল্লাহর উপর, তিনিই দেবেন তাদের কর্মফল। (৬ আনয়া'মঃ ১৫৯)

বিঃ দ্রঃ = আমরা পবিত্র কুরআন থেকে বিভ্রান্তির ৭২ পথ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করেছি। এসম্পর্কে জানতে হলে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৬ষ্ঠ বইয়ে "বিভ্রান্তির ৭২ পথ" অধ্যায় দেখে নিন।

## অনুচ্ছেদঃ ১০. আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা

মুঅমিন হতে হলে আল্লাহ্ ও রাসূলকে অন্য সকলের এবং সবকিছুর চেয়ে বেশী ভালবাসতে হবে। অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে আল্লাহ্, রাসূল বা দ্বীনি কাজের চেয়ে বেশী ভালবাসলে মুঅমিন হওয়া যাবে না, মুঅমিন থাকা যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165)

কিছু মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ গ্রহণ করে। তারা এদের ভালবাসে যেমন ভালবাসা উচিত আল্লাহকে। আর মুঅমিনদের ভালবাসা আল্লাহর তরে এরচেয়ে অনেক মজবুত। (কারণ অন্যরা সাধারণত তাদের খোদার জন্য জীবন দিতে রাজি হয় না। কিন্তু মুঅমিনরা আল্লাহর জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেয় অকাতরে। মানুষকে বুঝানোর জন্য আল্লাহ্ মাঝে মাঝে আযাব দেন। বন্যা, সুনামী, ভূমিকম্প, হ্যারিকেন, টর্নেডু, করোনা, ইত্যাদি) আযাব দেখার পর পাপিষ্ঠরা যদি বুঝত "সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ্" আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। (২ বাক্বারাহঃ ১৬৫)

হাদীছে বর্নিত হয়েছে...

عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মুঅমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে অধিক ভালবাসবে তার সন্তান থেকে, তার পিতামাতা থেকে এবং অন্য সকল মানুষ থেকে। (মুসলিম, ইমাম বুখারী আবু-হুরাইরাহ থেকে এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।)

অন্য আয়াতে এসেছে

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)

(হে নবী!) বলে দাও! তোমাদের বাবা-মা, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, স্ত্রীগণ, আত্মীয়স্বজন, নিজ হাতে অর্জিত সম্পদ, নিজের ব্যবসা; যার লোকসানে তোমরা শঙ্কিত থাক, তোমাদের পছন্দের ঘরবাড়ী, (এসব) যদি আল্লাহ রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে যায় তবে আযাবের অপেক্ষা কর। আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না। (তাওবাহঃ ২৪)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** ইসলামের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালবাসা কুফর।

- কোনো ব্যাপারে ইসলামী বিধানের চেয়ে কুফুরী বিধানকে বেশী ভালবাসা কুফর।
- ইসলামী বিধানের চেয়ে অন্য বিধানকে উত্তম মনে করা কুফর।
- মনগড়া কোনো বিধানকে আল্লাহর বিধানের সমান মনে করা কুফর।
- আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল বা আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বেশী ভালবাসা কুফর।

## অনুচ্ছেদঃ ১১. আল্লাহর পথে জিহাদ

**প্রতারণা ও প্রপাগান্ডাঃ** আমাদের বর্তমান সমাজ প্রতারণা ও প্রপাগান্ডার সমাজ। প্রতারণা ও প্রপাগান্ডা আজকাল সমাজের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সমাজের নেতৃত্বে আসীন মানবতাহীন কিছু নেতা এবং এদের পা-চাটা স্বার্থান্বেষী কিছু মিডিয়া জাতির সাথে প্রতারণা ও প্রপাগান্ডা করে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানাতে অবিরাম অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। আর এই প্রতারণা ও প্রপাগান্ডার অংশ হিসেবে এরাই জিহাদকে সন্ত্রাস বানিয়ে মানব সমাজকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। এবং এতে প্রভাবিত হয়ে কিছু মানুষ জিহাদ আর সন্ত্রাসকে একাকার করে নিচ্ছে।

**সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীঃ** ত্রাস অর্থ ভয়, ভীতি। যেসব বিষয় মানব অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করে ইহাকে ত্রাস বলা হয়। আর যে বা যারা এই ত্রাসের সৃষ্টি করে তাদের বলা হয় সন্ত্রাসী।

**সন্ত্রাসী ও যুদ্ধাঃ** নীতিহীন আদর্শহীন যেসব মানুষ ছিনতাই, রাহাজানী, ডাকাতী, মাস্তানী তথা হীনস্বার্থ চরিতার্থের জন্য জনমনে ত্রাসের সৃষ্টি করে সামাজিক ভাবে তাদেরকে সন্ত্রাসী বলা হয়। আর যে বা যারা কোনো নীতির জন্য, আদর্শের জন্য, কোনো জনগোষ্টির স্বাধীনতা বা অধিকারের জন্য যুদ্ধ করে তাদের বলা হয় যুদ্ধা।

**জিহাদ ও সন্ত্রাসঃ** জিহাদ আর সন্ত্রাস আসলে পরিপূর্ন বিপরীত দুটি বিষয়। সন্ত্রাসের মূল বিষয় নীতিহীনতা, আদর্শহীনতা। আর জিহাদের মূল বিষয় ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা, আদর্শ প্রতিষ্ঠা। সন্ত্রাস মহাপাপ আর জিহাদ ফরজ ইবাদত। সুতরাং জিহাদ আর সন্ত্রাস কখনো এক নয়, এক হতে পারে না। যারা জিহাদ আর সন্ত্রাসকে এক মনে করবে, এক চুখে দেখবে অথবা একাকার করে নেবে তারা নীতিভ্রষ্ট, মুনাফিক হয়ে যাবে।

**যুদ্ধা, জিহাদী ও সন্ত্রাসীঃ** যারা কোনো নীতি বা আদর্শ অথবা কোনো জনগোষ্টির স্বাধীনতা বা অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে সামাজিক পরিভাষায় তারা যুদ্ধা হিসাবে বিবেচিত হয়।
যুদ্ধারা যখন ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে তখন তাদের অন্য নাম হয়ে যায়। যেমন..

- যেসব হিন্দু তাদের ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে তাদেরকে বলা হয় রামসেনা, শিবসেনা।
- যেসব খৃষ্টান তাদের ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে তাদের বলা হয় ক্রুসেডার।
- যেসব মুসলিম আল্লাহর নির্দেশিত পথে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর দ্বীন তথা ন্যায় নীতি, সাম্য, ইনসাফ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করে তারা জিহাদী।
- আর যারা নীতি ভ্রষ্ট ও আদর্শহীন হয়ে হীন স্বার্থে জন মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে তারা সন্ত্রাসী।

**মজলুম শব্দঃ** জিহাদ শব্দটিই আসলে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফের প্রতীক। মজলুমের পক্ষে আর জালিমের বিপক্ষে ন্যায় ও সাম্যের প্রতিক যে সংগ্রাম ইহাই জিহাদ কিন্তু বর্তমান বিশ্বে এই শব্দটিই সবচেয়ে বেশী মজলুম। আজকাল অমুসলিমরাও শব্দটির উপর জুলুম করে এবং এক শ্রেনীর মুসলিমও শব্দটির উপর জুলুম করে থাকে। এ থেকে প্রতিয়মান হয় বর্তমান বিশ্বে অবিচার ও জুলম কোন পর্যায়ে পৌছে গেছে।

**জিহাদ এলার্জিকঃ** বর্তমান সমাজে বেশ কিছু মানুষের জিহাদ এলার্জিক আছে। জিহাদের নাম শোনলেই এদের গাত্রদাহ শুরু হয়। অনেকে নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিলেও জিহাদ পছন্দ করে না। উনাদের প্রশ্ন "ধর্ম কেন যুদ্ধের কথা বলবে"?!

**একটি ভূলের অবশানঃ** যারা ইসলামকে অন্যান্ন ধর্মের মত তথাকথিত ধর্ম মনে করেন কেবল তারাই জিহাদের ব্যাপারে সংশয়ে ভোগেন। কারনঃ ধর্মের যে সংজ্ঞা সমাজে প্রচলিত রয়েছে সে মতে যুদ্ধ কোনো ধর্মের অংশ হতে পারে না। তাই "ধর্মে যুদ্ধ আছে বা ধর্ম যুদ্ধের কথা বলে" বস্তুবাদীরা একথা মেনে নিতে পারেন না।
কিন্তু সবাই একথা স্বীকার করেন যে, "প্রতিটি দেশ ও জাতির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে, যুদ্ধ নীতি থাকতে হবে"। প্রতিটি দেশ ও জাতির জন্য ইহা অত্যাবশ্যকীয়।

**আসল ব্যাপার হলঃ** ইসলাম তথাকথিত কোনো ধর্ম নয়। অথবা সমাজে প্রচলিত সংজ্ঞা মতে ধর্ম বলতে যা বোঝানো হয় ইসলাম শুধু তা নয়।
ইসলাম হচ্ছে মানব ও দানবের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন আদর্শ। ইসলাম একটি পরিপূর্ন এবং ইউনিক জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম সর্বকালীন, সার্বজনীন। ইসলামে রয়েছে স্বাধীন দেশ, নিজস্ব সমাজ, স্বতন্ত্র বিচার ও শাসন, নিজস্ব অর্থনীতি, স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা এবং স্বকীয় জাতি গঠন ও প্রতিরক্ষার নিজস্ব ফর্মূলা ও নির্দেশনা।
তাই সঙ্গত কারনেই ইসলামের নিজস্ব প্রতিরক্ষানীতি থাকা অবশ্যক। কারন প্রতিরক্ষানীতি ছাড়া দেশ জাতি বা সমাজ মূল্যহীন হয়ে যায়। আর ইসলাম যেহেতু আল্লাহর দ্বীন। তাই ইসলামের প্রতিরক্ষানীতিকে বলা হয় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদ।
সুতরাং শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিতে নয়। জিহাদকে দেখতে হবে জাতীয় এবং দেশীয় দৃষ্টিতে। তখন জিহাদের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বোঝে আসবে। তখন বোঝতে পারবেনঃ শুধু ধর্মীয় কারনেই নয় বরং দেশ ও জাতির প্রতিরক্ষা এবং মানবতার মুক্তি ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য জিহাদের বিধান দিয়েছে ইসলাম।

**জিহাদের বিধানঃ** জিহাদ মুঅমিনের অন্যতম ফরজ দায়িত্ব। জিহাদের গুরুত্ব অস্বীকার করার বা জিহাদের দায়িত্বকে অবজ্ঞা করার কোনো অবকাশ নেই।
তবে আমাদের সমাজে জিহাদ নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবোঝি রয়েছে। বর্তমানে সাধারণত তিন ধরনের মানুষ জিহাদ নিয়ে বিভ্রান্তিতে ভোগেন। যথাঃ

- বর্তমানে একদল মানুষ শত্রু পক্ষ অবলম্বন করে জিহাদকে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ হিসেবে চিহ্নিত করে ঈমানহারা হয়ে যাচ্ছে।
- আর কিছু মানুষ জিহাদের গুরুত্ব অস্বীকার এবং জিহাদের দায়িত্বকে অবজ্ঞা করে মুনাফিক হয়ে যাচ্ছে।
- কিছু মানুষ তাদের হীনস্বার্থে কোনো দেশ বা সংস্থার এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। আর তাদের এই কাজের সুবিধার্থে জিহাদের নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষের অনুভুতি, আল-কুরআনের আয়াত ও হাদীছের অপব্যবহার করে বিভ্রান্তির পথে হাটছে।

**আমাদের মনে রাখতে হবেঃ** জিহাদের সাথে মুসলিম উম্মাহ (মুসলিম জাতি), ইসলামী সরকার, জাতীয় প্রতিরক্ষা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সামাজিক নিয়মনীতি, ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন, ইত্যাদি অনেক কিছুই জড়িত। বিষয়টি আসলে অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এপথে সঠিক ভাবে এগুতে চাইলে পরিপক্ক জ্ঞানের প্রয়োজন, শুধু আবেগের বশে সঠিক ভাবে জিহাদ করা যায় না। কিন্তু কিছু মানুষ শুধু আবেগের বশে জিহাদের অব্যবহার করে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে বা নিতে চাচ্ছে।

- কিছু মানুষ জিহাদকে মনগড়া শর্তের বেড়াজালে বন্দি করে প্রায় অসম্ভব কাজ হিসেবে উপস্থাপন করে মুসলিম জনতাকে জিহাদ বিমুখ বানানোর এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়তা করে যাচ্ছে।
- কেউ কেউ আবার জিহাদকে উগ্রতার সাথে মিশিয়ে মানুষ মারার লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহার করে অন্যায়ভাবে মানব হত্যায় মেতে উঠছে।

সুতরাং জিহাদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করা নিতান্তই প্রয়োজন। তাই আসুন! জিহাদের মূলনীতি ও বিধান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করি।

**বিধানঃ ১ =** মুঅমিন হতে হলে বা মুঅমিন হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হবে এবং জিহাদকে সমর্থন করতে হবে। আল্লাহর পথে জিহাদ না করলে বা জিহাদকে সমর্থন না করলে কেউ মুঅমিন হতে পারবে না, মুঅমিন থাকতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

**قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)**

(হে নবী! তোমার উম্মতকে) বলে দাও! তোমাদের বাবা-মা, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, স্ত্রীগণ, আত্মীয়স্বজন, নিজ হাতে অর্জিত সম্পদ, নিজের ব্যবসা; যার লোকসানে তোমরা শঙ্কিত থাক, তোমাদের পছন্দের ঘরবাড়ী, (এসব) যদি আল্লাহ রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে যায় তবে আযাবের অপেক্ষা কর। আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না। (৯ তাওবাহঃ ২৪)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** ইসলামের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালবাসা কুফর।

- কোনো ব্যাপারে ইসলামী বিধানের চেয়ে কুফুরী বিধানকে বেশী ভালবাসা কুফর।
- ইসলামী বিধানের চেয়ে অন্য বিধানকে উত্তম মনে করা কুফর।
- মনগড়া কোনো বিধানকে আল্লাহর বিধানের সমান মনে করা কুফর।

আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল বা আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বেশী ভালবাসা কুফর।

**الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)**

যারা মুঅমিন তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কুফর করে তারা যুদ্ধ করে ত্বাগূতের পথে। শয়তানের আওলিয়াদের সাথে যুদ্ধ কর। শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল। (৪ নিসাঃ ৭৬) (ত্বাগূত অর্থ অবাধ্য। আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তি বর্গ ও শক্তিকে ত্বাগূত বলে)

**বিধানঃ ২ =** যারা জিহাদ করে তারা মুজাহিদ। মুঅমিন হতে হলে জিহাদ করতে হবে এবং মুজাহিদদের সমর্থন ও সহযোগিতা করতে হবে। অন্যতায় মুনাফিক হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74)**

যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, আল্লাহর পথে জিহাদ করে আর যারা তাদের আশ্রয় দেয়, সাহায্য করে, তারাই (এই ৫গুনে গুণান্বিত ব্যক্তিরাই) প্রকৃত মুঅমিন। তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজক। (৮ আনফালঃ ৭৪)

**বিধানঃ ৩ =** জিহাদকে অপছন্দ করা বা জিহাদকে সমর্থন না করা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। জিহাদকে অপছন্দ করলে বা জিহাদকে সমর্থন না করলে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। যারা এমন করে তারা হয়ে যায় মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

**فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82)**

**পটভূমিঃ** তাবুক যুদ্ধকে জনযুদ্ধের গুরুত্ব দিয়ে সবার অংশ গ্রহণ আবশ্যক বলে অধ্যাদেশ জারি করে ছিলেন রাসূল সাঃ। আল্লাহর রাসূল এবং ইসলামী সরকারের প্রধান কর্তা হিসাবে রাসূল সাঃর এই অধিকার ছিল। তথাপিও কিছু লোক যুদ্ধ থেকে বিরত ছিল। তারা ভেবে ছিল এই যুদ্ধ বড় ঝুঁকিপূর্ন। তাই যুদ্ধে না গিয়ে তারা মনে মনে খুশী ছিল। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছেঃ

যারা (যুদ্ধে না গিয়ে) রাসূলের কথা অমান্য করে পিছনে বসে থেকেছে, যুদ্ধে না গিয়ে খুশী হয়েছে। যারা জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে পছন্দ করে না এবং (অন্যদের) বলেছেঃ এই গরমে বের হইও না। তাদের বলঃ (যুদ্ধে না গিয়ে তোমরা যা অর্জন করেছ ইহা হল জাহান্নাম। আর) জাহান্নামের আগুন অধিক গরম, যদি তারা বুঝত। (যুদ্ধে না গিয়ে) তারা যা অর্জন (মহাপাপ) করেছে এর পরিণতির কথা ভেবে তারা যেন কম কম হাঁসে আর বেশী বেশী কাঁদে। (৯ তাওবাহঃ ৮১-৮২)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** যুদ্ধবিমুখ ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে যায়। আর মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তাই তার আমাল, ইবাদাত, দান খয়রাত, এমনকি নেক সন্তানও কোনো কাজে আসবে না। তার জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। *(মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা")*

হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ؛ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যেব্যক্তি যুদ্ধ করল না, যুদ্ধের জন্য নিজেকে তৈরিও করল না। আর এমতাবস্থায় মারা গেল সে মুনাফিকীর উপর মারা গেল। (মুসলিম)

**বিধানঃ ৪ =** আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট। ইরশাদ হচ্ছে..

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا(76)

যারা মুঅমিন তারা (ক্বিতাল) যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে ত্বাগূতের পথে। শয়তানের ওয়ালী(মিত্র)দের সাথে যুদ্ধ কর। শয়তানের চক্রান্ত আসলেই দুর্বল। (৪ নিসাঃ ৭৬)

**বিধানঃ ৫ =** জিহাদ মুসলমানদের ফরজ ইবাদত। শুধু জিহাদই নয় বরং ক্বিতাল বা যুদ্ধও মুসলমানদের ফরজ দায়িত্ব। ইহা পবিত্র কুরআনে বর্নিত সুস্পষ্ট ফরজ। তাই জিহাদকে অস্বীকার করার বা যুদ্ধকে অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ নেই। ইরশাদ হচ্ছে..

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216)

তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে ক্বিতাল (যুদ্ধ) অথচ এটা তোমাদের পছন্দ নয়। অনেক কিছুই তোমরা পছন্দ কর না অথচ এসব তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর অনেক কিছুই তোমরা পছন্দ কর কিন্তু এসব তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আসলে আল্লাহই ভাল জানেন, তোমরা জান না। (২ বাক্বারাহঃ ২১৬)

**আইন ও বিধানঃ** যুদ্ধ ফরজ। ফিক্বহের পরিভাষায় যুদ্ধ কখনো ব্যক্তির উপর ফরজ হয় আর কখনো জাতির উপর (তথা কখনো ফরজে আইন হয় আর কখনো ফিকায়াহ।) যে জাতি যুদ্ধ বিমুখ হয়ে যায় তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে আর যে মুসলিম যুদ্ধ বিমুখ হয় সে মুনাফিক হয়ে যায়।

**বিধানঃ ৬ =** জিহাদ বা যুদ্ধ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। যতই বাঁধা আসুক; কেউ ইহা থামাতে পারবে না, বন্ধ করতে পারবে না। বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَﷺ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لاَ إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ . أخرجه مسلم

জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর (ইসলামের উপর) অবিচল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবে। (যারা যুদ্ধের পথে অবিচল থাকবে একমাত্র তারাই সঠিক। কারনঃ এটাই রাসুলের পথ, সাহাবাদের পথ।) ঈসা বিন মারইয়াম অবতরণ করে এদের সাথে মিলিত হবেন। তাদের (মুজাহিদদের) আমীর তখন বলবে আসুন! সালাতে আমাদের ইমামতি করুন। তখন ঈসা বলবেনঃ না.., তোমরাই একে অপরের ইমাম। আল্লাহ্ এ উম্মতকে এভাবেই সম্মানিত করেছেন। (মুসলিম)

**বিধানঃ ৭ =** যারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন তারাও আল্লাকে ভালোবাসে। তাই দুনিয়ার মানুষ তিরস্কার করলেও তারা এর তোয়াক্কা করে না। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(54)

মুঅমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীন ছেড়ে মুরতাদ হয়ে যাও তবে আল্লাহ (তার দ্বীনের জন্য) এমন এক সম্প্রদায়কে উঠাবেন যারা তাকে ভালোবাসবে, তিনিও তাদের ভালোবাসবেন। যারা হবে মুঅমিনদের জন্য বিনয়ী আর কাফিরদের উপর কঠোর। যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, কারো তিরস্কারের তোয়াক্কা করবে না। ইহা (দ্বীনের জন্য জিহাদ) আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাকে খুশী এ অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ সর্বউদার, মহাজ্ঞানী। (৫ মা-ইদাহঃ ৫৪)

**আমাদের করনীয়ঃ** ব্যাপারটি আসলে খুবই স্পর্শ কাতর। যেন জ্বলন্ত আগুন ও আরাম দায়ক বাগানের মাঝে বয়ে যাওয়া পিচ্ছিল পথ। মুঅমিন ও মুনাফিকির মাঝে সূক্ষ অন্তরায়। জিহাদকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করলেই মুনাফিক। আবার জিহাদের অপব্যবহার করে অন্যায় ভাবে মানুষ হত্যা মহাপাপ। তাই এব্যাপারে অতি সাবধানী হতে হবে। যেন..

- জিহাদ বা যুদ্ধ বিমুখতার দিকে ঠেলে দিয়ে কেউ আমাদেরকে মুনাফিক বানাতে না পারে।
- আবার ধর্মীয় অনুভুতিকে অপব্যবহার করে কেউ আমাদেরকে ভুল পথে নিতে না পারে।

বিঃ দ্রঃ= জিহাদ বর্তমান সময়ে অতি আলোচিত একটি বিষয়। বিষয়টি দীর্ঘ এবং এসম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা করা সময়ের দাবি। কিন্তু আমাদের এই পরিসরটি খুবই সীমিত। এখানে কোনো ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ নেই। তবে এব্যাপারে স্বতন্ত্র একটি বই লিখার ইচ্ছা রয়েছে। আল্লাহ্ যদি তাওফিক দেন বইটি লিখব, ইন শা-আল্লাহ।

**জিহাদ পরিচিতিঃ** জিহাদ অর্থ প্রচেষ্টা করা। অসহায় মানুষকে অত্যাচার ও অবিচার থেকে রক্ষা করা এবং সবাইকে তাদের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া আমাদের মানবিক বৈশিষ্ট। ইহা আমাদের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আল্লাহ প্রদত্ব। এজন্য প্রচেষ্টা করা জিহাদের অংশ এবং এপথে নিহত হলে শহীদ।
আসলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য দ্বীন কায়েম, দ্বীনের প্রতিরক্ষা, মানুষের অধিকার সংরক্ষণ সহ সত্য ও ন্যায়ের তরে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করাই জিহাদের মূল বিষয়। জিহাদ করা বা জিহাদকে সমর্থন করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায় ক্বিতাল বা যুদ্ধ।

**জিহাদের লক্ষ্যঃ** সমাজ থেকে ফিতনাহ (কুফর, শিরক, পাপাচার) নির্মূল করা এবং আল্লাহর যমীনে সার্বিক ভাবে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করাই জিহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইরশাদ হচ্ছে..

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40)

তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষন না ফিতনাহ (শিরক, কুফর, পাপাচার) নির্মূল হয়ে সার্বিক ভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা বিরত থাকলে (মনে রেখো) আল্লাহ তাদের সকল কাজ প্রত্যক্ষ করছেন। আর তারা যদি (আল্লাহর দ্বীন) প্রত্যাখ্যান করে তবে জেনে রাখো! আল্লাহ তোমাদের মাওলা (অভিভাবক) উৎকৃষ্ট মাওলা, উৎকৃষ্ট সাহায্য কারী। (৮ আনফালঃ ৩৯-৪০)

**আইন ও বিধানঃ** শিরক ভিত্তিক রাষ্ট্র বা সমাজ মেনে নেয়া ইসলামী সরকারের জন্য বৈধ নয়। তবে মুশরিকরা ইসলামী সমাজে বসবাস করতে পারবে, নিজ নিজ খোদার পূজা করতে পারবে, ব্যক্তিগত ও দলগত ভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। ইসলাম তাদেরকে এই স্বাধীনতা দিয়েছে। ইহা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা। তাই ইসলামী বিধান মতে দেশের সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মতবাদ বা ইজমের প্রয়োজন নেই।
তবে ইয়াহুদ ও খৃষ্টান তথা আহলে কিতাবের রাষ্ট্র ও সমাজ মেনে নিতে ইসলামী সরকারকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যদি তারা ইসলামের শ্রেষ্টত্ব মেনে নিয়ে জিযয়াহ দিতে সম্মত হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)

আহলে কিতাবের যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনে না, আল্লাহ ও রাসূল যা হারাম করেছেন ইহাকে হারাম মানে না, জীবন বিধান হিসাবে সঠিক দ্বীন মেনে চলে না; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষন না নতি স্বীকার করে নিজ হাতে জিযয়াহ দেবে। (৯ তাওবাহঃ ২৯)

**জ্ঞাতব্যঃ** অমুসলিমদের থেকে নেয়া খাজনাকে জিযয়াহ বলে। ইসলামী সরকার মুসলিমদের থেকে যাকাত আর অমুসলিমদের থেকে জিযয়াহ উসুল করে।
**আইন ও বিধানঃ** ইসলাম শিরক ভিত্তিক সমাজ নির্মূল করার আদেশ দিয়েছে। কিন্তু ইসলামী সরকারের শ্রেষ্টত্ব মেনে নিয়ে জিযয়াহ দেবার শর্তে আহলে কিতাবের সমাজ মেনে নিতে আদেশ দিয়েছে।

**জিহাদের মূল লক্ষ্য দুইটিঃ** ফিতনাহ (কুফর, শিরক, পাপাচার) নির্মূল করা এবং সামগ্রিক ভাবে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা।

**সতর্কতাঃ**

- মুসলিম সমাজ আজ নানা দলে বিভক্ত। আজকাল অনেকেই আল্লাহ্ ও রাসূলের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাসূলের হাতে গড়া মুসলিম উম্মাহকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দল বানাচ্ছে, দল পাকাচ্ছে, দলাদলি করছে এবং এক দল অন্য দলকে দমন করতে অবিরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এর নাম দিচ্ছে জিহাদ। আমাদের মনে রাখতে হবেঃ জিহাদের লক্ষ্য দলাদলি বা দলবাজি নয়। সুতরাং এই দলবাজদের থেকে সাবধান থাকতে হবে, যেন আমাদের অনুভুতিকে অপব্যবহার করতে না পারে।
- ইসলাম সর্বকালীন, সার্বজনীন। তাই মুসলিম সমাজে ভিন্ন মত থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ভিন্ন পথ ইসলামে অনুমোদিত নয়। তাই ভিন্ন মত দমনের নামে যেসব প্রচেষ্টা করা হয় ইহা কখনো জিহাদ হতে পারে না। আমাদের সাবধান থাকতে হবে যেন কেউ আমাদেরকে এসব কাজে জড়াতে না পারে।
- খিলাফাহ হচ্ছে দ্বীন প্রতিষ্ঠার পূর্নাঙ্গ রূপ আর ইসলামী ইমারাহ হচ্ছে এর আংশিক রূপ। সুতরাং খিলাফাহ বা ইমারাহ ছাড়া অন্য কোনো সরকারের জন্য সংগ্রাম করা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে যেন কেউ আমাদের অপব্যবহার করতে না পারে।

**জিহাদের উদ্দেশ্যঃ** জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ

وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيَ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ(1)

**পটভূমিঃ** হা'ত্বিব বিন আবু-বালতায়া'হ রাঃ একজন মুহাজির সাহাবী। বদর যুদ্ধে শামিল হয়ে যারা ধন্য হয়েছেন তিনিও তাদের একজন। হা'ত্বিব মক্কাতে কুরাইশের সঙ্গ (নাগরিকত্ব) গ্রহণ করে ছিলেন। কিন্তু বংশগত ভাবে তিনি কুরাইশ নয়।
হা'ত্বিব রাঃ হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনাহ এসে ছিলেন। কিন্তু তার সম্পদ ও পরিবার মক্কাতে রয়ে গিয়েছিল। (হা'ত্বিব ছিলেন সহজ সরল খোলা মনের মানুষ)
৮ম হিজরিতে রাসূল সাঃ মক্কা অভিযানের ইরাদা করলে হা'ত্বিব ভাবলেনঃ রাসূলের এই গোপন অভিসন্ধির কথা মক্কার নেতাদের জানিয়ে দিলে তারা হয়ত আমার পরিবার ও সম্পদের ক্ষতি করবে না। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। তিনি একটি চিটি লিখে এক মহিলার মাধ্যমে অতি গোপনে মক্কা পাঠিয়ে দিলেন। ঘটনাটি বর্ণনা করে বর্নিত হচ্ছেঃ আলী রাঃর লেখক আবু-রাফি' থেকে বর্নিত, আলী রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ একদা আমি, যুবাইর এবং মিকদাদকে (এক ঝটিকা অভিযানে) পাঠালেন। বললেনঃ যাও, "রাওদ্বাহ খাখ" নামক স্থানে এক উষ্ট্রারোহিনী মহিলা পাবে। তার কাছে একটি চিটি রয়েছে। চিঠিটি নিয়ে আসো।
আলী রাঃ বলেনঃ আমরা খুব দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে "রাওদ্বাহ" গিয়ে উষ্ট্রারোহিনী মহিলাকে পেয়ে গেলাম। বললামঃ চিঠিটি দিয়ে দাও। সে বললঃ আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। আমরা বললামঃ চিঠি বের করে দাও নতুবা কাপড় খোলে ফেলব (উলঙ্গ করে তল্লাশি করব।) মহিলা চুলের বেনী থেকে পত্র খানা বের করে দিল।
আলী রাঃ বলেনঃ আমরা পত্র খানা নিয়ে রাসূল সাঃর কাছে এলাম। খোলে দেখা গেলঃ হা'ত্বিব বিন আবু-বালতায়া'হ মক্কার নেতাদের নামে পত্রটি লিখেছেন এবং রাসূল সাঃর অভিযান সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্য ফাস করে দিয়েছেন। রাসূল সাঃ বললেনঃ হা'ত্বিব! এসব কি?
হাত্বিব (ঘাবড়ে গেলেন। তিনি জানেন এই অপরাধের সাজা কি হতে পারে। তাই) বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ব্যাপারে তড়িৎ সিদ্ধান্ত করবেন না। (দয়া করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিন) আমি কুরাইশের সঙ্গে বসবাস করি কিন্তু বংশগত ভাবে আমি কুরাইশ নই। আপনার সঙ্গে অন্য যারা হিজরত করে এসেছেন তাদের প্রায় সবারই আত্মীয় স্বজন সেখানে বিদ্যমান আছে, যারা তাদের পরিবার ও সম্পদের হেফাজত করছে। আমি মনে করলামঃ কুরাইশের সাথে যেহেতু আমার বংশগত সম্পর্ক নেই। তাই একটু সাহায্য করলে তারা হয়ত আমাকে আপন মনে করবে এবং আমার পরিবার ও সম্পদের হেফাজত করবে। (শুধু এই চিন্তা থেকেই আমি কাজটি করেছি) আমি কুফর করে বা দ্বীন ত্যাগ করে এমনটি করিনি।
রাসূল সাঃ বললেনঃ সে সত্য বলেছে। উমার রাঃ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন, তার গর্দান উড়িয়ে দেই।
রাসূল সাঃ বললেনঃ সে বদরে শরীক ছিল। তুমি জান নাঃ বদরীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেনঃ "তোমাদের মনে যা চায় তাই কর। আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি"। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছেঃ (বুখারীঃ ৪৫২৫)

মুঅমিনগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুকে ওয়ালী বানিও না। তোমরা তাদের সাথে হৃদ্যতা চাও অথচ তারা তোমাদের কাছে আগত সত্য (কুরআন)কে প্রত্যাখ্যান করেছে, আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ বলে তোমাদেরকে এবং রাসূলকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। তোমরা **আমার** (আল্লাহর) **সন্তুষ্টির জন্য আমার পথে জিহাদে** বের হয়ে থাকলে (উল্লেখিত নীতি মেনে চলবে।) তোমরা গোপনে হৃদ্যতা করতে চাও, অথচ আমি গোপন প্রকাশ্য সব জানি। তোমাদের কেউ এমন করলে সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। (৬০ মুমতাহিনাহঃ ১)

**পর্যালোচনাঃ** সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যেসব প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম করা হয় ইহা জিহাদ হবে না। তাই যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতিরেখে অন্য উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে তাদের এই সংগ্রাম জিহাদ নয়। এব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে যেন কেউ আমাদের অনুভুতিকে অপব্যবহার করে আমাদেরকে ভিন্ন পথে ঠেলে দিতে না পারে।

## অনুচ্ছেদঃ ১২. ইহসান

ইহসান মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুঅমিন হতে হলে বা ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হলে অবশ্যই ইহসানের পথে চলতে হবে।

**ইহসান পরিচিতিঃ** ইহসান এর মূল শব্দ হু'সন অর্থ সুন্দর। ইহসান অর্থ সুন্দর হওয়া বা সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান ইসলাম, আমল ইবাদাত, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যবহার, ইত্যাদি সুন্দর করার নাম ইহসান।

ইহসান সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ন তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল...

**১. দ্বীনে ইহসানঃ** (ইহসান ফি-দ-দ্বীন) মানে নিজের দ্বীনকে সুন্দর ভাবে গ্রহণ করা এবং সুন্দর করে রাখা। দ্বীনকে সুন্দর করে রাখার অর্থ হচ্ছে দ্বীনকে ভেজালমুক্ত রাখা। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ (2)

আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি যথাযত কিতাব। সুতরাং আল্লাহর দাসত্ব কর একাগ্রচিত্তে ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে। (৩৯ যুমারঃ ২)

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي(14)

বলঃ আমি (মুহাম্মাদ) দাসত্ব করি শুধুই আল্লাহর। আমার দ্বীন ভেজালমুক্ত। (৩৯ যুমারঃ ১৪)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)

অথচ তাদের আদেশ করা হয়েছিল যেন এক আল্লাহর দাসত্ব করে একাগ্রচিত্তে ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে আর সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে। ইহাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। (৯৮ বাইয়্যিনাতঃ ৫)

**২. ঈমানে ইহসানঃ** ঈমানে ইহসান মানে হচ্ছে নিজের ঈমানকে সুন্দর করা এবং সুন্দর করে রাখা। নিজের ঈমানকে সুন্দর করা এবং সুন্দর করে রাখা একজন মুঅমিন হিসেবে আমাদের অন্যতম দায়িত্ব হল।
ঈমানকে সুন্দর রাখার পদ্ধতি হচ্ছে..

- নিজের ঈমানকে সুন্দর করতে হলে অকাট্ট দলীল তথা আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুত্যাওয়াতির মানের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়সমূহে ঈমান আনতে হবে এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হবে এবং সকল প্রকার কুফর শিরক থেকে মুক্ত রাখতে হবে। কারণঃ কুফর ও শিরক ঈমানকে নষ্ট করে ফেলে।
- ঈমানকে সুন্দর রাখতে হলে নিজের ঈমানকে সকল প্রকার কাবীরাহ তথা মহাপাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। কারণঃ কাবীরাহ একটি ক্রিয়াশীল পাপ। কাবীরাহ ঈমানকে দুর্বল করে ফেলে। ইরশাদ হচ্ছে..

**الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ (82)**

যারা ঈমান আনে এবং নিজের ঈমানকে জুলম (শিরক) এর সাথে মিশ্রিত করে না; তাদের জন্য আছে (আল্লাহর) নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত। (৬ আনয়ামঃ ৮২)

যারা ঈমান আনে তাদের অনেকেই নিজের ঈমানকে নিরাপদ রাখতে পারে না। বরং ঈমান আনা সত্বেও তারা কুফর বা শিরকে জড়িয়ে নিজের ঈমানকে বিনষ্ট করে ফেলে। ফলে তাদের সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ (106)**

তাদের অনেকে-ই আল্লাহর উপর ঈমান আনে কিন্তু তথাপিও তারা মুশরিক হয়ে যায় /মুশরিক থেকে যায়।
(১২ ইউসুফঃ ১০৬)

**وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)**

...আর যে ব্যক্তি ঈমান আনা সত্বেও কুফর করবে তার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আর আখেরাতে সে (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। (৫ মাইদাহঃ ৫)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** অনেক মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনে কিন্তু তথাপিও আল্লাহর জাতি সত্বায়, উলুহিয়্যাতে, রুবুবিয়্যাতে তথা আল্লাহর কর্তৃত্বে প্রভূত্বে বা সার্বভৌমত্বে অথবা আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে শিরক করে। যারা এমন করে তারা মুশরিক হয়ে যায় বা মুশরিক থেকে যায়। অনেকে আবার আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে যা সুস্পষ্ট কুফরের শামিল।
কুফর ও শিরক তাওহীদের পরিপন্থী কাজ এবং ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যে কোনো ভাবে কুফরে বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। শুধু শিরক-ই নয়, কুফর, নিফাকসহ ঈমান বিনষ্টকারী অনেক পাপ আছে। নিজের ঈমান বাঁচাতে এবং আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে এসব পাপ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। (ঈমান বিনষ্টকারী পাপ সম্পর্কে দলীলসহ জানতে হলে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" পড়ে নিন।)

**৩. ইসলামে ইহসানঃ** অর্থাৎ নিজের ইসলামকে সুন্দর করে পালন করা মানে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে সুন্দর করে ইসলামী বিধান মেনে চলা। ইরশাদ হচ্ছে..

**بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112)**

তবে হ্যাঁ.., যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল শুধুই আল্লাহর জন্য এবং সে (তার ইসলামের ব্যাপারে) মুহসিন (হলে অর্থাৎ ইসলামকে সুন্দর করে অন্তরে লালন এবং বাস্তব জীবনে পালন করতে পারলে) প্রভুর কাছে থাকবে তার নিশ্চিত প্রতিদান। (যে বা যারা এমন হতে পারবে আখেরাতে) তাদের কোনো ভয় নেই, কোনো চিন্তা নেই। (২ বাক্বারাহঃ ১১২)

**জ্ঞাতব্যঃ** আসলে ইসলাম একটি জীবন আদর্শ। ইসলামী আদর্শকে নীতিগত ভাবে মেনে নিতে হয়, অন্তরে লালন করতে হয় এবং বাস্তব জীবনে পালন করতে হয়। এমন করতে পারাই হচ্ছে ইসলামকে সুন্দর করার মূল কথা।

**৪. আমলে ইহসানঃ** তথা সুন্দর আমলই জীবনের লক্ষ্য। ইরশাদ হচ্ছে..

**تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)**

মহিয়ান সেই সত্বা যার হাতে সকল কর্তৃত্ব। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি সৃজন করেছেন জীবন ও মৃত্যু, ইহা পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের কে সুন্দর আ'মল করে। তিনি মহা পরাক্রম শালী, ক্ষমাশীল। (৬৭ মুলকঃ ১-২)

হাদীছ জীবরাঈল নামে খ্যাত এক প্রসিদ্ধ হাদীছে বর্নিত হয়েছেঃ জীবরাঈল আঃ মানবরূপে জনসম্মুখে এসে রাসূল সাঃকে চারটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। এর ৩য় প্রশ্ন ছিলঃ (ইহাবাদতে) ইহসান কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলে ছিলেনঃ আল্লাহর ইবাদাত এমন ভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর (এমন হতে না পারলে মনে করবে) তুমি না দেখলেও তিনি তোমাকে ঠিকই দেখছেন।

**৫. ব্যবহারে ইহসানঃ** তথা সুন্দর ব্যবহার মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট। সুন্দর ব্যবহার মানুষের অধিকার। মহান আল্লাহ্ আমাদের আদেশ দিয়েছেনঃ আমরা যেন সকলের সাথে সুন্দর ব্যবহার করি। কারো সাথে অভদ্র বা অসুন্দর ব্যবহার করলে তার অধিকার হরণ করা হয়। আর কারো অধিকার হরণ করা জুলম হিসেবে গণ্য হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36)**

দাসত্ব কর শুধুই আল্লাহর, (আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের দাসত্ব করে) অন্যকে আল্লাহর শরীক বানিও না। আর বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, এতীম, মিসকিন, নিকটতম প্রতিবেশী, পার্শবর্তি প্রতিবেশী, পার্শবর্তি সঙ্গী (সফর সঙ্গী, জীবন সঙ্গী) পথিক এবং

অধিনস্ত সকলের সাথে ইহসান (সুন্দর ব্যবহার) কর। (তোমরা দম্ভ কর না, অহংকার কর না, কারণ) কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। (৪ নিসাঃ ৩৬)

হাদীছে বর্নিত হচ্ছে..

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال لَمْ يَكُنِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا ولَا مُتَفَحِّشًا وكانَ يقولُ إنَّ مِن خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

আব্দুল্লাহ বিন আ'মর রাঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেনঃ নাবী সাঃ নির্লজ্জ ছিলেন না, অভদ্রও ছিলেন না। বরং তিনি বলতেন "তোমাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে উত্তম যার স্বভাব চরিত্র সুন্দর"। (বুখারী)

**৬.** কথা বার্তায় ইহসান তথা মানুষের সাথে সুন্দর করে কথা বলা মুঅমিনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য। ইহা আল্লাহর আদেশ। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে এমন আদেশই দিয়েছেন। শুধু আমাদেরকেই নয়, আগেকার জাতি সমূহকেও এমন আদেশ দেয়া হয়েছিল। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83)**

আমি বানী-ইসরাঈল থেকে (কয়েকটি বিষয়ে) অঙ্গিকার নিয়েছি। (এই বিষয়গুলো হল..)

- তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব কর না।
- বাবা-মা আত্মীয়স্বজন এতীম মিসকিনের (তথা সকলের) সাথে সুন্দর ব্যবহার কর,
- মানুষের সাথে কথা বল সুন্দর করে,
- সালাত কায়েম কর,
- যাকাত আদায় কর।

তথাপিও তোমরা অল্প কজন ছাড়া বাকি সবাই (আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কুফরে) ফিরে গিয়েছ, তোমরা (আল্লাহর দ্বীন এবং আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। (২ বাক্বারাহঃ ৮৩)

**قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263)**

সুন্দর করে কথা বলা এবং ক্ষমা ওই দানের চেয়ে উত্তম যে দানের পর (গ্রহিতাকে) কষ্ট দেয়া হয়। (এমন দানের আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই) আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, সহনশীল। (২ বাক্বারাহঃ ২৬৩)

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

**عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة**
**أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن حبان**

আবু যার রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন..

- ✓ (মুসলিম) ভাইয়ের সামনে তোমার হাসি তোমার জন্য সাদাক্বাদ হবে
- ✓ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ তোমার জন্য সাদাক্বাহ হবে,
- ✓ যে ব্যক্তি পথ হারিয়ে ফেলেছে তাকে পথের সন্ধান দেয়া তোমার জন্য সাদাক্বাহ হবে।
- ✓ যার দৃষ্টিশক্তি কম তাকে দেখতে সাহায্য করা তোমার জন্য সাদাক্বাহ হবে,
- ✓ পাথর, কাঁটা, হাঁড় (তথা কষ্টদায়ক বস্তু সমূহ) পথ থেকে সরিয়ে দেয়া তোমার জন্য সাদাক্বাহ হবে,
- ✓ অন্য ভাইয়ের পাত্রে পানি ঢেলে দেয়া তোমার জন্য সাদাক্বাহ হবে।
- ✓ (এভাবে প্রতিটি নেক কাজ তোমার জন্য সাদাক্বাহ হবে) সূত্রঃ বুখারীর আদাবু-ল-মুফরাদ, তিরমিযী এবং ইবন হি'ব্বান।

**وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ قال تقوى الله وحسن الخلق .رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.**

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেনঃ একদা রাসূল সাঃকে জিজ্ঞেস করা হলঃ কোন কাজে অধিক মানুষ জান্নাতে যাবে? তিনি বললেনঃ আল্লাহর তাকওয়া এবং সুন্দর ব্যবহার। (তিরমিযীঃ হাদীছটি সাহীহ)

**ইহসানের পুরস্কারঃ** ইহসানের পুরস্কার অনেক। এরমাঝে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে..

**পুরস্কারঃ ১.** আল্লাহ্ ইহসানকারীকে ভালবাসেন। তাই নিজের ঈমান ইসলাম, ইবাদত বন্দেগী, আদব আখলাক, আচার ব্যবহার, স্বভাব চরিত্র, কথাবার্তা, ইত্যাদি সবকিছুকে সুন্দর করেন; আল্লাহ্ আপনাকে ভালবাসবেন। ইরশাদ হচ্ছে...

**الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)**

যারা স্বচ্ছল অস্বচ্ছল সর্বাবস্থায় (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, গোস্বা নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষকে ক্ষমা করে (এসব কাজ ইহসানের অন্তর্গত) আর আল্লাহ্ ইহসানকারীদের ভালবাসেন। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৩৪)

**পুরস্কারঃ ২.** আখেরাতে ছাওয়াব পেতে হলেও ইহসান করতে হবে তথা নিজের ঈমান আমল ও ইবাদত বন্দেগীকে সুন্দর করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

**بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112)**

তবে হ্যাঁ.., যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ইসলাম গ্রহণ করল, সে যদি ইহসানকারী হয়ে থাকে তবে প্রভুর কাছে অবশ্যই তার প্রতিদান পাবে। (যারা এমন করবে) তাদের কোনো ভয় নেই, কোনো চিন্তা নেই। (২ বাক্বারাহঃ ১১২)

## অনুচ্ছেদঃ ১৩. সবর

সবর মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুঅমিন হতে হলে বা ঈমানের উপর অবিচল থাকলে হলে অবশ্যই সবর করতে হবে। সবর অর্থ ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, অটলতা, অবিচলতা, ইত্যাদি। আল-কুরআনে সবর শব্দটি এসব অর্থে ব্যবহৃত হিয়েছে। যেমন..

১. ধৈর্য অর্থে সবর শব্দের ব্যবহার। ইরশাদ হচ্ছে..

**قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67)**

মূসা বললঃ আমি কি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি? আপনাকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে আমি ইহা শিখতে চাই। (জ্ঞানী ব্যক্তি) বললঃ আমার সঙ্গে থাকলে আপনি সবর (ধৈর্য) ধরতে পারবেন না। (১৮ কাহাফঃ ৬৬-৬৭, এখানে সবর অর্থ করা হয়েছে ধর্য)

২. দৃঢ়তা অর্থে সবর শব্দের ব্যবহার। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250)**

(কাফির নেতা) জালূত ও তার সেনাদলের সম্মুখীন হয়ে তারা বললঃ হে রাব্ব! আমাদের উপর সবর (দৃঢ়তা) ঢেলে দিন, আমাদের অবস্থান মজবুত করে দিন, কাফিরদের মোকাবিলা আমাদের সাহায্য করুন। (তারা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিল এবং আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করলেন) (২ বাক্বারাহঃ ২৫০)

৩. অটল ও অবিচল অর্থে সবর শব্দের ব্যবহার। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)**

তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করবে (এবং দ্বীনের পথে ঐক্যবদ্ধ থাকবে) পরস্পরে বিবাদ করবে না, এতে তোমরা ভীত হয়ে যাবে, তোমাদের বাতাস বেরিয়ে (শক্তি নিঃশেষ হয়ে) যাবে। আর তোমরা সবর করবে (তথা যে কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহর পথে অটল ও অবিচল থাকবে।) আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে থাকেন যারা সবর করে (তথা তার পথে অটল ও অবিচল থাকে।) (৮ আনফালঃ ৪৬)

**জ্ঞাতব্যঃ** ইসলামের মূল বিষয় আনুগত্য। আনুগত্য ছাড়া ইসলাম হয় না। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হয় ঐক্যবদ্ধ ভাবে। যে ব্যক্তি মুসলিমদের মাঝে বিভাজন তৈরি করে জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাল সে আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল। বিবাদ ও বিভাজন জাতিকে ভীত বানায়, জাতীয় শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। যার প্রমাণ আজ আমরাই।

**মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি উদাত্ব আহ্বানঃ** পরস্পরে বিবাদ ত্যাগ করুন, দলবাজি ছেড়ে দিন। মনে রাখবেনঃ কিছু মানুষ তাদের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার করছে। মনগড়া মসলক, মিনহাজ ও আক্বীদার দোহাই তুলে পরস্পরে দ্বন্দ লাগিয়ে শয়তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। আসলে আমরা সবাই মুসলিম, একই নবীর উম্মত, একই শারীয়া'হর অনুসারী। ইসলাম দলীল ভিত্তিক ভিন্নমতের সুযোগ দিয়েছে, এটা ইসলামের উদারতা। তাই ভিন্ন ফিক্বহ মেনে চললেও জাতি হিসেবে আমরা এক। দলীল ভিত্তিক সকল মতামত মেনে নিয়েই জাতীয় ও সামাজিক ঐক্য বজায় রাখতে হবে। নতুবা বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে, জাতি হিসেবে আমরা নিঃশেষ হয়ে যাব।

৪. দৃঢ়তা ও অবিচলতা অর্থে সবর শব্দটির ব্যবহার। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)**

হে নবী! মুঅমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত কর। তোমরা অবিচল বিশজন হলে দুইশত জনের উপর বিজয়ী হতে পারবে। আর তোমরা অবিচল এক শত জন হলে এক হাজারের উপর বিজয়ী হতে পারবে, কারণ তারা নির্বোধ জাতি। (অর্থাৎ ২০ জন মুসলিম ২০০ জন কাফির সেনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। ১০০ মুসলিম লড়াই করবে ১০০০ কাফির সেনার বিরুদ্ধে। সংখ্যার এমন আধিক্যের কারণে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা মুসলিমদের জন্য বৈধ হবে না। ইহাই ছিল তখনকার বিধান)

এখন আল্লাহ্ তোমাদের (দায়িত্ব) সহজ করে দিয়েছেন। এখন তোমরা অবিচল ১০০ হলে ২০০ জনের উপর বিজয়ী হতে পারবে, তোমরা ১০০০ হলে ২০০০ এর উপর বিজয়ী হতে পারবে (তোমাদের বিজয় আসবে) আল্লাহর সাহায্যে। (তোমরা আল্লাহর পথে দৃঢ় ও অবিচল থাকবে) যারা আল্লাহর পথে অবিচল থাকে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গী। (৮ আনফালঃ ৬৫-৬৬)

**আইন ও বিধানঃ** এ আয়াতে সংবাদের আদলে বিধান বর্ননা করা হয়েছে। প্রথমে বিধান ছিল ২০ জন মুসলিম হলে ২০০ জন কাফির সেনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ১০০ মুসলিমকে লড়াই করতে হবে ১০০০ কাফির সেনার বিরুদ্ধে। সংখ্যার এমন আধিক্যের কারণে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা মুসলিমদের জন্য বৈধ হবে না।
পরে এই বিধান রহিত করে নতুন বিধান দেয়া হয়। এখন বিধান হচ্ছে ১০০ জন মুসলিম হলে ২০০ জন কাফির সেনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ১০০০ মুসলিমকে লড়াই করতে হবে ২০০০ কাফির সেনার বিরুদ্ধে। সংখ্যার এমন আধিক্যের কারণে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা মুসলিমদের জন্য বৈধ হবে না।

**সবর পরিচিতি ও সবরের উপকারীতাঃ** সবর অর্থ দৃঢ়তা, অটলতা, অবিচলতা। যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজের নীতি আদর্শের উপর অবিচল থাকার নাম সরব। ইসলামে সবর হচ্ছে যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকা। ইসলামে সবরের গুরুত্ব, ফজিলত ও উপকারীতা অনেক। এর মাঝে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল..

**উপকারীতাঃ ১.** আপনি যদি সবর করেন আল্লাহ্ আপনাকে ভালোবাসবেন। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146)**

**পটভূমিঃ** অহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে সংবাদ রটে যায়ঃ "মুহাম্মাদ সাঃ নিহত হয়েছেন"। এতে অনেক সাহাবী যুদ্ধ ত্যাগ করলেন। (অনেকে রাসূল সাঃর খোজ করছিলেন) কায়া'ব বিন মালিক বলেনঃ হঠাৎ মিগফার (শিরস্ত্রাণের নীচে পরিধেয় কাপড়) এর ফাঁক দিয়ে রাসূল সাঃর চোখ দেখতে পেয়ে আমি চিৎকার করে উঠিঃ এইত আল্লাহর রাসূল। তিনি ইঙ্গিতে আমাকে চুপ থাকতে বললেন! (কুরতুবী) এতে নাযিল হয়..
অতীতে প্রভূভক্ত কত মানুষ নবীর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করেছে। আল্লাহর পথে আগত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও তারা উৎসাহ হারায়নি, হতাশ হয়ে যায়নি, দুর্বল হয়ে পড়েনি, (বরং কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও আল্লাহর পথে অবিচল থেকে যুদ্ধ করেছে।) আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন যারা (তার পথে) অবিচল থাকে। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৪৬)

**উপকারীতাঃ ২.** মহান আল্লাহ্ আমাদের সবর করতে বলেছেন। তাই সবর করা আল্লাহর হুকুম। সময়ে সবর করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। ইরশাদ হচ্ছে..

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)**

মুঅমিনগণ! সবর কর, (আল্লাহর পথে) অটল ও অবিচল থাকো এবং (যুদ্ধ ও সীমান্ত পাহারায়) তৎপর থাকো, আর আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো, এতে তোমরা সফল হতে পারবে। (আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া) (৩ আ-ল ই'মরানঃ ২০০)

**উপকারীতাঃ ৩.** সকল নবী রাসূলই সবর করেছেন। তাই সবর করা নবী রাসূলগণের তরিকা। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35)**

আগেকার রাসূলগণকেও অবজ্ঞা করা হয়েছে, কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহর সাহায্য আসা পর্যন্ত তারা সবর করেছেন। (তুমিও সবর কর) আল্লাহর নীতিতে পরিবর্তন হয় না। (ইতিমধ্যে) অনেক রাসূলের কাহিনী তোমার কাছে বর্নিত হয়েছে। আর এই অবজ্ঞা সহ্য করতে না পারলে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ বানিয়ে বা আকশে সিঁড়ি লাগিয়ে নিদর্শন এনে হাজির কর (দেখ! তারা ঈমান আনে কি না?) আল্লাহ চাইলে তাদের সবাইকে সঠিক পথে ঐক্যবদ্ধ করতেন। তখন কেউ অজ্ঞ (কাফির) থাকত না (সবাই মুসলিম হয়ে যেত। কিন্তু এমনটি হবে না, সবাই দ্বীন মেনে নেবে না। এটাই বাস্তবতা, এটাই আল্লাহর সিদ্ধান্ত।) (৬ আনয়া'মঃ ৩৪-৩৫)

**উপকারীতাঃ ৪.** বিপদে মুসীবতে সবর করতে হয় এবং সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153)**

মুঅমিনগণ! আমার সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে। আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গী। (২ বাক্বারাহঃ ১৫৩)
**জ্ঞাতব্যঃ** বিপদে মুসীবতে সবর করতে হয় এবং সালাত আদায় করে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হয়। এটাই সঠিক পদ্ধতি, এটাই আল্লাহ ও রাসূল সাঃর প্রদর্শিত পথ।

**একটি ভূল সংশোধনঃ** বিপদ আপদে দোয়া চাওয়া এবং সাদাকাহ দেওয়া ভাল কাজ। তবে বিনিময় দিয়ে দোয়া করানো সুন্নতের পরিপন্থী। বিপদে পড়ে মিলাদ পড়ানো, খতম পড়ানো বিদয়া'ত কাজ। কারণঃ রাসূল সাঃ এবং সাহাবগণ থেকে এমন কাজের কোনো প্রমান পাওয়া যায়নি। তাই এসব কাজ বিদয়া'ত হিসেবে গণ্য হয়। আর বিদয়া'ত মানুষকে বিভ্রান্ত করে জাহান্নামে পতিত করে।

**উপকারীতাঃ ৫.** সবর সফলতার চাবি। সবর ব্যতীত সফল হওয়া যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

**لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ**

ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)

তোমরা পুব দিকে মুখ করলে, না পশ্চিম দিকে, ইহা আসল পূণ্য নয়। আসল পূণ্য হলঃ আল্লাহ, আখেরাত, ফিরিস্তা, কিতাব ও নবীগণের উপর ঈমান আনা। আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকিন, পথিক, ভিক্ষুক /আবেদন কারী ও মানুষের মুক্তির জন্য সম্পদ ব্যয় করা। সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, ওয়াদা পূর্ন করা, স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল ও যুদ্ধ কালীন সময়ে সবর করা (তথা অবিচল থাকা। যারা এমন হতে পারবে ঈমানের দাবীতে কেবল) তারাই সঠিক এবং তারাই মুত্তাক্বী। (২ বাক্বারাহঃ ১৭৭)

**উপকারীতাঃ ৬.** আপনি যদি সবর করতে পারেন তবে মহান আল্লাহ্ আপনাকে বেহিসাব ছাওয়াব দান করবেন। ইরশাদ হচ্ছে..

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (10)

(আমার পক্ষ থেকে) বলে দাওঃ হে আমার ঈমানদার বান্দারা! প্রভূর তাকওয়া অর্জন কর। দুনিয়ায় যারা ভালোকাজ করবে (আখেরাতে) তারা পাবে উত্তম প্রতিদান। আল্লাহর যমীন উন্মুক্ত (যেখানে সুবিধা চলে যাও এবং আগত মুসীবতে সবর কর।) সবরকারীদের প্রতিদান তিনি বেহিসাব দিয়ে থাকেন। (যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অনড় ও অবিচল থাকার নাম সবর।) (৩৯ যুমারঃ ১০)

**উপকারীতাঃ ৭.** সবরের প্রতিদান জান্নাত। অর্থাৎ যে মুসলিম সবর করবে তথা ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকবে আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাত দান করবেন। ইরশাদ হচ্ছে..

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24)

যারা প্রভূর সন্তুষ্টির জন্য সবর করে, সালাত কায়েম করে, আমার দেয়া সম্পদ প্রকাশ্যে ও গোপনে (আমার পথে) খরচ করে আর মন্দকে প্রতিহত করে ভাল দিয়ে, তাদের জন্য শুভ পরিণাম চিরস্থায়ী জান্নাত। তারা সেখানে প্রবেশ করবে, সাথে তাদের সুযোগ্য পিতামাতা, স্ত্রীগণ এবং সন্তানগণও (প্রবেশ করবে) আর ফিরিস্তা হাজির হবে প্রতিটি দরজা দিয়ে, (বলবে) তোমাদের উপর সালাম। এটা তোমাদের সবরের প্রতিদান। কত উত্তম প্রতিদান এ আবাসন। (১৩ রা'দঃ ২২-২৪)

## অনুচ্ছেদঃ ১৪. শিরক থেকে বিরত থাকা

একজন মুঅমিনের অন্যতম আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিরক থেকে বিরত থাকা। ঈমান গ্রহণ করে মুঅমিন হবার পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কারন শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যে ব্যক্তি শিরকে জড়িয়ে পড়ল এবং তাওবাহ না করে মারা গেল তার মুক্তির কোনো পথই বাকি থাকল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলঃ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেক মুসলিমই শিরকে জড়িয়ে পড়ে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106)

তাদের অনেকেই আল্লাহর উপর ঈমান আনে কিন্তু তথাপিও মুশরিক হয়ে যায় /মুশরিক থেকে যায়। (১২ ইউসুফঃ ১০৬)

**প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ** অনেক মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনে কিন্তু তথাপিও আল্লাহর জাতি সত্বায়, উলুহিয়্যাতে, রুবুবিয়্যাতে তথা আল্লাহর কর্তৃত্বে প্রভূত্বে বা সার্বভৌমত্বে অথবা আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে শিরক করে। যারা এমন করে তারা মুশরিক হয়ে যায় বা মুশরিক থেকে যায়।

**শিরকের পরিনামঃ** শিরক তাওহীদের পরিপন্থী। শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। শুধু শিরকই নয়, কুফর, নিফাক সহ ঈমান বিনষ্টকারী অনেক পাপ আছে। নিজের ঈমান বাঁচাতে এবং আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে এসব পাপ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

(ঈমান বিনষ্ট কারী পাপ সম্পর্কে দলীল সহ জানতে হলে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" পড়ে নিন।)

**পরিনামঃ ১.** শিরক করলে যেহেতু ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই যে শিরক করল তার সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88)

এটাই আল্লাহর হেদায়াত। আল্লাহ হেদায়াত দান করেন যাকে খুশী। যে কেউ শিরক করবে তার সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে। (৬ আনয়া'মঃ ৮৮)

**পরিনামঃ ২.** শিরক করলে তার জন্য জান্নাত চিরতরে হারাম হয়ে যায় সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী। ইরশাদ হচ্ছে..

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72)

যারা বলে মাসীহ বিন মারইয়াম খোদা তারা কাফির হয়ে হয়ে গেছে। অথচ মাসীহ নিজে বলেছেঃ হে বানী-ইসরাঈল! আল্লাহর দাসত্ব কর, যিনি আমার ও তোমাদের সকলের রাব্ব। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, আল্লাহর তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন, তার ঠিকানা জাহান্নাম। জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (৫ মাইদাহঃ ৭২)

অধিক হারে মুসলিমরা যে শিরকে জড়িয়ে পড়ে এটা হচ্ছে রিয়া তথা আল্লাহর ছাড়া অন্যকে খুশী করার জন্য বা অন্য থেকে বাহ বাহ পাবার জন্য আমল করা। আর এই রিয়ার কারনে অনেক মুসলিমকে জাহান্নামে যেতে হবে। যেমনঃ বর্নিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال نبينا ﷺ إنَّ أولَ الناسِ يُقضى يومَ القيامَةِ عليه رجُلٌ استُشهِد فأتى به فعرَّفه نِعَمَه فعرَفها .قال فما عمِلتَ فيها ؟ قال قاتَلتُ فيكَ حتى استُشهِدتُ .قال :كذَبتَ ولكنَّكَ قاتَلتَ لِأَنْ يُقالَ جَريءٌ فقد قيل .ثم أمَر به فسُحِب على وجهِه حتى أُلقِيَ في النارِ .ورجُلٌ تعلَّم العِلمَ وعلَّمه وقرَأ القرآنَ .فأُتي به فعرَّفه نِعَمَه فعرَفها .قال فما عمِلتَ فيها؟ قال تعلَّمتُ العِلمَ وعلَّمتُه وقرَأتُ فيكَ القرآنَ قال كذَبتَ ولكنَّكَ تعلَّمتَ العِلمَ لِيُقالَ عالِمٌ وقرَأتَ القُرآنَ لِيُقالَ هو قارِئٌ .فقد قيل .ثم أمَر به فسُحِبَ على وجهِه حتى أُلقِيَ في النارِ .ورجُلٌ وسَّع اللهُ عليه وأعطاه مِن أصنافِ المالِ كلِّه .فأتَى به فعرَّفه نِعَمَه فعرَفها .قال :فما عمِلتَ فيها ؟ قال :ما تركتُ مِن سبيلٍ تُحِبُّ أنْ يُنفَقَ فيها إلَّا أنفَقتُ فيها لكَ . قال :كذَبتَ ولكنَّكَ فعَلتَ لِيُقالَ هو جَوَادٌ .فقد قيل .ثم أمَر به فسُحِب على وجهِه .ثم أُلقِيَ في النارِ . ( رواه مسلم .

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেন রাসূল সাঃ বলেছেন: কিয়ামতের দিন একজন শহীদকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে। তাকে হাজির করে নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে সব স্বীকার করবে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন: তুমি আমার জন্য কি করেছ? লোকটি বলবে আমি তোমার তরে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি যুদ্ধ করেছ যেন তোমাকে বীর বাহাদুর বলা হয়। তা বলা হয়ে গেছে। (সুতরাং আমার কাছে তোমার কিছুই নেই) আল্লাহর হুকুমে লোকটিকে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে কুরআন পড়েছে, ইলম শিখেছে এবং লোকজনকে শিখিয়েছে। তাকে নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে সব স্বীকার করবে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন: তুমি আমার জন্য কি করেছ? লোকটি বলবে: আমি ইলম শিখেছি, লোকজনকে শিখিয়েছি, কুরআন তিলাওয়াত করেছি। এসব করেছি আপনার জন্য। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি ইলম শিখেছিলে যেন তোমাকে আলিম বলা হয়। আর তিলাওয়াত করেছিলে যেন তোমাকে কারী বলা হয়। এসব বলা হয়ে গেছে (সুতরাং আমার কাছে তোমার কিছুই নেই) আল্লাহর হুকুমে তাকে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, আল্লাহ যাকে স্বচ্ছলতা ও অনেক ধন সম্পদ দান করেছিলেন। তাকে নিয়ামতের কথা স্মরন করিয়ে দেয়া হবে। সে সব স্বীকার করবে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন: তুমি আমার জন্য কি করেছ? লোকটি বলবে: আপনাকে খুশি করার জন্য আপনার পছন্দের সকল পথে সম্পদ বিলিয়েছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি দান করেছিলে যেন তোমাকে দানশীল বলা হয়। তা বলা হয়ে গেছে। (সুতরাং আমার কাছে তোমার কিছুই নেই) আল্লাহর হুকুমে তাকে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

**وعن مُعاذ بن جبلٍ قال كنتُ رديف النبيِّ ﷺ على حمارٍ فقال لي يا معاذ أتدري ما حقّ الله على العباد؟ وما حقّ العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنَّ حقَّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا وحقَّ العباد على الله أن لا يُعذِّب مَن لا يُشرك به شيئًا قلت يا رسول الله أفلا أُبشر الناس؟ قال لا تُبَشِّرهم فيتَّكلوا .أخرجاه في "الصحيحين"**

মুয়া'য বিন জাবাল রাঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেছেনঃ আমি একদা রাসূল সাঃর পিছনে এক গাধার পিঠে ছোয়ার ছিলাম। রাসূল সাঃ আমাকে বললেনঃ মুয়া'য! তুমি কি জানো; বান্দার উপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে আর আল্লাহর উপর বান্দার কি অধিকার রয়েছে?
আমি বললামঃ আল্লাহ্ ও রাসূলই ভাল জানেন।
তিনি বললেনঃ বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হল; বান্দা শুধুই আল্লাহর ইবাদাত করবে, আল্লাহর সাথে শিরক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হল; বান্দা শিরক না করলে আল্লাহ্ তাকে (জাহান্নামে) আযাব দেবেন না।
আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সু-সংবাদটি কি মানুষকে জানিয়ে দেব..?
রাসূল সাঃ বললেনঃ না, সাংবাদটি মানুষকে জানিও না। এতে তারা এর উপর নির্ভর করে অলস হয়ে বসে থাকবে।
(বুখারী ও মুসলিম)

**অনেক মুসলিম ও শিরকে জড়িয়ে পড়েনঃ** ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম একটি মহাপাপ শিরক। অনেকের ধারনা: যারা মূর্তি-পূজা করে কেবল তারাই শিরক করে, মুসলিমরা সর্বদাই শিরক মুক্ত। বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। বরং অনেক মুসলমানও শিরকের সাথে জড়িত। অনেকেই কোনো না কোনো ভাবে শিরকে জড়িয়ে পড়ে। ইসলাম সম্পর্কে যথাযত জ্ঞানের অভাবে বা দলীয় প্রভাবে অথবা অন্য কোনো কারণে মানুষ নিজের ঈমানকে নষ্ট করে ফেলে। ইরশাদ হচ্ছে.

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ (106)

অনেকেই আল্লাহর উপর ঈমান আনে, তথাপিও তারা মুশরিক থেকে যায় /মুশরিক হয়ে যায়। (১২ ইউসুফ: ১০৬)

**শিরকের কিছু উদাহারণঃ** মুর্তিপূজা না করেও মানুষ কি ভাবে মুশরিক হয়? নিম্নের উদাহরণ সমূহ থেকে বিষয়টি সহজেই বুঝা যাবে।

**উদাহরণঃ ১ =** আল্লাহর উপর ঈমান আনার পরও অনেকে আল্লাহর জাতিসত্তায় শিরক করে। আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বলে বিশ্বাস করে। যেমন ইয়াহুদ ও নাসারা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

ইয়াহুদ বলে উজাইর আল্লাহর ছেলে আর নাসারা বলে মাসীহ (ঈসা) আল্লাহর ছেলে। এসবই তাদের মুখের কথা। আগেকার কাফিররাও এমন বলত। আল্লাহ ধ্বংস করুক। তারা কি সব রটনা করছে। (৯ তাওবাহ: ৩০)

পর্যালোচনাঃ উজাইর আঃ মরার একশত বছর পর পুনরায় জীবিত হয়েছিন (দেখুনঃ সুরাহ বাকারাহ: ২৫৯) এমন আশ্চর্য ঘটনার পর ইয়াহুদ ভাবল উজাইর সাধারন মানুষ নন, তিনি অসাধারন। আর এই অসাধারনতার খিউরী প্রতিষ্ঠিত করতে তারা বলে ফেলল: উজাইর আল্লাহর ছেলে।

**শিরকের একটি সূত্র হচ্ছে বাড়াবাড়িঃ** ঈসা আঃ বিনা বাপে জন্ম গ্রহন করেছেন। আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃতকে জীবিত করতে এবং মাটির মূর্তীতে প্রাণ সঞ্চালন করতে পরতেন। আবার হাওয়ারীদের চুখের সামনেই তিনি আকাশে আরোহন করেছেন। এসব কারণে নাসারা ভেবেছে ঈসা সাধারন মানুষ নন। আর এ অসাধারনতার খিউরী প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বলে ফেলছে: ঈসা আল্লাহর ছেলে।

এসবই নবী-রাসুল নিয়ে বাড়াবাড়ির ফল। ইয়াহুদ ও নাসারা তাদের কাছে প্রেরিত নবীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। নিজেদের খেয়াল খুশিমত মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে নবীকে আল্লাহর ছেলে বানিয়ে ফেলেছে। তাইতো হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر قال :سمعتُ رسول الله ﷺ يقول :ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم .رواه البخاري ومسلم.

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আমি যেসব বিষয়ে নিষেধ করি এটা থেকে বিরত থাকো আর যেসব আদেশ করি যথাসাধ্য মেনে চলার চেষ্টা কর। (অধিক প্রশ্ন বা বাড়াবাড়ি কর না) কারণঃ অধিক প্রশ্ন এবং নবীদের নিয়ে (বাড়াবাড়ির ফলে সৃষ্ট) মতবিরোধ পুর্ববর্তিদের ধ্বংস করে দিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু দুঃখের বিষয়ঃ নবী সাঃর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা স্বত্বেও আজকাল অনেক মুসলমান ওই নিষিদ্ধ পথেই এগুচ্ছে। তারা নবী সাঃকে নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করছে। নিজেদের খেয়াল খুশিমত মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে নবীকে আল্লাহর সমমানে আসীন করে ফেলছে।

ধীরে ধীরে তারা যেন একত্ববাদের বদলে দ্বিত্ববাদে বিশ্বস্থ হয়ে পড়ছে। তারা যেন বলতে যাচ্ছে মুহাম্মাদ আল্লাহর সম্পূরক। তাই যেখানে আল্লাহর নাম সেখানেই মুহাম্মাদ সাঃর নাম যুক্ত করা হচ্ছে। কোথাও ইয়া আল্লাহ! লিখলে পাশেই লিখা হচ্ছে ইয়া মুহাম্মাদ!। এভাবেই তারা ধীরে ধীরে দ্বিত্ববাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইয়াহুদ নাসারাদের মত আল্লাহর ছেলে না বললেও তারা বলছে: মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর নূরেরই আংশ। মানে আল্লাহ থেকেই মুহাম্মাদ, আল্লাহ ও মুহাম্মাদের মূল উৎস একই। এর অর্থ দাড়ায় মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর অংশ। যা ইয়াহুদ নাসারাদের ছেলে তত্বের চেয়ে আরো জঘন্য।

**প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ** ইয়া আল্লাহ্! ইয়া মুহাম্মাদ! লিখার বা বলার বিধানঃ

বিধানঃ ১ = মুহাম্মাদ সাঃকে খোদা মনে করে এমন করলে শিরক হবে।

বিধানঃ ২ = মুহাম্মাদ সাঃকে খোদার অংশ বা সমমানের মনে করে এমন করলে শিরক হবে।

বিধানঃ ৩ = মুহাম্মাদ সাঃ হাজির ও নাযির, তিনি সব জানেন, সব দেখেন। এমন মনে করে ইয়া মুহাম্মাদ লিখলে বা বললে শিরক হবে।

বিধানঃ ৪ = মুহাম্মাদ সাঃ আমাদের কথা শোনে আমাদের প্রয়োজন মিটাবেন; এমন মনে করলেও শিরক হবে।

বিধানঃ ৫ = মুহাম্মাদ সাঃকে মর্যাদা দিতে গিয়ে এমন করলেও শিরক হবার সম্ভাবনাই বেশী।

বিধানঃ ৬ = এসব উদ্দেশ্য না থাকলে শুধু সুন্দর্যের জন্য বা এমনি এমনি লিখলে বা বললে হয়ত শিরক হবে না তবে এটাকে ধর্মীয় রুপ দিলে শিরকের দিকে ধাবিত করবে।

**উদাহরণঃ ২ =** আমাদের সমাজের একদল লোক আল্লাহর বৈশিষ্টে অন্যকে শরীক করে ফেলছে। তারা মনে করে: মুহাম্মাদ সাঃ হাজির নাযির তথা সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা। মুহাম্মাদ সাঃ আলিমু-ল-গাইব, তথা অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী।

আসলে হাজির নাযির, আলিমু-ল-গাইব, ইত্যাদি একান্তই আল্লাহর বৈশিষ্ট। পবিত্র কুরআনে পরিস্কার ভাষায় বলা হয়েছে: কেউ গাইব জানে না আল্লাহ ছাড়া। ইরশাদ হচ্ছে..

**قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65)**

বলে দাওঃ আসমান যমীনে যারা আছে তাদের কেউ গাইব জানে না আল্লাহ ছাড়া। কেউ জানে না কখন হবে পুনরুত্থান। (২৭ নামলঃ ৬৫)

**قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ**

বলঃ আমি (নবী মুহাম্মাদ) আমার নিজের উপকার, ক্ষতি কিছুই করতে পারি না। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আমি গাইব জানলে অধিক হারে লাভবান হতাম। কোনো মন্দই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি মুঅমিনদের তরে সুসংবাদ দাতা ও কাফিরদের তরে সাবধানকারী বৈ কিছুই নয়। (৭ আ'রাফ: ১৮৮)

**জ্ঞাতব্যঃ** আল্লাহর কোনো বৈশিষ্টে অন্যকে বিশেষিত করা বা অন্যকে এমন বৈশিষ্টের অধিকারী মনে করা শিরক, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। এমন পাপ করলে মানুষের ঈমান, ইবাদাত সব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

**উদাহরণঃ ৩ =** আমাদের সমাজের অনেকে আল্লাহর প্রভুত্বে শিরক করে থাকেন। তারা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্যের মনগড়া বিধান মেনে চলেন। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অন্নদাতা, রিজক দাতা, আশ্রয় দাতা, সুরক্ষা দাতা, বিধান দাতা, নিরাময় দাতা (ইত্যাদি প্রভুত্বের বৈশিষ্টের অধিকারী) মনে করেন। এমন মনে করলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বে শিরক হয়, যা ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম মহাপাপ। ইরশাদ হচ্ছে..

**اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ**

তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের আহবার ও রুহবানকে রাব্ব (বিধান দাতা) বানিয়ে নিয়েছে /বিধানদাতা হিসেবে মেনে নিয়েছে আর মাসীহ বিন মারইয়ামকেও (তথা উওলামা, পীর ও নবীকেও রাব্বের আসনে বসিয়েছে।) অথচ তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল এক ইলাহ মেনে নিতে, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি সকল শিরকের উর্দ্ধে। (৯ তাওবাহ: ৩১)

**পর্যালোচনাঃ** আহলে কিতাবের যারা ঈমান এনেছিলেন আয়াতটি নাযিলের পর তারা বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাতো উনাদের রাব্ব বানাইনি। রাসুল সাঃ বললেন তাদের বর্নিত বিধান আল্লাহর বিধানের বিপরিত হলেও তোমরা মেনে নিতে। (দেখুন তাফসীর কুরতুবী)

আজকাল অহরহ এমনটি করা হচ্ছে। মানুষের মনগড়া বিধান ও নীতিমালা (কুরআন সুন্নাহর বিপরিত হলেও) লোকজন মেনে নিচ্ছে। ইমাম, দলীয় উলামা, পীর ও নেতা মানতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে কুরআন হাদীছ লংঘিত হচ্ছে। আর এভাবেই মানুষকে বিধানদাতা রবের আসনে বসিয়ে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক করে যাচ্ছে। ফলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সবকিছু বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

**উদাহরণঃ ৪.** ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি শিরক হল আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করা বা অন্যকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। আসলে শুধু আল্লাহর মালিকানাই সার্বভৌম এবং শুধু আল্লাহর ক্ষমতাই নিরঙ্কুশ। আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো মালিকানা সার্বভৌম নয়, অন্য কারো ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়।

**উল্লেখ্যঃ** মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, ইহা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, ইহা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বভৌম।

আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো মালিকানা সার্বভৌম নয়, অন্যকারো ক্ষমতাও নিরঙ্কুশ নয়। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবাই নিজ নিজ মালিকানা ও ক্ষমতা প্রয়োগে রাষ্ট্র, সমাজ, বিবেক এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

**لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ (6)**

আসমানে যা আছে, যমীনে যা আছে, আসমান যমিনের মধ্যে যা আছে এবং পাতালপুরীতে যা আছে সবকিছুর সার্বিক মালিকান আল্লাহর (২০ ত্বাহাঃ ৬)

**فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ** তিনি (আল্লাহ্) যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। (৮৫ বুরুজঃ ১৬)

**لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ**

তাকে (আল্লাহকে) কোনো কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয় না। কিন্তু তাদেরকে (আল্লাহ্ ছাড়া বাকি সবাইকে নিজ নিজ কাজের জন্য) জবাবদিহি করতে হয়। (২১ আনবিয়াঃ ২৩)

**উদাহরণঃ ৫.** *আল্লাহর ইবাদাত করতে যেসব কাজ করা হয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করা শিরক, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যেমনঃ নামাযে আমরা আল্লাহর সামনে বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকি বা বসে থাকি, বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কিছু পাঠ করি, মাথা নত করি, সিজদাহ করি।*

তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করলে শিরক হবে এবং ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

| | |
|---|---|
| নিশ্চয় সকল ইবাদাতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। তাই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না। (৭২ জিন্নঃ ১৮) | وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا |

**শিরক পরিচিতিঃ** শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। আল্লাহর জাতিস্বত্বা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ বানানো অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করার নাম শিরক। শিরক নানা ভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

- আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরক হয়
- আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে ইবাদাতে শিরক হয়
- আল্লাহর প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে উলুহিয়্যাতে শিরক হয়
- আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়
- আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যকে বিচারক বা শাসক হিসেবে মেনে নিলে হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়। উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক।
- আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়
- মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে
- কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক।

(শিরক সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র শিরক অধ্যায় দেখে নিন)

**শিরকের সূত্র সমূহঃ** শিরকের অনেক সূত্র রয়েছে। এসব সূত্রের কোনো একটি ধরেই সমাজে শিরকের প্রচলন হয়। যেসব সূত্র ধরে মানব সমাজে শিরকের প্রচলন হয়েছে এর অন্যতম কয়েকটি হল..

**সূত্রঃ ১.** শিরকের একটি অন্যতম সূত্র হল; প্রতিকৃতি থেকে মুর্তি, মুর্তি থেকে দেবদেবী। এই সূত্র ধরে মানুষ মুর্তি পূজায় জড়িয়ে পড়ে।

**সূত্রঃ ২.** কারো প্রতি অতি ভক্তি বা অতি শ্রদ্ধা। অর্থাৎ কারো প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি শিরকের আরো একটি সূত্র। এই সূত্র ধরে শুরু হয় পীর পূজা, মাজার পূজা ও নবী পূজা।

**সূত্রঃ ৩.** ধর্মীয় ব্যাপারে দলীল বিহীন বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন শিরকের আরো একটি সূত্র। এই সূত্র ধরেই আলীম উলামা ও পীরদের রাব্বের আসনে বসানো হয়।

**সূত্রঃ ৪.** ধর্মীয় বিষয়াদির মনগড়া বিশ্লেষণ শিরকের আরো একটি সূত্র। নবী হাজির নাযির, নবী আলিমু-ল-গাইব, ইত্যাদি শিরক শুরু হয়েছে এই সূত্র ধরে।

**সূত্রঃ ৫.** আক্বীদাহ প্রমানের জন্য উস্বূলের (দালিলিক নীতিমালার) তোয়াক্কা না করা সমাজে শিরক প্রবেশের আরো একটি সূত্র। এর মূলকারণ দলাদলি ও দলীয় দর্শন প্রমানে অতি উৎসাহী হওয়া। এই সূত্র ধরে শুরু হয়েছে "নবী নূরের তৈরি" এর মত শিরক।

**সূত্রঃ ৬.** ঈমান আক্বীদাহ সম্পর্কে পরিপক্ক জ্ঞানের অভাব শিরকের আরো একটি সূত্র বা উন্মুক্ত দ্বার। এ সূত্র ধরে মেনে নেওয়া হয়েছে "জনগণের সার্বভৌমত্ব" "জনগণ ক্ষমতার উৎস" "আইন বানাতে সার্বভৌম" ইত্যাদি বিশ্বাস।

## অনুচ্ছেদঃ ১৫. কুফর থেকে বিরত থাকা

**কুফর পরিচিতিঃ** কুফর অর্থ অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, গোপন করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি। সেমতে..

- আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য অবিশ্বাস করা;
- আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করা;
- আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা;
- আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করা;
- আল্লাহর কোনো আদেশ বা নিষেধ অমান্য করা এবং এর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া;
- আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বা দ্বীনি দাওয়াতে বাঁধা দেওয়া বাঁধার সৃষ্টি করা;
- আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া;
- আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা; তথা উল্লেখিত কাজসমূহের মাঝে যে কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়া কুফর। এছাড়াও যাদু এবং আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করাও কুফর।

**কুফরের পরিনামঃ** কুফরের পরিনাম শিরকের মতই। কুফর করলে ঈমান ও আ'মাল নিস্ফল হয়ে যায়। একজন মুঅমিনকে অবশ্যই কুফর থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণঃ কুফর ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যেমন..

**পরিনামঃ ১.** মুঅমিন ব্যক্তি যদি যে কোনোভাবে কুফরে জড়িয়ে পড়ে তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

| |
|---|
| الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ |

مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

আজকের এই দিনে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে পবিত্র বস্তু। আহলে কিতাবের খাবার তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খাবার তাদের জন্য হালাল। মুসলিম সতী নারী আর আগেকার আহলে কিতাবের সতী নারী (তোমাদের জন্য হালাল) যখন তোমরা মোহর দিয়ে বৈধ ভাবে (তাদের গ্রহণ করবে) রক্ষিতা বা গোপন বন্ধু হিসেবে নয়। ঈমান আনা সত্ত্বেও কেউ যদি কুফর করে তবে তার সকল আমল বরবাদ হয়ে যায় আর আখেরাতে সে চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত। (মা-ইদাহঃ ৫)

**পরিনামঃ ২.** যে ব্যক্তি কুফর করল সে আল্লাহর হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, যতক্ষন না সে নিজ থেকে ফিরে আসে। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137)

যারা ঈমান আনে, পরে কুফর করে, আবার ঈমান আনে, আবার কুফর করে, তারপর কুফরকে পরিপক্ক করে ফেলল, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না, পরিচালিত করবেন না সঠিক পথে। (৪ নিসাঃ ১৩৭)

এক হাদীছে বর্নিত হয়েছে

عن ابي هريرة قال. قال رسول الله ﷺ أنه قال بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم بادروا بالأعمال يعني الصالحة فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلمًا ويمسي كافرًا ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع دينه بعرض من الدنيا

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ যত পার নেকী কর, ওই দিন আসার আগে যখন আঁধারের মত ফিৎনাহ ছড়িয়ে পড়বে। মানুষ তখন সকালে মুঅমিন বিকালে কাফির, বিকালে মুঅমিন সকালে কাফির হয়ে যাবে। তারা দুনিয়ার বদলে দ্বীন বিক্রি করে দেবে। (মুসলিমঃ কিতাবু-ল-ঈমানঃ ১১৮)

অর্থাৎ মানুষ তখন ঈমানের উপর অবিচল থাকবে না /থাকতে পারবে না। মানুষ তখন খুব দ্রুত ঈমান হারা হবে। মানুষের কাছে দুনিয়ার গুরুত্ব বেড়ে যাবে এবং দ্বীনের গুরুত্ব কমে যাবে। মানুষ তখন দুনিয়ার জন্য দ্বীন ছেড়ে দেবে। মানুষ তখন ঈমান ও কুফরের পার্থক্য বোঝতে পারবে না। তারা ঈমান ও কুফর এক সাথে গ্রহণ করবে। তাদের জীবনটা হবে ঈমান ও কুফরের খেলা। মানুষ তখন সকালে ঈমান আনবে, বিকালে কুফর করবে। বিকালে ঈমান আনবে, সকালে কুফর করবে।

**উদাহরণঃ** মানুষ কি ভাবে এতো দ্রুত ঈমান হারা হবে নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল। আশা করি বিষয়টি বোঝতে এই উদাহরণ গুলো আপনাদের সাহায্য করবে। যেমন..

**উদাহরণঃ ১ =** মনে করঃ এক ব্যক্তি সরকারী চাকরি জীবী। লোকটি মস্ত বড় অফিসার। তার মুখের কথায় বা কলমের খুচার অনেক কিছু হতে পারে। লোকটি ফজরের নামায পড়ে মসজিদে বসে তাসবীহ, তাহলীল, তিলাওয়াত, তাওবাহ, ইস্তিগফার করে মুঅমিনের মত দিনটি শুরু করল।

সকাল সাড়ে নয়টায় অফিসে গিয়েই লোকটি ৫০ হাজার টাকা ঘুষ খেল। হারাম জেনেও সে কাজটি করল। কারণঃ সে মনে করে এসব তেমন কিছু না। দুনিয়ায় বাঁচতে হলে এমন একটু আধটু করতে হয়। এমন বিশ্বাসের কারনে লোকটি ঈমান হারা হয়ে গেল।

**পর্যালোচনাঃ** আসলে ঘুষ খাওয়া হারাম হলেও কুফর নয়। কিন্তু আল্লাহ্ বা রাসূলের হারামকৃত কোনো বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে অবজ্ঞা করা বা তাচ্ছিল্য করা কুফর। আর আজকাল যথাযথ জ্ঞানের অভাবে এমন কুফর করে ঈমান হারা হচ্ছে কত মানুষ।

**উদাহরণঃ ২ =** মনে করঃ এক লোক সুদী ব্যাংকে একাউন্ট খুলেছে। তার একাউন্টে নিয়মিত সূদ জমা হচ্ছে এবং সে ইহা গ্রহণ করছে। একদা তার বন্দু বললঃ তুই জানিস না! সূদ হারাম! তাই এসব থেকে ফিরে আয়। ওই ব্যক্তি তখন ঠাট্টা করে বললঃ মৌলভী হলে কবে রে..?

আজকাল এমন ঠাট্টা মশকারা সমাজের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। অহরহ এমন ঠাট্টা মশকারা শোনা যায়।

**পর্যালোচনাঃ** আসলে সূদ কুফর নয়, হারাম কাজ, কাবীরাহ গোনাহ, এটাই আল্লাহর বিধান। তবে আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা কুফর। আর এভাবে কুফর করে অতি সহজে ঈমান হারা হচ্ছে আজকাল কত মানুষ।

**উদাহরণঃ ৩ =** মনে করঃ এক পরিবারের কর্তা মারা গেছেন। তিনি ছিলেন বিরাট ধনী। মৃত্যু কালে তিনি ১ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন। মেয়েরা বিবাহিতা। তাদের নিজের সংসার আছে। এখন ছেলে যাচ্ছে বাপের পূরা সম্পদ একা ভোগ করতে। ছেলে এব্যাপারে মাকে হাত করে নিল।

একদা মেয়েরা সম্পত্তির কথা উঠালে মা রেগে গিয়ে বললঃ "এমন কথা মুখে আনবি না। এতে তোদের বাপের রুহ কষ্ট পাবে, তোদের অমঙ্গল হবে। যে নেয় অংশ তার থাকে না বংশ"। ইত্যাদি। অর্থাৎ মা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অবস্থান নিলেন। যা সুস্পষ্ট কুফর।

**পর্যালোচনাঃ** এমন ঘটনা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। আর এভাবে কুফর করে ঈমান হারা হয়ে যাচ্ছে কত মানুষ।

**উদাহরণঃ ৪ =** মনে করঃ এক বাপের দুই ছেলে। পিতা তার এক ছেকে মাদরাসায় আর এক ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়েছেন। উভয় ছেলে শহরে থেকে লেখাপড়া করছে। এখন রমজান মাস। স্কুল ও মাদরাসাহ ছুটি। তাই উভয় ছেলে এখন বাড়ীতেই থাকছে।
বড় ছেলে রোজা রাখে না, নামায পড়ে না। সে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে নাস্তিক্যবাদের চর্চা করে। সে মনে করেঃ "ধর্মই সকল অনর্থের মূল। ধর্মই মানুষকে বিভক্ত করে মানব সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে"।
বড় ভাইয়ের এমন কান্ড ছোট ভাই মেনে নিতে পারে না। এক রাতে খাবার টেবিলে ছোট ভাই বড় ভাইকে বুঝাতে চেষ্টা করল। ছোট ভাই তার বড় ভাইকে ভাই হিসেবে এবং ভাইয়ের দাবী নিয়ে অনেক কথাই বলল। বড় ভাইকে জাহান্নামের ভয়ও দেখাল।
এতে ফুসে উঠল বড় ভাই। সে গোস্বা হয়ে নাস্তিকদের মত আল্লাহ্ রাসূল সম্পর্কে কটু কথা বলতে লাগল। জ্বলে উঠল ছোট ভাই। শুরু হল ঝগড়া।

বাবা-মা নিয়মিত নামায পড়েন, রোজা রাখেন। তারা নিজেকে ধার্মিক ভাবতে পছন্দ করেন। বড় ছেলের আচরণে খুশী নন তারাও কিন্তু কি করবেন? ছেলেকে তো আর বাদ দেয়া যাবে না?
দুই ছেলের ঝগড়া দেখে বাবা খুব রাগান্বিত হলেন। আল্লাহ্, রাসূল সম্পর্কে কটূক্তি করায় বড় ছেলেকে তিরস্কার করলেন। তারপর ছোট ছেলেকে বললেনঃ **"নামায রোজা মানুষের ঐচ্ছিক ব্যাপার। যে চায় করবে, যে চায় করবে না"।** তাতে তোর কি..?
আজকাল ঝগড়া থামানোর নামে এমন কথা প্রায়ই শোনা যায়। আমাদের অনেই ঝগড়া থামানোর নামে এমন কথা বলে ফেলেন। কিন্তু একথার শিকড় যে কত গভীরে ইহা অনুধাবন করতে পারেন না। আসলে ঝগড়া থামানোর নামে এমন কথা বলে ঈমান হারা হয়েছেন বাবা।
কারণঃ আল্লাহর নির্ধারিত ফরজ আদায় করা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। ফরজ কখনো ঐচ্ছিক হয় না। ঐচ্ছিক ইবাদাতকে তাত্বাওয়্যু' বলা হয়। আর এই তাত্বাওয়্যুরই ফিক্বহী শ্রেণী বিন্যাস হলঃ সুন্নত, মুস্তাহাব, নফল, ইত্যাদি।
**পর্যালোচনাঃ** আল্লাহর নির্ধারিত কোনো ফরজকে ঐচ্ছিক মনে করা কুফর। আর ঝগড়া থামানোর নামে এমন কুফর করে প্রতি নিয়ত ঈমান হারা হচ্ছে অগণিত মানুষ।

**উদাহরণঃ ৫ =** মনে করঃ কলেজ পড়ুয়া এক যুবক বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়েছে। সে আধুনিকতার নামে বেহায়াপনায় অভ্যস্থ হয়ে গোপনে গার্লফ্রেন্ড বানিয়ে অনৈতিক কাজ ও অবৈধ মিলামিশা অব্যহত রেখেছে। এনিয়ে সমাজে কানাঘোষা শুরু হয়েছে। লোক মুখে এসব কথা শোনে ছেলের মা রেগে গেলেন। তিনি বললেনঃ "দেখা আছে কার ছেলে কেমন? ব্যসের সময়ে এমন একটু আধটু হতেই পারে। আমার ছেলেকে আমি চিনি। বস্য হলে সব ঠিক হয়ে যাবে"। অর্থাৎ মা তার ছেলের হারাম সম্পর্ককে বয়সের দোহাই দিয়ে সমর্থন করলেন। এবং এমন করে তিনি ঈমান হারা হয়ে গেলেন।
**পর্যালোচনাঃ** হারাম খুব ধিকৃত কাজ। হারাম কাজ করলে পাপ হয়, মহাপাপ। তবে হারাম করা কুফর নয়। কিন্তু আল্লাহর কুরআন অথবা মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা প্রমানিত কোনো হারামকে অবজ্ঞা করা বা সমর্থন করা কুফর। আর ছেলেকে সমর্থন করার ছলে এমন কাজটিই করে ফেললেন মা। শুধু এই মা-ই নয়। আজকাল এমন কুফর আমাদের ঘরে ঘরে। আপনজনকে সমর্থন করতে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করে কুফর করে এভাবেই ঈমান হারা হয়ে যাচ্ছেন আমাদের অনেক মানুষ।

**উদাহরণঃ ৬ =** মনে করঃ আজ বাদ জোহর বাজারের মাঠে বিশাল গণ-জমায়েত। এতে বক্তব্য রাখবেন প্রগতিশীল রাজ নৈতিক দলের বিরাট বড় নেতা। নেতাজি দুপুরেই চলে এসেছেন। বাজারের বড় মসজিদে জোহরের নামায পড়ে তিনি সোজা চলে গেলেন বক্তৃতা মঞ্চে। শুরুত্ব সালাম ও বিসমিল্লাহ না বলে তিনি দলীয় প্রথা ও রীতি মত বক্তব্য শুরু করলেন। তারপর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাসূলের আদর্শের বিপরীতে গিয়ে অমুকের সার্বভৌমত্ব আর অমুকের আদর্শ বাস্তবায়নে প্রয়োজনে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেয়াব এবং জীবন বিলিয়ে দেবার ঘোষণা দিলেন। আর এভাবেই ঈমান হারা হয়ে মুনাফিক হয়ে গেলেন আমাদের নেতা।
**পর্যালোচনাঃ** আসলে মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নাই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বভৌম।

তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া কুফর। রাসূলের আদর্শের বিপরীতে অন্যের আদর্শ মেনে নেওয়াও কুফর। আর আজকাল এমন কুফর করে ঈমান হারা হয়ে যাচ্ছে কত মানুষ।

**উদাহরণঃ ৭ =** মনে করঃ আমজাদ সাহেবে খুব ধনী মানুষ। আজ তার বাড়িতে পারিবারিক অনুষ্ঠান। অনেক আত্মীয় স্বজন জড়ো হয়েছেন। মানুষ তো আর চুপচাপ বসে থাকে না। তাই নানা বিষয়ে কথা হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে। এক পর্যায়ে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু হল। প্রসঙ্গত এসে গেল ইসলামের কথা। নানা কথার পর একজন বলে উঠলঃ "ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্মকে রাজনিতিতে টেনে আনা উচিত নয়"।
আরেকজন বললঃ না, ভাই! কোনো মুসলমান এমন কথা বলতে পারে না। আগে আমিও এমনই মনে করতাম। এখন কুরআন হাদীছ অধ্যয়ন করে বোঝতে পেরেছিঃ ইসলাম সচরাচর কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম সর্বকালীন, সার্বজনীন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে চলা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। আরেক জন বললঃ তা হলে মৌলবাদীরা তোমার মাথা ধলাই করে দিয়েছে।
**পর্যালোচনাঃ** আলোচনায় অংশ নেয়া এ তিন জনের ১ম ও ২য় ব্যক্তি ঈমান হারা হয়ে গেল। আর প্রতি নিয়ত এভাবে ঈমানহারা হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।
আসলে ইসলাম গতানুগতিক কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম সর্বকালীন, সার্বজনীন। আমাদেরকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে চলতে হবে। এটা আমাদের ফরজ দায়িত্ব, অত্যাবশ্যকীয় কাজ। যে ব্যক্তি এর বিপরীতে অবস্থান নিল বা ইহাকে অবজ্ঞা করল সে কুফর করল এবং ঈমান হারা হয়ে গেল। এভাবে ঈমানহারা হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

**উদাহরণঃ ৮ =** মনে করঃ এক ব্যক্তি তিনটি বিয়ে করেছে। আসলে তিন বিয়ে করে লোকটি কোনো পাপ করেনি। কারণঃ ইসলামী শারীয়া'হ তাকে ৩টি বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। ইহা আল-কুরআনে উল্লেখিত মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধান। মহান আল্লাহ্ একজন পুরুষকে এক সাথে ৪ জন স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছেন, অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সমাজে তিন বিয়ে করার কারনে তাকে নিয়ে হাসি তামাশা করা হয়। এমন কি অনেক আলীম সাহেবকেও এনিয়ে হাসি তামাশা করতে দেখা যায়।
**পর্যালোচনাঃ** আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে হাসি তামাশা করা বা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা কুফর। আর এমন কুফর করে ঈমানহারা হচ্ছেন আমাদের কত মানুষ।

**উদাহরণঃ ৯ =** আমাদের সমাজে প্রচলিত বিনোদনের কথা ধরুনঃ সিনেমা, নাটক বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সমাজে প্রচলিত ইসলামী পোশাকে কিছু চরিত্র রাখা হয়, যারা চিটিং করে, ঠগবাজি করে। এরা থাকে চরিত্র হীন, অর্থ ও নারী কেলেংকারীর সাথে জড়িত।
এভাবে অতি কৌশলে বিনোদনের নামে ইসলাম, ইসলামী বিধান ও ইসলামী শিষ্টাচার নিয়ে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ ও তামাশা করা হয়, যা কুফরেরই নামান্তর। আর এমন করে ঈমানহারা হচ্ছে কত মানুষ।
**পর্যালোচনাঃ** বলাই বাহুল্য যে, ধর্মীয় ব্যাপারে মানুষের অনেক দুর্বলতা থাকে। মানুষের এই দুর্বল অনুভুতিকে কাজে লাগিয়ে সাধারন মানুষকে প্রতারিত করে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী। ইহা যেমন মুসলিম সমাজে হয়, তেমনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল সমাজেই হয়ে থাকে। এদের মুখোশ উন্মোচন করা এবং এদের ব্যাপারে মানুষকে সাবধান করা অবশ্যই ভাল কাজ।
কিন্তু আমাদের বিনোদন কর্মীরা যে এই ভাল কাজটি করছে না বরং ইসলাম নিয়ে ব্যঙ্গ করাই তাদের উদ্দেশ্য, তাদের বানানো ফিল্মের বা নাটকের দিকে একটু লক্ষ্য করলেই বিষয়টি বোঝা যায়।
তথাপিও বলছিঃ কারো যদি উদ্দেশ্য থাকে সমাজের অসঙ্গতি তোলে ধরা। ইসলাম বা ইসলামী শিষ্টাচার নিয়ে ব্যঙ্গ করা যদি কারো উদ্দেশ্য না হয়, তবে এটা কুফর হবে না।

**উদাহরণঃ ১০ =** আজকাল অনেক ক্ষেত্রে, অনেক বিষয়ে ইসলাম নিয়ে হাসি তামাশা, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ অনেকের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এসব কাজ নিঃসন্দেহে কুফর এবং যারা এসব করে তারা ঈমানহারা হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66)**

(তারা আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহর কালাম ও মুঅমিনদের সম্পর্কে কটু কথা বলে। আর) জিজ্ঞেস করলে বলে ঠাট্টা করেছি। বলঃ তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত (কিতাব, বিধান) ও রাসূল নিয়ে ঠাট্টা কর? বাহানা বানিও না। ঈমানের পর তোমরা কুফর করেছ। তোমাদের কাউকে মাফ করা হলেও অন্যদের সাজা দেয়া হবে। কারন তারা পাপিষ্ঠ। (৯ তাওবাহঃ ৬৫-৬৬)

## অনুচ্ছেদঃ ১৬. ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকতে হবে

একজন মুঅমিনের সবচেয়ে বড় কাজ তার ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখা। অর্থাৎ এমন কিছু না করা যাতে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। অথচ আমাদের লোকেরা এ ব্যাপারে উদাসীন। আমরা অযু ভঙ্গের কারণ মুখস্ত করি, নামায ভঙ্গের কারণ মুখস্ত করি, রোজা ভঙ্গের কারণ জানি, কিন্তু ঈমান ভঙ্গের কারণ জানি না। অথচ ইহাই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ন।

আসলে বিষয়টি খুবই দীর্ঘ এবং স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। তাই বিষয়টি নিয়ে আমরা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এতোটুকু জেনে রাখুন! যেকোনো ভাবে কোনো প্রকার কুফরে বা শিরকে জড়িয়ে পড়লেই ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। এবিষয়ে আরো জানতে চাইলে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র এ অধ্যায়টি পড়ে নিন।

**প্রারম্ভিক কথাঃ** আমরা মুসলিম। মুসলিম অর্থ আত্মসর্পণকারী। মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করেই মুসলিম হতে হয়। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনের অর্থ হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর প্রভূত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করে নেওয়া। বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে সদাসর্বদা পরিপূর্ন ভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলা মুসলিম হিসেবে আমাদের ফরজ দায়িত্ব।
আমরা এ দায়িত্ব পালন করব মহা আল্লাহকে খুশী করার জন্য, আমাদের নিজেদের ভবিষ্যত উজ্জল করার জন্য। কারণঃ এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সব, দুনিয়া আমাদের স্থায়ী আবাস নয়। আমাদের স্থায়ী আবাস হচ্ছে আখেরাত। আর আখেরাতে মুক্তির একমাত্র উপায় সঠিক ঈমান এবং নেক আ'মাল।
সঠিক ভাবে ঈমান গ্রহণের পর ইহাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হয়। কোনো কারণে ঈমান ভেঙ্গে গেলে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর কিছু পাপ এমন আছে যা করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যকীয়। আর এই আবশ্যকতা বিবেচনায় রেখে এ বিষয়ে আপনাদের সহায়তা করার জন্যই আমাদের আজকের আয়োজন "ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ"। এ পাঠ অধ্যয়নে যেসব বিষয় জানা যাবে, তা হচ্ছে..

- পাপ পরিচিতি
- পাপ মোচনের উপায়
- পাপের প্রতিক্রিয়া
- ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ

**পাপ পরিচিতিঃ** বাস্তব জীবনের কোনো ব্যাপারে আল্লাহর বিধান অমান্য করা অপরাধ, ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে ইহাকেই বলা হয় পাপ। পাপ দুই প্রকারঃ কাবীরাহ ও ছাগী'রাহ তথা মহাপাপ ও ছোটপাপ।
আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত অথবা মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কোনো হারামে জড়িয়ে পড়া অথবা কোনো ফরজ তরক করা তথা আল্লাহর কোনো আদেশ লঙ্ঘন করা অথবা আল্লাহ সরাসরি নিষেধ করেছেন এমন কোনো কাজ করে ফেলা মারাত্মক অপরাধ, আর ইহাকেই বলা হয় কাবীরাহ গোনাহ, বড় গোনাহ বা মহাপাপ। আর এ ছাড়া বাকি পাপ সমূহ হল ছোট পাপ। ইরশাদ হচ্ছে..

**إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما**

তোমরা যদি আল্লাহর নিষেধকৃত মহাপাপ থেকে বিরত থাকো তবে তোমাদের ছোট পাপ সমূহ আমি মোচন করে দেব আর তোমাদের প্রবেশ করাব সম্মানিত আবাসনে। (৪ নিসাঃ ৩১)

**পাপ মোচণের উপায়ঃ** অযু, নামায, তিলাওয়াত, সাওম, হাজ্জ, উমরাহ, নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ, মসজিদে যাতায়াত, জ্ঞান অন্বেষণ, তাসবিহ, তাহলিল, মানব কল্যাণ, সৃষ্টির সেবা ইত্যাদি সৎকাজের মাধ্যমে ছোট পাপসমূহ মাফ হয়ে যায়। ইহা আমাদের উপর মহান আল্লাহর বিশেষ দয়া এবং পাপ মোচনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি। আর বড়পাপ তাওবাহ ব্যতীত মাফ হয় না। বড়পাপ মোচনের জন্য **তাওবাহ ও ইস্তিগফার** করতে হয়।

**তাওবাহ ও ইস্তিগফারঃ** আল্লাহর ভয়ে (মনে প্রানে সংকল্প করে) নিজেকে শোধরে নিয়ে পাপ ছেড়ে সৎপথে ফিরে আসার (তথা ভালো হয়ে যাবার) নাম **তাওবাহ।** আর পাপের জন্য অনুশোচনা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার নাম **ইস্তিগফার।**

**পাপের প্রতিক্রিয়াঃ** পাপ একটি প্রতিক্রিয়াশীল কাজ। মানুষের স্বভাবে, জীবনে এবং ঈমানে পাপের প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। পাপের প্রতিক্রিয়া হয় ৩ ভাবে। যথা..

**প্রতিক্রিয়াঃ ১.** পাপের প্রাথমিক প্রভাব পড়ে স্বভাব চরিত্রের উপর। মানুষের স্বভাবের উপর ছোট বড় সকল পাপের প্রভাব পড়ে। তাই নিজের স্বভাব চরিত্রকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে ছোট বড় সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

**প্রতিক্রিয়াঃ ২.** কাবীরাহ বা মহাপাপ আমাদের ঈমানে আঘাত করে। মহাপাপের প্রভাবে ঈমান কখনো দুর্বল হয়ে পড়ে, কখনো একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ মহাপাপ দুই ধরনের হয় এবং এর প্রতিক্রিয়াও হয় দুই ধরনের।

কিছু কাবীরাহ খুব ভয়াবহ এবং এর প্রতিক্রিয়াও ধ্বংসাত্বক। এসব পাপের প্রভাবে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। ফলে অনেক নেক আমল করেও আখেরাতে ক্ষমার কোনো উপায় থাকে না। যারা এসব পাপ করে তারা আর মুঅমিন থাকে না বরং মুনাফিক হয়ে যায়।
আর কিছু কাবীরাহর প্রভাবে ঈমান দুর্বল ও রোগ্ন হয়ে যায় তবে একেবারে নষ্ট হয় না। তাই আখেরাতে আল্লাহর করুণা ও ক্ষমার আশা থেকে যায়। যারা এসব পাপ করে তারাও আর মুঅমিন থাকে না বরং ফাসিক হয়ে যায়। বর্নিত হচ্ছে..

**وعن أبي ذر قال أتيت النبي** صلى الله عليه وسلم **وهو نائمٌ عليه ثوبٌ أبيض ثم أتيته فإذا هو نائمٌ ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبدٍ قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثًا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر.**

আবুযার রাঃ বলেন একদা আমি রাসূল সাঃর কাছে এলাম। তিনি তখন সাদা কাপড় মুড়িয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। একটু পর আমি আবার এলাম। তিনি তখনো ঘুমিয়ে। কিছুক্ষন পর আবার এলাম। তিনি তখন জেগে উঠেছেন। আমি কাছে বসলাম। তিনি বললেন: যেব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে (তাওহীদে বিশ্বাস করবে) এবং মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর অবিচল থাকবে সে জান্নাতে যাবে।
আমি বললাম যিনা করলেও, চুরি করলেও.? তিনি বললেন: যিনা করলেও, চুরি করলেও।
আমি বললাম যিনা করলেও, চুরি করলেও.? তিনি বললেন: যিনা করলেও, চুরি করলেও।
আমি বললাম যিনা করলেও, চুরি করলেও.? তিনি বললেন: যিনা করলেও, চুরি করলেও।
কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন: আবুযারের নাকে ধুলা পড়লেও। আবুযার রাঃ বেরিয়ে গেলেম। তিনি বলতে ছিলেন: আবুযারের নাকে ধুলা পড়লেও..। (বুখারী: ৫৫১৩, ১১৮০, ৬০৭৮ মুসলিম: ৯৪, তিরমিযী: ২৬৪৪)
বুঝা গেল কারো ঈমান সঠিক হলে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অবিচল থাকলে পাপি হলেও সে জান্নাতে যাবে।

**প্রতিক্রিয়াঃ ৩.** আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মহাপাপ দুই ধরনের হয় এবং আমাদের ঈমানের উপর এর প্রতিক্রিয়াও দুই ধরনের হয়ে থাকে। কিছু পাপ ঈমানকে দুর্বল ও রোগ্ন করে দেয় আর কিছু পাপ ঈমানকে একেবারে বিনষ্ট করে দেয়।
ঈমান বিনষ্টকারী কোনো পাপে জড়িয়ে পড়লে কেউ আর মুঅমিন থাকে না বরং কাফির, মুশরিক বা মুরতাদ হয়ে যায়। তবে মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের কারনে তাকে কাফির না বলে মুনাফিক বলা হয়।
কিন্তু ঈমানশূন্য হয়ে যাবার ফলে তার ইবাদত বন্দেগী নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত তার জন্য হারাম হয়ে যায়। কারণঃ ঈমানশূন্য কোনো ব্যক্তি আখেরাতে সামান্যতম রহমত বা মাগফিরাতও পাবে না, এরা হয়ে যাবে ক্ষমার অযোগ্য, চির জাহান্নামী।
আসলে আখেরাতে নাজাতের একমাত্র উপায় হচ্ছে ঈমান। আর ঈমান নষ্ট হয়ে যাবার ফলে এদের নাজাতের আর কোনো উপায়ই বাকি থাকবে না। এদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

**وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)**

..কেউ ঈমান আনা সত্ত্বেও কুফর করলে তার সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায় আর আখেরাতে সে (চির তরে) ক্ষতিগ্রস্থ (চির জাহান্নামী) হয়ে যায়। (৫ মা-ইদাহঃ ৫)

**وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65)**

তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তি নবীদের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, "শিরক করলে তোমার সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে" তখন তুমি (চির তরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৩৯ যুমারঃ ৬৫)

**ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88)**

ইহাই আল্লাহর হেদায়াত, তিনি তার বান্দাদের থাকে যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। শিরক করলে তাদের সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে। (৬ আনয়ামঃ ৮৮)

**নাওয়াক্বিদু-ল-ঈমানঃ** যেসব পাপ করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এগুলোকে বলা হয় "নাওয়াকিদু-ল-ঈমান" (ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ।) নাওয়াক্বিদু-ল-ঈমানের মূল বিষয়ঃ কুফর ও শিরক। অর্থাৎ কোনো মুসলিম যখন নিজেকে (আধুনিক বা সনাতন) কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে ফেলে তখনি তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়।

আর ঈমান বিনষ্টকারী এসব কুফর শিরকের অপর নাম নিফাক বা মুনাফাকী। যে মুসলিম এমন কোনো কাজ করল সে মুনাফিক হয়ে গেল। মুনাফিক ব্যক্তি যেহেতু ঈমানশূন্য হয়ে যায় তাই তার সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবার হয়ে যায়। ফলে আখেরাতে সে কিছুই পাবে না।
ইতিমধ্যে আমরা কুফর, শিরক ও নিফাক সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আসলে এ তিনটিই ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। এর যেকোনোটিতে জড়িয়ে পড়লেই ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। বিষয়টিকে আরো সহজ ভাবে বোঝানোর জন্য সমাজে প্রচলিত কিছু নাওয়াক্বিদ্ব (ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়) উল্লেখ করা হল।

## অনুচ্ছেদঃ ১৭. আনুগত্য ও অনুকরণ

মুঅমিনের জন্য আনুগত্য ও অনুকরণ খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুঅমিন হতে হলে অবশ্যই সঠিক নীতি মেনে সঠিক ব্যক্তির আনুগত্য করতে হবে এবং অবৈধ আনুগত্যের নামে বিভ্রান্তির সকল পথ পরিহার করতে হবে। সাথে সাথে সঠিক নীতি মেনে সঠিক দর্শন, সঠিক বিধান, সঠিক ব্যক্তি ও সঠিক সমাজের অনুকরণ করতে হবে এবং সকল প্রকার অবৈধ অনুকরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

নিম্নে আনুগত্য ও অনুকরণের সংক্ষিপ্ত বিধান তুলে ধরা হল;
ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন আদর্শ, জীবন বিধান।
মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন, তথা ব্যক্তি থেকে বিশ্ব পর্যন্ত সবকিছু পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিমালা ও মূলসূত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে ইসলামী শারীয়া'হ। মানব সমাজের জন্য শারীয়া'হ নির্ধারিত বিষয় সমূহের অন্যতম হচ্ছে আনুগত্য ও অনুকরণ।

**আনুগত্য ও অনুকরণ পরিচিতিঃ** কারো আদেশ নিষেধ মেনে চলার নাম আনুগত্য। আর কারো বাতানো বা শিখানো পদ্ধতি মেনে কাজ করার নাম অনুকরণ।
আনুগত্যের আরবী শব্দ ইত্বায়া'হ। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় এতায়াত। আর অনুকরণের আরবী শব্দ ইত্তিবা'। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় ইত্তেবা।

**আনুগত্যের বিধানঃ**
ইসলামে আনুগত্যের তিনটি স্তর রয়েছে। যথাঃ
- আল্লাহর আনুগত্য।
- রাসূলের আনুগত্য।
- কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি বর্গের আনুগত্য। ইরশাদ হচ্ছে...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

মুঅমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর (কারণঃ এটাই আনুগত্যের মূল) আর আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের কর্তাব্যক্তিদের। তোমরা যদি আল্লাহ ও আখেরাতের ব্যাপারে ইমানদার হয়ে থাকো তবে অমিমাংসিত যাবতীয় বিষয় নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের (শারীয়া'হ আইনের) কাছে ছুটে যাও। (কারণ শারীয়া'হ আইন-ই ন্যায় সাম্য ও ইনসাফপূর্ণ আইন এবং আল্লাহর অনুমোদনকৃত একমাত্র আইন।) ( ৪ নিসাঃ ৫৯)

**আল্লাহর আনুগত্যঃ** আয়াতে তিন জনের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। আনুগত্য করতে হবে আল্লাহর, আনুগত্য করতে হবে রাসূলের, আনুগত্য করতে হবে কর্তাব্যক্তিদের। তবে এ তিন জনের আনুগত্যের মান সমান নয়।
আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন। যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব। ইরশাদ হচ্ছে...

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16)

তোমরা সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে। (আল্লাহর কথা) শোনবে এবং আনুগত্য করবে। আর (আল্লাহর পথে) খরচ করবে (এতে কার্পন্য করবে না।) তোমাদের জন্য এটাই উত্তম। কারনঃ মনের কার্পন্য থেকে যাদের বাঁচিয়ে রাখ হয় তারাই সফল। (৬৪ তাগা'বুনঃ ১৬)

**পর্যালোচনাঃ** আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, সীমাহীন এবং প্রশ্নাতিত। আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে আনন্দ চিত্তে, শুধু-ই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করলে বা আল্লাহর আনুগত্যে অসন্তুষ্ট হলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে ইবাদাত বন্দেগী সব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে।

**রাসূলের আনুগত্যঃ** রাসূলের আনুগত্য হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে, আল্লাহর আদেশে। রাসুলের আনুগত্য করতে আল্লাহ্ অনুমোদন দিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন। তাই রাসূলের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য হিসেবেই দেখা হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ**

আমি রাসূল পাঠাই যেন আল্লাহর অনুমোদনে তাদের আনুগত্য করা হয়।... (৪ নিসাঃ ৬৪)

**পর্যালোচনাঃ** আল্লাহ্ আমাদের মালিক। আমরা আল্লাহর দাস। তাই আনুগত্য হবে শুধু-ই আল্লাহর। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য ততোটুকু-ই করতে হবে; যতোটুকু করতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য করতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন তাই আমরা রাসূলের আনুগত্য করব। কারণ রাসূল কখনো এমন কিছু বলেন না; যাতে আল্লাহর অনুমোদন নেই। মহান আল্লাহ্ বলেছেন..

**وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى**

সে (রাসূল) মনগড়া কিছু বলে না। (আল্লাহর কালাম হিসেবে সে যা বলছে) এটাই ওহী, (এসব) ওহী-ই (তার কাছে) পাঠানো হয়। (৫৩ নাজমঃ ৩-৪)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

**مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80)**

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে (মূলত) আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর কেউ (রাসূলের আনুগত্য) বিমুখ হলে (মনে রাখবে) তাদের রক্ষক হিসেবে তোমাকে পাঠানো হয়নি। (আল্লাহর আযাব থেকে তুমি তাদের বাঁচাতে পারবে না এবং এটা তোমার দায়িত্বও নয়।) (৪ নিসাঃ ৮০)

**কর্তা ব্যক্তির আনুগত্যঃ** কর্তা ব্যক্তি নেতা হোক বা শাসক, আলীম-উলামা, পীর বা ইমাম, অফিসার বা নিয়োগ দাতা, পিতা, স্বামী, বড় ভাই, উস্তাদ বা অন্য কেউ।

উনাদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে। আল্লাহর বিধান ও রাসূল সাঃর আদর্শের বাইরে গিয়ে অন্যকারো আনুগত্য বৈধ নয়। বর্ণিত হচ্ছে..

**عن عليّ** رضي الله عنه **أن النبي** صلى الله عليه وسلم **بعث جيشاً وأمَّر عليهم رجلًا فأوقد ناراً وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكروا للنبي** صلى الله عليه وسلم **فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف** (رواه البخاري.)

আলী রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ একদা এক ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। (ইসলামে আমীরের আনুগত্য করা আবশ্যক এবং সামরিক বাহিনীর নিয়ম মত আমীরের আনুগত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূল সাঃর সাহাবাদের মাঝে এ নিয়ম খুবই মানা হত। অভিযানের এক পর্যায়ে) আমীর (সাহেব) আগুন জ্বালালেন এবং লোকজনকে বললেনঃ আগুনে ঝাপ দাও। (আমীরের আনুগত্য আবশ্যক ভেবে) কেউ কেউ আগুনে ঝাপ দিতে মনস্থ করলেন। তবে অনেকেই বললেনঃ (ইসলাম গ্রহণ করে) "আমরা আগুন থেকে পালিয়েছি" (এখন আমীরের কথা মেনে আগুনে ঝাপ দেব না। তাদের কথা শোনে অন্যরাও বিরত হলেন। মদীনায় ফিরে এসে) উনারা রাসূল সাঃকে ঘটনা খুলে বললেন। (আমীরের আনুগত্য করে) যারা আগুনে ঝাপ দিতে চেয়ে ছিলেন; তাদের লক্ষ্য করে রাসূল সাঃ বললেনঃ "এরা ঝাপ দিলে কিয়ামত পর্যন্ত আর বের হতে পারত না"। তারপর বললেনঃ "পাপ কাজে আনুগত্য নেই, আনুগত্য হবে শুধু নেক কাজে" (অন্য বর্ণনা মতে তিনি বলেছেনঃ "সৃষ্টি কর্তার অবাধ্য হয়ে কারো আনুগত্য করা যাবে না"। শব্দগত সামান্য পরিবর্তনসহ বুখারীসহ অনেক কিতাবে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।)

**পর্যালোচনাঃ** একটি সুন্দর সমাজের মূল ভিত্তি সামাজিক শৃংখলা। আর সামাজিক শৃংখলার মূলশক্তি ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ পূর্ণ আইন এবং আইনের শাসন। আর আইনের শাসনের মূলে রয়েছে আনুগত্য।

ইসলাম মানুষকে সমাজবদ্ধ থাকার আদেশ দিয়েছে এবং ন্যায় সাম্য ও ইনসাফপূর্ণ আইন দিয়েছে। যে আইনের মূল প্রবক্তা স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বু-ল-আ'লামীন। যে আইন বাস্তবায়নের জন্য যুগে যুগে পাঠানো হয়েছে কত নবী ও রাসূল। ইসলামের সামাজিক বিধান মতে মানব সমাজের সার্বিক নেতা হলেন নবী রাসূলগণ। তাই তো সকল নবীই মানুষকে আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে..

**كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108)**

নূহের জাতি রাসূলদের (আনুগত্য মেনে নিতে) অস্বীকার করল। যখন তাদের ভাই নূহ বললঃ তোমরা কি তাকওয়া অর্জন করবে না? আমি তোমাদের বিশ্বস্থ রাসূল। আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর এবং আমার আনুগত্য কর। (২৬ শুয়া'রাঃ ১০৫-১০৮) *(আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলে)*

এভাবে সূরাহ শুয়া'রার ১১০ এ নূহ আঃ, ১২৬ ও ১৩১ এ হূদ আঃ, ১৪৪ ও ১৫০ এ স্বালিহ আঃ, ১৬৩ এ লূত্ব আঃ এবং ১৭৯ শুয়া'ইব আঃ নিজ নিজ জাতিকে আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছেন।

**অনুকরণের বিধানঃ** "কোনো কাজ করতে গিয়ে কারো বাতানো বা শিখানো পদ্ধতি হুবহু মেনে নেয়ার বা মেনে চলার নাম অনুকরণ"। মহান আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাতের জন্য। আর ইবাদাতের পদ্ধতি শিখাতে দিয়েছেন কিতাব, পাঠিয়েছেন রাসূল।

আল্লাহর কিতাবে যে পথ বাতানো হয়েছে এবং রাসূল সাঃ যে পথে চলেছেন; আমাদেরকে সে পথেই চলতে হবে। আল্লাহর কিতাবে ইবাদাতের যে পদ্ধতি বাতানো হয়েছে এবং রাসূল সাঃ যে পদ্ধতিতে ইবাদাত করেছেন আমাদেরকেও সে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এটাই অনুকরণ। এমন অনুকরণ করতে পারলেই আমরা সফল হতে পারব, ইন শা-আল্লাহ। নতুবা বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে।

মানুষ সাধারণত ৪টি বিষয়ের অনুকরণ করে থাকে। যথা..

- ❖ আদর্শের অনুকরণ,
- ❖ কিতাব বা বিধানের অনুকরণ,
- ❖ ব্যক্তির অনুকরণ,
- ❖ সমাজের অনুকরণ।

সকল অনুকরণের ক্ষেত্রেই আমাদেরকে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ..

- ➢ আল্লাহ্ যে আদর্শের অনুকরণ করতে বলবেন আমরা শুধু ওই আদর্শের অনুকরণ করব।
- ➢ আল্লাহ্ যে কিতাব বা বিধানের অনুকরণ করতে বলবেন আমরা শুধু এরই অনুকরণ করব,
- ➢ আল্লাহ্ যে ব্যক্তির অনুকরণের কথা বলবেন আমরা শুধু তারই অনুকরণ করব,
- ➢ আল্লাহ্ যে সমাজের অনুকরণ করতে বলবেন আমরা শুধু তারই অনুকরণ করব।

আসুন! এবার জেনে নেই; আল্লাহ্ কোন বিষয়ে কিসের অনুকরণ করতে বলেছেন।

**আদর্শের অনুকরণঃ** আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ হচ্ছে তাওহীদ তথা একত্ববাদী আদর্শ, শিরকমুক্ত আদর্শ। যে আদর্শ বিশ্ব হতিহাসে ইবরাহিমী আদর্শ হিসেবে খ্যাত। জীবনের আদর্শ হিসেবে আমরা শুধু-ই ইবরাহিমী আদর্শের অনুকরণ করব। কারণঃ মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে হানীফ পদ্ধতিতে শুধু এ আদর্শের-ই অনুকরণ করতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125)**

তার চেয়ে উত্তম দ্বীনদার (আদর্শবান) আর কে হতে পারবে? যে ব্যক্তি..

- ➢ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করল,
- ➢ ইহসান (সুন্দর ইবাদাত ও সুন্দর কাজ) করল
- ➢ আর হানীফ পদ্ধতিতে ইবরাহীমী আদর্শের অনুকরণ করল? (কারণ ইবরাহীম আঃ ছিলেন উত্তম আদর্শের অধিকারী। তাই) আল্লাহ ইবরাহীমকে খালীল বানিয়েছেন। (৪ নিসাঃ ১২৫)

**হানীফ পদ্ধতিঃ** আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য সকল আদর্শ মতবাদ ও নীতিমালা বিসর্জন দিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে একমাত্র আদর্শ হিসেবে ইসলাম মেনে চলার নাম হানীফ পদ্ধতিতে ইসলাম মেনে চলা।

**ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)**

(হে নবী!) অতঃপর আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি (এবং এ ওহীর মাধ্যমে তোমাকেও আদেশ দিচ্ছি) তুমিও "হানীফ" পদ্ধতিতে ইবরাহীমের আদর্শ অনুকরণ করবে আর (শোনো!) সে মুশরিকদের দলভুক্ত ছিল না। (১৬ নাহ'লঃ ১২৩)

**مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67)**

ইবরাহীম ইয়াহুদ ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না। তবে সে ছিল হানীফ মুসলিম। সে মুশরিক ছিল না। (আ-ল ই'মরানঃ ৬৭)

**পর্যালোচনাঃ** সকল প্রকার শিরক বর্জন করে তাওহীদের উপর অবিচল থাকাই ইবরাহীম আঃর আদর্শ। আদর্শ গত ভাবে আমরা শুধু এ আদর্শেরই অনুকরণ করব। কারণঃ একত্ববাদের আদর্শই সঠিক আদর্শ। এটাই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র আদর্শ। একত্ববাদী এ আদর্শের নাম ইসলাম। অন্য সকল আদর্শ ও মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে একনিষ্ট ভাবে ইসলাম মেনে চলতে হয়, এটাই নবী রাসূলগণের নীতি ও আদর্শ। সকল নবী ও রাসূল (আঃ) একই আদর্শ মেনে চলেছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ সাঃও এ আদর্শের আনুসারী ছিলেন। তিনি এক-ই আদর্শের দাওয়াত দিয়েছেন এবং এ আদর্শকে-ই বৈশ্বিক আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ইবরাহিমী আদর্শের অনুসারী হিসেবে আমাদেরকেও রাসূল সাঃর অনুকরণ করতে হবে। এমন হতে পারলেই আমরা আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হব, মহান আল্লাহ্ আমাদের ভালোবাসবেন। ইরশাদ হচ্ছে..

**قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (31)**

বলঃ তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাইলে আমার (মুহাম্মাদ সাঃর) অনুকরণ কর; আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৩১)

**হুঁশিয়ারিঃ** একত্ববাদী আদর্শের নাম ইসলাম। আমাদেরকে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে শুধু-ই ইসলাম মেনে চলতে হবে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শের অনুকরণ করা যাবে না। কারণঃ ইসলামের বিপরীতে যত আদর্শ রয়েছে সব মানব রচিত, সব মনগড়া। এসবের মূল ভিত্তি কুফর ও শিরক। এসব আদর্শের অনুকরণ করলে আমরা ব্যর্থ হয়ে যাব, আমাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে...

**وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)**

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীনের (আদর্শ, নীতিমালা, বিধান, মতবাদের) সন্ধান করল তার (ইবাদাত বন্দেগী) কিছুই কবুল করা হবে না। আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৮৫)

**কিতাব ও বিধানের অনুকরণঃ** আমাদের অনুকরণীয় কিতাব হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ব কিতাব আল-কুরআন। বিধান সম্বলিত এ কিতাব ওহীর মাধ্যমে রাসূল সাঃর কাছে পাঠানো হয়েছে। এবং মহান আল্লাহ্ তায়া'লা আমাদের আদেশ দিয়েছেনঃ বাস্তব জীবনে আমরা যেন এ কিতাব ও এর বিধান মেনে চলি। সুতরাং অনুকরণীয় কিতাব হিসেবে আমরা আল-কুরআনেকে এবং অনুকরণীয় বিধান হিসেবে এ কিতাবের বিধানকেই মেনে চলব।
আল-কুরআনের বাস্তব নমুনা হচ্ছেন রাসূল সাঃ। তাই জীবনে সফল হতে হলে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল সাঃর সুন্নাহ অনুকরণের কোনো বিকল্প নেই। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (2)**

প্রভূ থেকে আগত ওহীর অনুকরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সকল কাজ সম্পর্কে অবগত। (৩৩ আহযাবঃ ২)

**হুঁশিয়ারিঃ** আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে অন্য কোনো কিতাবের অনুকরণ করা যাবে না। আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কোনো বিধানের অনুকরণ করা যাবে না। করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)**

বিচার ও শাসন কর আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব ও বিধান মতে। তাদের আহওয়া (মনগড়া নীতিমালা, বিধিবিধান, তরিকাসহ কোনোকিছুর) অনুকরণ কর না। (যারা এসব বানায় এবং যারা মেনে নেয়) তাদের বর্জন কর। যেন আল্লাহর বিধান থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। তারা (আল্লাহর বিধান থেকে) বিরত হলে জেনে রাখবে! পাপের কারণে আল্লাহ তাদের সাজা দিতে চাচ্ছেন (আর মনে রাখবে) অধিকাংশ মানুষই পাপিষ্ঠ। (৫ মাইদাহঃ ৪৯)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াত থেকে যা বুঝলাম..

- বিচার ও শাসন করতে হবে আল্লাহ্ নাযিল কৃত বিধান মেনে
- কারো মনগড়া বিধান মানা যাবে না
- যারা মনগড়া আইন বা বিধান বানায় তাদের বর্জন করতে হবে
- তাদের বর্জন না করলে তারা আল্লাহর কোনো বিধান থেকে আমাদের বিচ্যুত করে ফেলবে
- যারা আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ্ তাদের সাজা দেন
- অধিকাংশ মানুষই পাপিষ্ঠ।

**ব্যক্তির অনুকরণঃ** কোনো ব্যক্তির বাতানো পথে চলা বা তার বাতানো পদ্ধতিতে কাজ করার নাম ওই ব্যক্তির অনুকরণ। আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া অন্য কারো অনুকরণ করা যাবে না। জীবনের আদর্শ হিসেবে আমরা শুধু ওই ব্যক্তির অনুকরণ করব যার অনুকরণ করতে আল্লাহ্ আদেশ করবেন।
আমাদের জীবনের আদর্শ হিসেবে এবং আল্লাহর দাসত্বের বাস্তব পদ্ধতি শিখানোর জন্য পাঠানো হয়েছে রাসূল। সুতরাং জীবনের আদর্শ হিসেবে আমরা শুধু রাসূল সাঃর অনুকরণ করব। ইরশাদ হচ্ছে..

**قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31)**

(হে নবী! মানুষকে) বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাইলে আমার অনুকরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন, তোমাদের পাপসমূহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৩১)

**হুঁশিয়ারিঃ** যে যুগে যে রাসূলকে পাঠানো হয় সেই যুগের মানুষের জন্য তিনিই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র আদর্শ। রাসূলের বিপরীতে অন্য কারো অনুকরণ করা যাবে না। করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

**يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26)**

হে দাউদ! আমি যমীনে তোমাকে খালীফাহ বানিয়েছি। সুতরাং মানুষের মাঝে বিচার ও শাসন কর সঠিক বিধান মেনে। আর (শোন!) মানব রচিত মনগড়া কোনো কিছুর অনুকরণ কর না। এতে তুমি আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আর যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাদের তরে কঠিন আযাব। কারণঃ তারা বিচার দিন ভূলে থাকে। (৩৮ স্বোয়াদঃ ২৬)

**وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)**

(হে মুহাম্মাদ!) তুমি (এবং তোমার উম্মত) মানুষের মাঝে "হুকম" (বিচার, শাসন, আদেশ ও আইন তৈরি) করবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতে। মানুষের আহওয়া (মনগড়া) কোনোকিছুর অনুকরণ করবে না। বরং (যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া আইন, বিধান, নীতিমালা, মতবাদ, তরিকা, মসলক, মিনহাজ, ইত্যাদি বানায় এবং যারা মেনে নেয়) তাদের বর্জন করবে, যেন আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো বিধান থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। আর জেনে রাখো! (কেবল তারাই আল্লাহর বিধান থেকে বিরত থাকে) যাদেরকে সাজা দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন তাদেরই কৃত পাপের কারণে। (আর মনে রাখবে) অধিকাংশ মানুষই পাপিষ্ঠ। (প্রতি হাজারে মাত্র একজন মানুষ জান্নাতী হবে আর ৯৯৯জন হবে জাহান্নামী। বুখারীঃ তাফসীর অধ্যায়)

**হুকম পরিচিতিঃ** হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটা-ই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটা-ই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্বীন বা আহকামু-শ-শারীয়া'হ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়া'হ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বলা হয় বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসনব্যবস্থা)

**সমাজের অনুকরণ =** ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম আমাদেরকে সুন্দর একটি সমাজ ব্যবস্থা বা সমাজনীতি দিয়েছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ নিজ হাতে গড়ে তুলে ছিলেন একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ। যে সমাজের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত সদস্য ছিলেন সাহাবাগণ। সুতরাং সমাজ পরিচালনায় এবং সামাজিক বিষয়াদিতে রাসূল সাঃর সাহাবাগণ আমাদের অনুকরণীয়। সমাজ পরিচালনায় আমরা সাহাবাদের অনুকরণ করব।

এমনকি রাসূল সাঃর কাজের বা কথার কোনো ব্যাখ্যা যদি সাহাবাদের থেকে পাওয়া যায় তবে এ ব্যাখ্যাকে আমরা অন্যসব ব্যাখ্যা থেকে বেশী গুরুত্ব দেব। আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন..

**فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(137)**

(হে রাসূলের সাহাবাগণ) তোমরা যে ভাবে ঈমান এনেছ, সে ভাবে ঈমান আনলে তারাও হিদায়াত পাবে। আর কেউ (তোমাদের অনুকরণ) বিমুখ হলে (মনে করবে) তারা (দ্বীনের) বিরোধিতায় রত। তবে (এজন্য ভেব না) তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রুতা, মহাজ্ঞানী। (২ বাক্বারাহঃ ১৩৭)

**জ্ঞাতব্যঃ** রাসূল সাঃর যুগ ছিল ইসলামের স্বর্ন যুগ। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের জন্য এটা-ই ছিল আদর্শ যুগ। এ যুগের মুসলিমগণ তথা রাসূল সাঃর সাহাবাগণ হচ্ছেন ঈমানের বাস্তব নমুনা। তারা যে ভাবে ঈমান এনে ছিলেন, যেভাবে ইসলাম মেনে ছিলেন এবং উনাদের বাস্তব জীবনে যে ভাবে ইসলামী বিধান্মেনে চলেছেন; আমাদেরকে এভাবে-ই মানতে হবে। এটা-ই হেদায়াতের একমাত্র পথ। উক্ত আয়াতে একথাই বলা হয়েছে। এক হাদীছে রাসূল সাঃ বলেছেন..

**روى البخاري (2652) ومسلم (2533) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ**

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ সর্ব উৎকৃষ্ট মানুষ হচ্ছে আমার যুগের (মানুষ।) তারপর যারা তাদের সঙ্গ পাবে, তারপর যারা তাদের সঙ্গ পাবে।

তারপরে এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটবে যারা সাক্ষ্যের আগে শপথ করবে, শপথের আগে সাক্ষ্য দেবে। (অর্থাৎ তারপরে মানুষের নৈতিক ও আদর্শিক বিচ্যুতি ঘটবে। তাদের সাক্ষি ও শপথের যথাযথ মূল্য থাকবে না। তারা অধিক পরিমাণে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে এবং মিথ্যা শপথ করবে) (বুখারীঃ ২৬৫২, মুসলিমঃ ২৫৩৩)

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল আমাদের অনেক মানুষ দল, মসলক ও মিনহাজের নামে নতুন নতুন আক্বীদাহর তৈরি করে সাহাবাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন। আমাদের সমাজে যারা স্বঘোষিতভাবে ইসলামের ঠিকাদার বনে বসে আছেন উনাদের কাজ কর্মের অনেক কিছুই সাহাবাদের সাথে মিলে না। তারপরও উনারা নিজেদেরকে হক্কানী, ওলি আউলিয়ার পথ, সহীহ আকিদাহ, ইত্যাদি বলে অপপ্রচার করে থাকেন।

**সারকথাঃ**

- কারো আদেশ নিষেধ মেনে চলার নাম আনুগত্য।
- আনুগত্যের মূল অধিকারী হলেন আল্লাহ্ তায়া'লা।
- আল্লাহর আনুগত্যের মূল বিষয় দাসত্ব। এ আনুগত্যের কোনো শর্ত নেই, সীমা নেই।
- আল্লাহর পরে আনুগত্য হবে রাসূলের।
- রাসূল আল্লাহ্ দূত। তাই রাসূলের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য হিসেবেই দেখা হবে।
- আল্লাহ্ ও রাসূল ছাড়া অন্যদের আনুগত্য হবে সীমিত পরিসরে শর্ত সাপেক্ষে।
- আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শের বিপরীতে অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না।
- মানুষ সাধারণত ৪টি বিষয়ের অনুকরণ করে থাকে। যথাঃ দর্শন বা আদর্শের অনুকরণ
- ব্যক্তির অনুকরণ, আইন বিধান বা গ্রন্থের অনুকরণ, সমাজের অনুকরণ।
- দর্শন বা আদর্শ হিসেবে আমাদের অনুকরণীয় একমাত্র আদর্শ হলো ইসলাম, যার মূলভিত্তি তাওহীদ, যা ইবরাহিমী আদর্শ হিসেবে খ্যাত।
- ব্যক্তি হিসেবে আমাদের অনুকরণীয় একমাত্র ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ সাঃ

- আইন, বিধান বা গ্রন্থ হিসেবে আমাদের অনুকরণীয় গ্রন্থ হল আল-কুরআন
- সমাজ হিসেবে আমাদের অনুকরণীয় সমাজ হচ্ছে সাহাবাদের সমাজ।

## অনুচ্ছেদঃ ১৮. দুনিয়ার উপর দ্বীনকে প্রাধান্য দেয়া

মুঅমিনের অন্যতম আরো একটি বৈশিষ্ট হল দুনিয়ার উপর দ্বীনকে প্রাধান্য দেয়া। মুঅমিন হতে হলে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকলে হলে অবশ্যই দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। যারা অন্যতা করবে তথা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেবে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

**فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (39)**

যে ব্যক্তি (আল্লাহ রাসূলের) অবাধ্য হবে, দুনিয়ার জীবনকে (আখেরাতের উপর) প্রাধান্য দেবে, তার ঠিকানা জাহান্নাম। (৭৯ নাযিয়াতঃ ৩৭-৩৯) (দ্বীনের উপর বা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া বিভ্রান্তির অন্যতম কারন)

**بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (17) إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ (19)**

বস্তুত তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো, অথচ আখেরাতই উত্তম ও চিরস্থায়ী। নিশ্চয় এসব (কথা লিখা রয়েছে) আগেকার কিতাব সমূহে, (বিশেষ করে) ইবরাহীম ও মূসার কিতাবে (তথা ছোট বড় সকল কিতাবে। ৮৭ আ'লাঃ ১৬-১৯)

**ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107)**

এর কারণ তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে বেশী ভালোবাসে (আর যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে বেশী ভালোবাসে তারা কাফির হয়ে যায়।) আল্লাহ কাফিরদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে হেদায়াত হতে না চায়) (১৬ নাহ'লঃ ১০৭)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** আমাদের সমাজে অনেকেই দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে বেশী ভালোবাসেন। দুনিয়ার স্বার্থ এবং আখেরাতের স্বার্থ একত্রিত হলে তারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আসলে এমন করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যারা এমন করে তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেয়া হয়। ফলে তারা সৎপথ খোঁজে পায় না।

## অনুচ্ছেদঃ ১৯. মনগড়া নীতিমালা বিধিবিধান ও তরিকা থেকে বিরত থাকা

মুঅমিন হতে হলে মানব রচিত ও মনগড়া সকল মত ও পথ পরিত্যাগ করতে হবে। এবং মুঅমিন হয়ে থাকতে হলে এসব পরিহার করে চলতে হবে। আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানব রচিত বা মনগড়া কোনো মত, কোনো পথ, কোনো তরিকা গ্রহণ করা যাবে না। করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

**أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23)**

**পটভূমিঃ** মানুষ বাস্তব জীবনে যার প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলে তিনিই খোদা। আল্লাহই একমাত্র খোদা। আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলব। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলে। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

ওই ব্যক্তিকে দেখেছঃ যে তার "হাওয়াকে" (মনগড়া নীতিকে /মানবরচিত বিধানকে /মন মানসিকতাকে) খোদা বানিয়ে নিয়েছে। (আর এমন জঘন্য পাপের কারণে) আল্লাহ জ্ঞাতসারেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তার কানে ও মনে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, চুখে এটে দিয়েছেন পর্দা। (অর্থাৎ সে চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। সুতরাং) আল্লাহ্ ছাড়া আর কে আছে, যে তাকে হেদায়াত করবে? তোমরা কি (এটা) মেনে নেবে না? (৪৫ জাছিয়াহঃ ২৩)

মানব রচিত বা মনগড়া নীতি আদর্শ ও বিধান সবচেয়ে বেশী মানা হয় বিচার ও শাসনের ক্ষেত্রে। আজকাল ২/১টি দেশ বাদে বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশেই মানা হচ্ছে মানব রচিত ও মনগড়া বিধান। অথচ মহান আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন..

**وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)**

..যে বা যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মেনে বিচার ও শাসন করে না তারা কাফির। (মাইদাহঃ ৪৪)

দাউদ আঃ ক্ষমতা গ্রহণের পর আল্লাহ্ তায়া'লা বললেন..

**يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26)**

হে দাউদ! আমি যমীনে তোমাকে খালীফাহ (আমার প্রতিনিধিত্বশীল শাসক) বানিয়েছি। সুতরাং তুমি মানুষের মাঝে বিচার ও শাসন করবে (আমার দেওয়া) সঠিক বিধান মেনে, "হাওয়া" (মানব রচিত ও মনগড়া কোনো বিধান) মেনে নিও না। এতে তুমি আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আর যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাদের তরে কঠিন আযাব। কারণ তারা বিচার দিন (আখেরাতের প্রতিদানের কথা) ভুলে যায়। (৩৮ স্বোয়াদঃ ২৬)

রাসূল সাঃকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তায়া'লা আদেশ দিচ্ছেন..

**وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم**

بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)

(হে নবী! আমিই তোমাকে ক্ষমতা দিয়েছে। তাই) তুমি বিচার ও শাসন করবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতে। তাদের আহওয়া (মনগড়া নীতিমালা, বিধিবিধান, তরিকাসহ কোনোকিছু)র অনুকরণ করবে না। (যারা এসব বানায় এবং যারা মেনে নেয়) তাদের বর্জন করবে। যেন আল্লাহর বিধান থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। তারা (আল্লাহর বিধান থেকে) বিরত হলে জেনে রাখো! পাপের কারণে আল্লাহ তাদের সাজা দিতে চাচ্ছেন (আর মনে রাখবে) অধিকাংশ মানুষই পাপিষ্ঠ। (৫ মাইদাহঃ ৪৯) (প্রতি হাজারে মাত্র একজন মানুষ জান্নাতী হবে আর ৯৯৯ জন হবে জাহান্নামী। বুখারীঃ তাফসীর অধ্যায়)

**জ্ঞাতব্যঃ** এ আয়াতে ৫টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যথা..

- বিচার ও শাসন কর আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মেনে
- মানুষের মনগড়া কোনো আইন বা বিধান মানা যাবে না
- যারা মনগড়া বিধান বানায় আর যারা এসব মেনে চলে তাদের বর্জন কর, নতুবা আল্লাহর বিধান থেকে তোমাদের বিচ্যুত করে ফেলবে
- কেউ এসব বিধান না মানলে মনে করবে পাপের কারণে আল্লাহ্ তাদের সাজা দিতে চাচ্ছেন
- অধিকাংশ মানুষই পাপিষ্ঠ।

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** আল্লাহর বিধান মত বিচার বা শাসন না করা অথবা মানব রচিত বা মনগড়া কোনো বিধান মেনে নেয়া কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ।

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106)

তোমার রাব্ব থেকে ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে তুমি এর অনুকরণ কর। (কারণঃ আনুগত্য ও অনুকরণের একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন "ইলাহ ও রাব্ব"। ইলাহের অনুমোদন ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য বা অনুকরণ বৈধ নয়। আর আল্লাহই তোমাদের একমাত্র রাব্ব, একমাত্র ইলাহ) তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। (তাই আল্লাহ্ থেকে আগত ওহীর অনুকরণ কর) আর মুশরিকদের উপেক্ষা কর। (আনয়া'মঃ ১০৬)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** অনুকরণ হবে শুধুই আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর। এ ছাড়া বাকি সব উপেক্ষিত। এটাই প্রতিষ্ঠিত বিধান। আল্লাহর ওহীর বিপরীতে অন্য কারো আনুগত্য বা অনুকরণ শিরকের অন্তর্গত।

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)

তারা বলে "আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি, আমরা তাদের অনুগত"। তথাপিও তাদের কিছু মানুষ অন্যপথে ফিরে যায়। আসলে এরা মুঅমিন নয়, বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন সুন্নাহর) প্রতি আহ্বান করা হলে এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর (কুরআনের কোনো আয়াত বা হাদীছে) ব্যক্তিগত ফায়দা হলে অনুগত হয়ে ছুটে আসে। (এরা কেন এমন করছে?) তবে কি এদের অন্তরে বিমার, না এরা সন্দিহান, নাকি আল্লাহ ও রাসূল থেকে অবিচারের আশংকা করছে? আসলে এরাই অবিচারী (বিচার ও শাসন থেকে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে এরা মহা অবিচার করেছে। আর যার অন্তরে ঈমান আছে সে এমন করতে পারে না। কারণ) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (শারীয়া'হ আইনের) প্রতি আহ্বান করা হলে মুঅমিনদের কথা হবে একটাইঃ শোনলাম আর মেনে নিলাম। যারা এমন করে (শুধু তারাই মুঅমিন) এবং তারাই সফল। (২৪ নূরঃ ৪৭-৫১)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** মুঅমিন হতে হলে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে অবিচল থাকতে হয় এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলতে হয়। জীবনের কিছু বিষয়ে ইসলাম আর কিছু বিষয়ে অন্যতা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজের অনেক মানুষ ইবাদাতের বেলায় আল্লাহর বিধান মেনে নিলেও বিচার ও শাসনের বেলায় মেনে চলে অন্য বিধান। উক্ত আয়াতে এদের কথাই বলা হয়েছে। এরা আসলে মুঅমিন নয়, মুনাফিক।

**সাবধানঃ** আল্লাহর দেয়া নীতি, আদর্শ, আইন বা বিধানের বিপরীতে মানব রচিত বা মনগড়া কোনোকিছু মেনে নিলে কুফর হয়। কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। তাই সাবধান! বন্ধুরা সাবধান!!

আপনাদের বুঝার সুবিধার্থে নীচে নমুনা স্বরূপ কিছু ইসলামী বিষয় এবং এর বিপরীত মানব রচিত বিষয় তুলে ধরা হল..

| ক্রমিক | বিষয় | ইসলামী | মানব রচিত |
|---|---|---|---|
| ১ | রাজনৈতিক দর্শন | খিলাফাহ<br>যার মূল লক্ষ্য আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম করা | গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ইত্যাদি<br>যার মূল লক্ষ্য জনগণের সার্বভৌমত্ব কায়েম করা |
| ২ | সামাজিক আদর্শ | ইসলামী শারীয়া'হ<br>যার আইনের উৎস আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ | স্যাকুলারিজম /সমাজতন্ত্র<br>যার মূল উৎস মানুষের মনগড়া আইন |
| ৩ | অর্থনীতি | শারীয়া'হ ভিত্তিক অর্থনীতি | পুঁজিবাদ |
| ৪ | শিক্ষানীতি | ওহী ভিত্তিক শিক্ষানীতি | বস্তুবাদী শিক্ষানীতি |
| ৫ | বিচার ও শাসন | **আল-কুরআনের মূলনীতি, বিধান ও আইন** | মানব রচিত নীতিমালা, বিধান ও আইন |
| ৬ | জাতীয় দিবস, বিশেষ গুরুত্বপূর্ন স্থান ও কাল | আল্লাহর বিধান ও রাসূল সাঃর সুন্নাহ অনুকরণে | মানব রচিত ও পশ্চিমা সংস্কৃতি অনুকরণে |
| ৭ | সংস্কার ও সংস্কৃতি | ইসলামী শারীয়া'হ অনুকরণে | মানব রচিত ও মনগড়া রীতিনীতি মেনে |
| ৮ | সামাজিক আচার অনুষ্ঠান | ইসলামী শারীয়াহর আওতাধীন থেকে | বাপদাতার রীতিনীতির অনুকরণ করে |
| ৯ | ইবাদত বন্দেগী | আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাঃর সুন্নাহ | বাপদাতার অনুকরণ ও সমাজে চলমান রীতিনীতি |

## অনুচ্ছেদঃ ২০. ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখা

মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতা তথা ইনসাফ ও আদালত বজায় রাখা, সবাইকে তাদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার দেওয়া এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে ইহা প্রতিষ্ঠা করা। ইরশাদ হচ্ছে..

**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)**

আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেন আ'দল (ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ) ইহসান (সুন্দর কাজ, সুন্দর ইবাদাত, সুন্দর ব্যবহার, সুন্দর কথা) এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন থেকে। তিনি তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা এটা মেনে চলো। (এ আয়াতটি ইসলামী সমাজনীতির মূলউৎস।) (১৬ নাহলঃ ৯০)

**আইন ও বিধানঃ**

- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আ'দল তথা ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখা এবং সমাজে আদল প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর আদেশ, তাই ইহা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ দায়িত্ব। মুঅমিন হতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে, এতে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে কেউ মুঅমিন হতে পারবে না।
- ইহসান তথা উত্তম কাজ, উত্তম ইবাদাত ও উত্তম ব্যবহার একজন মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইহসানের পরিচয় দেয়া মুঅমিনের অন্যতম গুণ।
- আত্মীয়স্বজনকে তাদের অধিকার দিতে হবে,
- সকল প্রকার অশ্লীলতা, অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত থাকতে হবে।
- এসবই একজন মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট এবং ফরজ দায়িত্ব।

**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)**

নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেনঃ প্রতিটি আমানতগুলো তার প্রাপকের কাছে পৌছে দাও (সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দাও) আর মানুষের মাঝে হুকম (বিচার, শাসন, আইন, আদেশ) করলে এ হুকম যেন আ'দল (ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ) মত হয়। আল্লাহ্ যে আদেশ দিচ্ছেন এটা কতইনা কল্যাণকর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (৪ নিসাঃ ৫৮)

**জ্ঞাতব্যঃ** এ আয়াতের মর্ম অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। শারীয়া'হর প্রায় সবকিছুই এর আওতায় এসে যায়। তাই ইমাম কুরতুবী এ আয়াতকে "উম্মুহাতু-ল-আহকাম" (বিধানের জননী বা বিধানের মূলনীতি) বলে অভিহিত করেছেন।

**قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29)**

(হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ আমার প্রভু আদেশ দিচ্ছেন ন্যায় ও সাম্যের। আর তোমরা প্রত্যেক সালাতে নিজেদের মুখ (কিবলার দিকে) স্থির রাখবে। তোমরা আল্লাহকে ডাকবে ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে, শুধুই তাঁর জন্য। তিনি তোমাদেরকে যে ভাবে প্রথম সৃষ্টি করেছেন সে ভাবে-ই তোমরা পুনরায় উত্থিত হবে। (৭ সূরাহ আ'রাফঃ ২৯)

**জ্ঞাতব্যঃ** আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেন ন্যায় ও সাম্যের। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। তাই এটা আমাদের ঈমানের দাবী এবং আল্লাহর ইবাদাতেরই অংশ। আল্লাহর ইবাদাত করতে হয় সঠিক দ্বীন মেনে, ভেজালমুক্ত থেকে, শুধুই আল্লাহর জন্য। ভেজালযুক্ত কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়।

**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)**

(হে মুসলিম জাতি!) আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেনঃ তোমরা প্রতিটি আমানত তার প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেবে, (তথা সবাইকে ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেবে) আর মানুষের মাঝে যখন বিচার ও শাসন করবে তখন অবশ্যই আ'দল (ন্যায় সাম্য ইনসাফ) করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে খুবই কল্যাণকর আদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (৪ নিসাঃ ৫৮)

**জ্ঞাতব্যঃ** এ আয়াতের মর্ম অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। শারীয়া'হর প্রায় সবকিছুই এর আওতায় এসে যায়। তাই মুফাসসীরগণ এ আয়াতকে "উম্মুহাতু-ল-আহকাম" (বিধানের জননী বা বিধানের মূলনীতি) বলে অভিহিত করেছেন। (কুরতুবী)

**আইন ও বিধানঃ** আ'দল করা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

**সাম্য ও ইনসাফের কিছু উপমাঃ** মহান আল্লাহ আমাদেরকে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফের আদেশ দিয়েছেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। বাবা-মা তার সন্তানদের মাঝে, ভাই ও বোন তার ভাইবোনদের মাঝে, স্বামী তার স্ত্রীদের মাঝে, নেতা জনতার মাঝে, ইমাম সাহেব তার মুসল্লিদের মাঝে, শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের মাঝে, বিচারক ও আইনজীবিগণ বাদি-বিবাদির মাঝে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে হবে। অন্যতায় জুলম হবে, পাপ হবে এবং বিচার দিনে এজন্য মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

**উপমাঃ ১. সন্তানদের মাঝে ইনসাফঃ** আপন সন্তানদের মাঝেও ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে হয়। তাদের মাঝে সমতা ও ইনসাফ বজায় না রাখলে জুলম হয়ে যাবে, আর প্রতিটি জুলম-ই পাপ। কিন্তু আমাদের সমাজের অনেকেই বিষয়টি বুঝেন না। অনেক বাবা-মাকে দেখা যায় এক সন্তানকে অন্য সন্তানের উপর প্রাধান্য দিচ্ছেন এবং একজনকে অতি গুরুত্ব দিয়ে অন্যদের উপর অবিচার করছেন। যেমন..

- অনেক মা খাবারের বেলায় এক সন্তানকে অতি গুরুত্ব দিয়ে অন্যদেরকে অহবেলা করে থাকেন।
- অনেক বাবা পোশাক আশাকের ব্যাপারে একজনকে দামী দামী পোশাক কিনে দিয়ে অন্যদেরকে অবহেলা করে থাকেন।
- অনেক বাবা-মা এক সন্তানকে অধিক সম্পদ দিয়ে অন্যদের উপর অবিচার করেন।

অথচ হাদীছে উল্লেখ আছে..

**لحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير أن أباه أعطاه غلاما فقالت أمه :لا أرضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهب بشير**

بن سعد إلى النبي ﷺوأخبره بما فعل فقال أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان فقال لا، فقال الرسول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

নু'মান বিন বাশীর রা.র বাবা একদা নু'মানকে একটি দাস দান করলেন। কিন্তু নু'মান রা.র মা (তার স্বামীর এ কাজটিকে ভাল চুখে দেখলেন না। তিনি) বললেনঃ রাসূল সা. সত্যায়ন করার আগ পর্যন্ত আমি বিষয়টি মেনে নিতে পারব না। (নু'মান রা.র বাবা) বাশীর বিন সাঈদ রা. তখন রাসূল সা.র কাছে গেলেন এবং সব খুলে বললেন। রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি নু'মানকে যা দিয়েছো তোমার অন্য সন্তানদেরকেও কী তা দিয়েছো? তিনি বললেনঃ না..। তখন রাসূল সা. বললেনঃ (হে মানুষ!) আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর এবং নিজ নিজ সন্তানদের মাঝে আ'দল (ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ) বজায় রাখো! (বুখারী ও মুসলিম)

**উপমাঃ ২. স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফঃ** কোনো পুরুষ একাধিক বিয়ে করলে স্ত্রীদের মাঝেও ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে হবে। স্ত্রীদের থাকার ঘর, খাবারের মান, পোশাকের মান, প্রসাধনী, তথা জীবনমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে হবে। যে ব্যক্তি এমন করতে পারবে না তাকে এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৩)

এ ভাবে নেতা তার জনতার মাঝে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে হবে এবং আইনের চোখে সবাইকে সমান করে দেখতে হবে। অন্যতায় জুলম (অন্যায়, অবিচার, অধিকার হরণ) হবে। আর জুলম সর্বদাই নিন্দনীয় ও ঘৃনিত পাপ। ইরশাদ হচ্ছে..

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (42)

(তখন বলা হবে) আজ তোমাদের কেউ কারো কোনো উপকার করতে পারবে না, ক্ষতিও করতে পারবে না। (দুনিয়ার জীবনে) যারা জুলম (শিরক, পাপাচার, অধিকার হরণ) করে (আখেরাতে) আমরা তাদেরকে বলবঃ জাহান্নামের আযাব আস্বাদন কর যা তোমরা অস্বীকার করতে। (৩৪ সাবাঃ ৪২)

## অনুচ্ছেদঃ ২১. সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেওয়া

আমাদের ফরজ দায়িত্ব সমূহের অন্যতম আরো একটি হল সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেওয়া।

**অধিকার পরিচিতিঃ** অধিকার বাংলা শব্দ। অধিকারের আরবী প্রতি শব্দ "হাক্ক্ব, বহুবচনে হুক্কুক"। উর্দু ফার্সিতে বলা হয় "হক, বহুবচনে হুকুক"। আর ইংরেজীতে বলা হয় "রাইট, বহুবচনে রাইটস"।

**মৌলিক অধিকারঃ** স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সকলেরই কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে। এ অধিকার আল্লাহ প্রদত্ব, স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত। সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে হয়। কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা যে কাউকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অবিচার ও অন্যায়, এতে পাপ হয়।

**মানুষের মৌলিক অধিকারঃ** প্রতিটি মানুষের জন্মগত কিছু অধিকার আছে। মানুষের অধিকার রয়েছে অন্য মানুষের উপর, সরকারের উপর, সমাজের উপর। এমনকি মহান আল্লাহ সদয় হয়ে স্বয়ং আল্লাহর উপরও মানুষকে কিছু অধিকার দিয়েছেন। এসবই মানুষের মৌলিক অধিকার।

প্রতিটি মানুষের উপরই সরকার বা সমাজেরও কিছু অধিকার রয়েছে। অধিকার রয়েছে কুরআনের, রাসূলের এবং আল্লাহ তায়া'লার। এসকল অধিকার আল্লাহ প্রদত্ব। মহান আল্লাহ যাকে যে অধিকার দিয়েছেন এটা-ই তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার। ন্যায়সঙ্গত অধিকার সকলের প্রাপ্য। সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে হবে। এটা-ই ইসলামের বিধান।

**অধিকার বঞ্চিত করাঃ** কাউকে অধিকার বঞ্চিত করা অন্যায় ও জুলম তথা মহাপাপ। জুলমের পরিণতি ভয়াবহ। একটি জুলম হাজারো পাপের জন্ম দেয়। একটি সমাজ ও জাতি ধ্বংসের জন্য জুলম-ই যথেষ্ট। আল্লাহ জুলুম সহ্য করেন না।

**ইসলাম ও অধিকারঃ** ইসলাম সবাইকে এবং সবকিছুকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে আদেশ দিয়েছে এবং জুলুম ও জুলুমের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করেছে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26)

আত্মীয়স্বজনকে তাদের অধিকার দাও। অধিকার দাও অসহায়, পথিক (তথা সবাইকে) এবং এতে সামান্যতম হেরফের করো না। (১৭ ইসরাঃ ২৬)

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবু-জুহা'ইফাহ ওয়াহাব বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেনঃ রাসূল সাঃ (মদিনাতে আসার পর মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। সেই সুবাদে) সালমান ফারসী ও আবু-দারদাকে ভাই বানিয়ে ছিলেন। একদা সালমান আবু-দারদার

সাক্ষাতে এসে আবু-দারদার স্ত্রীকে জীর্ন পোষাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনার একি অবস্থা? স্ত্রী বললেনঃ তোমার ভাই আবু-দারদা দুনিয়া বিমুখ। (সে তেমন রোজী রোজগার করে না।) আবু-দারদা (বাইরে ছিলেন) ঘরে এসে ভাইয়ের জন্য খাবার তৈরি করে বললেনঃ আপনি খান, আমি আজ রোজা রেখেছি।
সালমান বললেনঃ তুমি না খেলে আমি খাব না। আবু-দারদা (নফল রোজা ভেঙ্গে ভাইয়ের সাথে) খাবার খেলেন। রাতে আবু-দারদা (তাহাজ্জুদ) নামাযে দাড়াতে গেলেন।
সালমান বললেনঃ "ঘুমিয়ে পড়ো"।
আবু-দারদা ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার দাঁড়াতে চাইলেন।
সালমান বললেনঃ "ঘুমিয়ে পড়ো"। রাতের শেষ প্রহরে সালমান বললেনঃ এবার উঠো! দুই ভাই একসাথে (তাহাজ্জুদ) আদায় করলেন। নামায শেষে সালমান বললেনঃ তোমার উপর অবশ্যই আল্লাহর অধিকার আছে। অধিকার আছে তোমার শরীরের, অধিকার আছে তোমার পরিবারের। সুতরাং "সবাইকে নিজ নিজ অধিকার দাও"।
আবু-দারদা রাসূল সাঃর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূল সা. বললেনঃ সালমান ঠিক বলেছে।
(বুখারীঃ রোজা অধ্যায়)

**অধিকার না দেওয়ার পরিণতিঃ** কাউকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার না দেওয়া জুলম। আর জুলমের পরিণতি বড়ই ভয়াবহ। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42)

(সরকার, সমাজ ও আদালত) শুধু তাদের বিরুদ্ধেই (আইনগত) ব্যবস্থা নিবে যারা মানুষের উপর জুলম (কারো অধিকার হরণ) করে, অন্যায় ভাবে (ইসলামী সরকার ও সমাজের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ করে। (যারা এমন করে) তাদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪২ শূরাঃ ৪২)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168)

যারা কুফর করে এবং জুলম করে, আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করেন না, পরিচালিত করেন না সঠিক পথে।
(৪ নিসাঃ ১৬৮)

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13)

ইতোপূর্বে অনেক জাতিকে আমরা ধ্বংস করেছি, যখন তারা জুলমে লিপ্ত হয়েছে। তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়েই তাদের কাছে এসেছিল। কিন্তু তথাপিও তারা ঈমান আনেনি। পাপিষ্ঠদের প্রতিদান আমরা এভাবেই দিয়ে থাকি।
(১০ ইউনুসঃ ১৩)

সুতরাং আসুন! আমরা সকলের অধিকার সম্বন্ধে জানি। সবাইকে তার প্রাপ্য অধিকার দেই। জুলম থেকে বাঁচি। মহান আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে রক্ষা করি। হে আল্লাহ! আমাদের সহায় হও। আমাদের সাহায্য কর। আমীন।
(অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৫ম বই "অধিকার" দেখে নিন।)

## ৫ম অধ্যায়ঃ মুনাফিকের স্বভাব

মুনাফিক ব্যক্তি একই সাথে ইসলাম ও কুফর গ্রহণ করে। তাই তাদের জীবনটা হয়ে উঠে ইসলাম ও কুফরের স্বংমিশ্রণ। বাস্তব জীবনে তাদের কিছু ভালো গুণ থাকে, থাকে মন্দ স্বভাবও। মুনাফিকের অনেক মন্দ স্বভাব কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে এসব ঈমান বিনষ্টকারী ও বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এসব বদস্বভাব চিনে রাখা এবং এসব থেকে বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করেই আপনাদের সুবিধার্থে এসব মন্দ স্বভাবের কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

**স্বভাবঃ ১.** মুনাফিকরা মুসলিম সাজে, ঈমান জাহির করে কিন্তু অন্তর দিয়ে ঈমান আনে না। তাই আসলে তারা মুঅমিন নয়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8)

কিছু মানুষ এমন আছে যারা বলেঃ আমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনেছি কিন্তু আসলে এরা মুঅমিন নয়।
(২ বাক্বারাহঃ ৮)

**স্বভাবঃ ২.** মুনাফিকরা মুখে ঈমানের কথা বলে কিন্তু ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। তাদের অন্তর থাকে ঈমানশূন্য। তাদের ঈমান শুধু মুখে মুখে, অন্তরে নয়। তাই কিছু বাহ্যিক ইবাদাত বন্দেগী করতে পারলেও তারা মুঅমিন হতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে..

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)

বেদুইনরা বলে "আমরা ঈমান এনেছি"। বলে দাওঃ তোমরা ঈমান আননি। বরং বল "ইসলাম গ্রহণ করেছি"। কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর (সঠিকভাবে ঈমান আন। তাহলে) আল্লাহ তোমাদের আ'মাল বরবাদ করবেন না। (অন্যথায় সব বরবাদ হয়ে যাবে) আল্লাহ গাফূর, রাহীম। (৪৯ হুজরাতঃ ১৪)

**স্বভাবঃ ৩.** মুনাফিকরা নামায পড়ে, রোজা রাখে, হজ্ব করে, উমরাহ করে, যাকাত দেয়, কুরবানী করে। কিন্তু এসব তারা আল্লাহর জন্য করে না। তারা এসব করে লোক দেখানোর জন্য, খ্যাতির জন্য। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (142)

মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। তাদের এই ধোঁকার প্রতিফল তিনি অবশ্যই দেবেন। তারা নামাযে দাঁড়ায় অলসভাবে, লোক দেখানোর জন্য, আল্লাহর স্মরণ কমই করে। (৪ নিসাঃ ১৪২)

**স্বভাবঃ ৪.** মুনাফিকরা ইসলামকে ধর্ম হিসেবে সীমিত পরিসরে মেনে নিলেও জীবন আদর্শ হিসেবে মেনে নেয় না। তাই তারা দ্বীন আর সমাজকে আলাদা করে দেখে। তারা বলে ধর্ম আর সমাজ আলাদা বিষয়, ধর্ম আর রাষ্ট্র আলাদা বিষয়। ইরশাদ হচ্ছে..

أَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27)

যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ যা (সমাজ ও দ্বীন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক) একিভূত করণের নির্দেশ দিয়েছেন এটা বিচ্ছিন্ন করে (বলেঃ ধর্ম আর রাষ্ট্র আলাদা) আর যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত। (২ বাক্বারাহঃ ২৭)

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49)

তারা বলে "আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি, আমরা তাদের অনুগত"। তথাপিও কিছু মানুষ অন্যপথে ফিরে যায়। (কারণ) আসলে এরা মুঅমিন নয়, বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন সুন্নাহর) প্রতি আহ্বান করা হলে এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর (কুরআনের কোনো আয়াত বা হাদীছে) ব্যক্তিগত ফায়দা হলে অনুগত হয়ে ছুটে আসে। (২৪ আল-নূরঃ ৪৭-৪৯)

**স্বভাবঃ ৫.** মুনাফিকরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলে না। তারা জীবনের কিছু ব্যাপারে ইসলাম মেনে চলে আর কিছু ব্যাপারে অন্য বিধান। ইরশাদ হচ্ছে..

انَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا(150) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)

যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়, যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করে এবং বলেঃ কিছু মানি আর কিছু মানি না এবং ঈমান ও কুফরের মাঝে নতুন পথ বানাতে চায়। এরাই আসল কাফির। এসব কাফিরদের তরে (জাহান্নামে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪ নিসাঃ ১৫০, ১৫১)

**স্বভাবঃ ৬.** মুনাফিকরা কথায় পটু, অতি চালাক ও ধূর্ত স্বভাবের হয়। কখনো কথার মারপ্যাঁচে আর কখনো সরলতার ভান করে তারা অতি সহজে মানুষকে খুশী করতে পারে। (দলীল সামনে আসছে)

**স্বভাবঃ ৭.** মুনাফিকরা চরম হিংসুটে হয়। হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা মানুষের ফসল নষ্ট করে, জীব জন্তুর ক্ষতি করে। (দলীল সামনে আসছে)

**স্বভাবঃ ৮.** মুনাফিকরা অহংকারি হয়। পাপ করেও তারা দম্ভ করে। আর তাওবাহ ও সংশোধনীর আহ্বানকে তারা অপমান মনে করে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)

পটভূমিঃ উবাই বিন শারীক মদীনার এক ধূর্ত লোক। বাহ্যত মুসলিম হলেও তার সখ্যতা ছিল কাফিরদের সাথে। সাহাবাদের কাছে সে আখনাস নামে পরিচিত ছিল। আখনাস অর্থ পলায়নকারী। বদর যুদ্ধে বানী-যুহরার ৩০০লোক নিয়ে পালিয়ে ছিল বিধায় তাকে আখনাস বলা হত। আখনাস ছিল খুব মিষ্টভাষী, কথায় পটু। সাহাবাগণ যুদ্ধ জয় করে ফিরে এলে সে নিজের অপরাধ স্বীকার করে তাওবাহ করল এবং বললঃ আমার অন্তরের খবর আল্লাহ জানেন, আমি সত্য বলছি। *(রাসূল সাঃ তাকে তাকওয়ার উপদেশ দিলেন। বাহ্যত তাওবাহ করলেও ভিতরে ভিতরে অপমান বোধ করে মুসলিমদের প্রতি তার হিংসা ও জ্বালা আরো বেড়ে গেল। কিছু করতে না পেরে)* হিংসার জ্বালায় মুসলমানদের কয়েকটি গাধাকে মেরে ফেলল এবং কিছু ফসলী জমি নষ্ট করল। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলঃ (কুরতুবী)

দুনিয়ায় এমন লোকও আছে যে কথা দিয়ে তোমাকে মুগ্ধ করে ফেলবে, অন্তরের ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষি বানাবে কিন্তু সে আসলে চরম ঝগড়াটে। আর ফিরে গিয়ে যমীনে ফাসাদ করে, নষ্ট করে ফসল ও নসল (বংশ।) আল্লাহ ফাসাদ

পছন্দ করেন না। তাকওয়ার কথা বলা হলে পাপিষ্ঠের ইজ্জতে লাগে। (যে ব্যক্তি এমন হয়ে যাবে) তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, নিকৃষ্টতম আবাস। (২ বাকারাহঃ ২০৪-২০৬)

**স্বভাবঃ ৯.** মুনাফিকরা নীতিভ্রষ্ট, আদর্শহীন ও স্বার্থপর হয়। তারা নীতি আদর্শের ধার ধারে না। পার্থিব স্বার্থটাই তাদের কাছে বড় মনে হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)

লোকজন বলে আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি, আমরা তাদের অনুগত। তথাপিও কিছু মানুষ (ইসলাম ছেড়ে) অন্য পথে ফিরে যায়। আসলে এরা মুঅমিন নয়। (কারণ) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন সুন্নাহর) প্রতি আহ্বান করা হলে এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর (কুরআনের কোনো আয়াতে বা কোনো হাদীছে) ব্যক্তিগত ফায়দা হলে (এটা মানতে) অনুগত হয়ে ছুটে আসে। (এরা কেন এমন করছে? কি মনে কর?) এদের অন্তর রোগাক্রান্ত? না এরা সন্দিহান, না আল্লাহ ও রাসূল থেকে অবিচারের আশংকা করছে? আসলে এরাই অবিচারী (বিচার ও শাসন থেকে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে এরা মহা অবিচার করেছে। কারণ যার অন্তরে ঈমান আছে সে এমন করতেই পারে না) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ রাসূলের (শারীয়া'হ আইনের) প্রতি আহ্বান করা হলে মুঅমিনদের কথা হবে একটাইঃ শোনলাম আর মেনে নিলাম। যারা এমন করে তারাই সফল। (২৪ নূরঃ ৪৭-৫১)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** মুঅমিন হতে হলে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে অবিচল থাকতে হয় এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলতে হয়। জীবনের কিছু বিষয়ে ইসলাম আর কিছু বিষয়ে অন্যথা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজের অনেক মানুষ ইবাদাতের বেলায় আল্লাহর বিধান মেনে নিলেও বিচার ও শাসনের বেলায় মেনে চলে অন্য বিধান। উক্ত আয়াতে এদের কথাই বলা হয়েছে। এরা আসলে মুঅমিন নয়, মুনাফিক।

**স্বভাবঃ ১০.** মুনাফিকরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তারা অবৈধ ভাবে এবং অবৈধ পন্থায় নিজের স্বার্থ হাসিল করতে চায়, এমনকি অবৈধ স্বার্থ হাসিল করতে প্রয়োজন হলে ত্বাগূতের শরণাপন্ন হতেও তারা দ্বিধা করে না। ইরশাদ হচ্ছে..

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60)

**পটভূমিঃ** মদীনাতে বিশর নামী এক লোক ছিল। লোকটি বাহ্যত মুসলিম ছিল। কিন্তু তার কাছে জাগতিক স্বার্থটাই বড় ছিল। বিশর অন্যায়ভাবে এক ইয়াহুদীর জমি দখল করে নেয়। ইয়াহুদ বিচারের জন্য রাসূল সাঃর কাছে আসতে চাইল। *(রাসূল সাঃ মদীনার নেতা। তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় আলাদা বিচার বিভাগ ছিল না। সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতাগণই বিচার করতেন)* আর বিশর যেতে চাইল ইয়াহুদ নেতা কা'য়াব বিন আশরাফের কাছে। *(কারণ তাকে ঘুষ দিয়ে নিজের পক্ষে রায় নেওয়া সহজ হবে)* কিন্তু ইয়াহুদ রাজি হল না। শেষ পর্যন্ত মামলাটি মুহাম্মাদ সাঃর আদালতে উঠলো। শোনানির পর রাসূল সাঃ ইয়াহুদের পক্ষে রায় দিলেন।

কিন্তু বিশর এতে সন্তুষ্ট হল না। সে আবুবকর রাঃর কাছে গিয়ে পুনর বিচার দাবী করল। তিনিও ইয়াহুদের পক্ষে রায় দিলেন। বিশর এতেও সন্তুষ্ট হল না। সে উমর রাঃর কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থী হল। ইয়াহুদ বললঃ আমরা রাসূল ও আবুবকরের কাছে গিয়ে ছিলাম। তারা আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন। উমর রাঃ বিশরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ লোকটি কি ঠিক বলছে? বিশর বললঃ জি। উমর বললেনঃ অপেক্ষা কর। তিনি তলোয়ার এনে বিশরের জীবনলিলা সাঙ্গ করে দিলেন এবং ঘোষণা করলেনঃ যে ব্যক্তি রাসূলের বিচারে খুশী নয় এটাই তার উপযুক্ত বিচার। জীবরাঈল আঃ এসে বললেনঃ উমর কার্যকর ভাবে হক আর বাতিলকে আলাদা করে দিয়েছে। তখন থেকে তিনি ফারুক *(হক আর বাতিল আলাদাকারী)* উপাধিতে ভূষিত হলেন। *(কুরতুবী, হাদীছটি দ্বাইফ। দ্বাইফ হাদীছ আক্বীদাহ বা বিধানের ক্ষেত্রে দলীল হয় না। তবে ইতিহাস বা ঘটনা বর্ণনায় তেমন সমস্যা নাই)* নাযিল হলঃ

তাদের দেখনি? যারা মনে করে তারা তোমার প্রতি এবং ইতোপূর্বে নাযিল কৃত কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে। আর বিচার নিয়ে যেতে চায় ত্বাগূতর কাছে? অথচ তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করতে। শয়তান তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে বিভ্রান্ত করে দিতে চায়। (৪ নিসাঃ ৬০)

**জ্ঞাতব্যঃ** ত্বাগূত এর মূল শব্দ ত্বুগ'ইয়ান অর্থ অবাধ্যতা। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও অশুভ শক্তিকে ত্বাগূত বলে। সবচেয়ে বড় ত্বাগূত শয়তান। বিভ্রান্তির মাধ্যম হিসেবে মূর্তিকেও ত্বাগূত বলা হয়।

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** ত্বাগূতকে মেনে নেওয়া কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। ত্বাগূতকে মেনে নিলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। স্বেচ্ছায় বা সন্তুষ্ট চিত্তে ত্বাগূতর কাছে বিচার প্রার্থী হওয়াও কুফর।

**স্বভাবঃ ১১.** মুনাফিকরা কুফর শিরক ও ইসলাম একসাথে গ্রহণ করে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106)

তাদের অনেকেই আল্লাহর উপর ঈমান আনে কিন্তু তথাপিও মুশরিক হয়ে যায় /মুশরিক থেকে যায়। (১২ ইউসুফঃ ১০৬)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** অনেক মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনে কিন্তু তথাপিও আল্লাহর জাতি সত্বায়, উলুহিয়্যাতে, রুবুবিয়্যাতে তথা আল্লাহর কর্তৃত্বে প্রভুত্বে বা সার্বভৌমত্বে অথবা আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে শিরক করে। যারা এমন করে তারা মুশরিক হয়ে যায় বা মুশরিক থেকে যায়।

জ্ঞাতব্যঃ শিরক তাওহীদের পরিপন্থী। শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। শুধু শিরকই নয়, কুফর, নিফাকসহ ঈমান বিনষ্টকারী অনেক পাপ আছে। নিজের ঈমান বাঁচাতে এবং আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে এসব পাপ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে..

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)

যে ব্যক্তি ঈমানের পর কুফর করল (সে কাফির হয়ে গেল) তবে (কুফর করতে) বাধ্য করা হলে এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকলে (কাফির হবে না।) যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কুফর করবে তার উপর আল্লাহর গযব, তার তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (১৬ নাহ'লঃ ১০৬)

**পর্যালোচনাঃ** উপরের দুইটি আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছেঃ অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণের পরও কুফর করে, শিরক করে। যারা বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচাতে এসব কাজ করে ফেলে তাদের ব্যাপারটি ভিন্ন। কিন্তু যারা স্বেচ্ছায় কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়ে তারা মুনাফিক হয়ে যায়। তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।

**স্বভাবঃ ১২.** মুনাফিকরা ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে নতুন পথ তৈরি করে। ইরশাদ হচ্ছে...

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)

যারা আল্লাহ রাসূলের অবাধ্য হয়, যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করে এবং বলেঃ কিছু মানি আর কিছু মানি না। যারা ঈমান ও কুফরের মধ্য দিয়ে নতুন পথ বানাতে চায়। এরা হলো আসল কাফির। আর কাফিরদের তরে তৈরি করেছি (জাহান্নামে) লাঞ্ছনাদায়ক আযাব। (নিসাঃ ১৫০-১৫১)

**ঈমান ও আক্বীদাহঃ** মুঅমিন হতে হলে পরিপূর্ণ ভাবে ইসলাম মেনে চলতে হয়। জীবনের কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম আর কিছু ক্ষেত্রে অন্যথা করলে মুঅমিন হওয়া যায় না। ইসলামের সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত করে নতুন পথ তৈরী করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যারা এমন করে তারা মুনাফিক হয়ে যায়। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাজা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। *(দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)* মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। *(উল্লেখ্যঃ মুসলিম ও প্রকার মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক।)*

**স্বভাবঃ ১৩.** মুনাফিকরা ফাসাদ প্রিয় হয়। দুর্নীতি ও অনিয়মে হয় সেরা। তারা নিজের মন্দকে ভাল আর অন্যের ভালোকে মন্দভাবে উপস্থাপন করে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে...

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12)

যদি বলা হয় "যমীনে ফাসাদ কর না"। এরা বলেঃ আমরা সংশোধন করছি। আসলে এরা ফাসাদকারী (তথা পাপাচারকারী) কিন্তু (পাপাচার আর সংশোধন বুঝার মত) এতোটুকু অনুভুতিও এদের নেই। (২ বাকারাহঃ ১১-১২)

**স্বভাবঃ ১৪.** মুনাফিকরা নিজেকে খুব চালাক ও বুদ্ধিমান মনে করে। তারা গোপনে কাফিরদের সাথে সম্পর্ক রাখে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14)

মুঅমিনদের সাক্ষাতে এরা বলেঃ আমরা মুঅমিন। আর শয়তান (নেতা) দের সাথে গোপন সাক্ষাতে বলে "আমরা তোমাদের সঙ্গী" (ঈমানের কথা বলে) তাদের সাথে উপহাস করছি মাত্র। (২ বাকারাহঃ ১৪)

**স্বভাবঃ ১৫.** মুনাফিকরা মনে করেঃ মুঅমিনরা অন্ধ বিশ্বাসী, ধর্মান্ধ, ধর্ম দ্বারা প্রতারিত। ইরশাদ হচ্ছে..

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(49)

(বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে) মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা বললঃ ধর্ম এদের (মুসলিমদের) প্রতারিত করেছে (এরা ধর্মান্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন) যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে (তারা জেনে রাখুক) আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী। (৮ আনফালঃ ৪৯)

**স্বভাবঃ** ১৬. মুনাফিকরা ভোগবাদী ও জিহাদবিমুখ হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

**পটভূমিঃ** তাবুক যুদ্ধ ছিল রাসূল সাঃর জীবনের কঠিনতম যুদ্ধ। শত্রু ছিল বিশ্ব মোড়ল রোম। সফর ছিল অনেক দীর্ঘ। দুনিয়ার হিসেবে বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল একেবারেই ক্ষীণ। আবহাওয়া ছিল প্রতিকুল খুবই উত্যপ্ত। মদীনার একমাত্র ফসল খেজুর ঘরে তোলার সময়। তাই মুনাফিকরা এযুদ্ধ থেকে পিছিয়ে ছিল।
কিন্তু এ অভিযানে মুসলিম বাহিনীর অবিশ্বাস্য বিজয় সাধিত হল। সংখ্যায় কয়েক গুণ হওয়া সত্ত্বেও শত্রু বাহিনী যুদ্ধ না করেই পালিয়ে গেল। মুসলিম বাহিনীসহ রাসূল সাঃ বিজয় বেশে মদীনায় ফিরে এলেন। ফিরতি পথে যুদ্ধ বিমুখ মুনাফিকদের ব্যাপারে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। এসব আয়াতের একটি হল..

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43)

(রাসূল সাঃ তবুক যুদ্ধকে জনযুদ্ধ তথা নাফিরু আ'ম ঘোষণা করেছিলেন। তথাপিও অনেক মুনাফিক এ যুদ্ধে শরীক হয়নি। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে) সম্পদ হাতের নাগালে হলে, সফর দীর্ঘ না হলে (যুদ্ধে) তারা তোমার অনুকরণ করত। কিন্তু (৬২৬ কিঃ মিঃ) দীর্ঘ সফর তাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়েছে (তাই বের হয়নি। তুমি ফিরে যাবার পর) তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবেঃ সামর্থ থাকলে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে যেতাম। তারা নিজের সর্বনাশ করছে। আল্লাহ জানেন তারা মিথ্যুক।

(তবুক বিজয় করে ফিরে আসার পর লোকজন মিথ্যা কসম করে নানা অজুহাত দেখাতে লাগল। রাসূল সাঃও তাদের ক্ষমা করে দিলেন। এতে নাযিল হল) আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন। সত্য-মিথ্যা প্রমাণিত হবার আগে কেন তাদের ক্ষমা করে দিলে? (৯ তাওবাহঃ ৪২-৪৩)

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45)

যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে তারা জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ (করবে এটাই স্বাভাবিক। তারা কখনো জিহাদ) থেকে (অব্যাহতির) অনুমতি চাইতে পারে না। আল্লাহ মুত্তাক্বীদের ব্যাপারে অবগত। (জিহাদ থেকে অব্যাহতির) অনুমতি তারাই চায় যারা (প্রকৃত পক্ষে) আল্লাহ, আখেরাত (ইত্যাদি) বিষয়ে ঈমান রাখে না। তাদের অন্তরে সংশয় এবং তারা সংশয়ে ঘূর্ণায়মান। (জিহাদ থেকে দূরে থাকার জন্য বাহানা বানানো মুনাফিকী। এমন করলে মানুষ মুনাফিক হয়ে যায়।) (৯ তাওবাহঃ ৪৪-৪৫)

**জ্ঞাতব্যঃ** প্রতিটি দেশ জাতি ও সরকারেরই প্রতিরক্ষানীতি বা যুদ্ধনীতি থাকে। প্রতিরক্ষানীতি ছাড়া কোনো দেশ বা জাতি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়। দেশ জাতি ও সরকার গঠন এবং পরিচালনা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলাম তার জাতির জন্য যে প্রতিরক্ষানীতি ঠিক করে দিয়েছে ইহার নাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। দেশ জাতি ও সরকার গঠন, পরিচালনা, প্রতিরক্ষা, মানুষের অধিকার আদায়, সম্পদ ইজ্জত ও জীবন রক্ষা, ইত্যাদির জন্য যুদ্ধ করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ খুশী হয়ে অনেক ছাওয়াব দান করেন। ইহাকেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলা হয়।

**স্বভাবঃ ১৭.** সমাজে ফিতনাহ ফাসাদ ছড়িয়ে দেয়া, নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করে রাখা এবং ভীরুতা, কাপুরুষতা মুনাফিকদের অন্যতম বদ স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছে..

**لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (48)**

তোমাদের সঙ্গে বের হলে এরা নানা ঝামেলা সৃষ্টি করত, ফিতনাহ ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে ছুটাছুটি করত। তাদের কথা শুনার লোক তোমাদের মাঝে কম নয়। পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আল্লাহ অবগত। তারা আগেও (বদর, অহুদ, হুনাইনসহ অনেক যুদ্ধে) ফিৎনাহ করেছে, তোমার অনেক কিছু উলট পালট করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য এসেছে, আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়েছে যদিও তারা পছন্দ করেনি। (৯ তাওবাহঃ ৪৭-৪৮)

**স্বভাবঃ ১৮.** মুনাফিকরা নিজের সংশোধন চায় না। তবে সাধু সাজতে বড় পছন্দ করে। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49)**

**পটভূমিঃ** আরবের একটি প্রসিদ্ধ গুত্র বানী-সালামাহ। বানী-সালামহর নেতা ছিল জাদ্দ বিন ক্বাইস। জাদ্দ ছিল লম্পট স্বভাবের। অর্থ সম্পদ আর নেতৃত্বের প্রভাব খাটিয়ে সুন্দরী নারীদের নিয়ে অবৈধ ফুর্তি করা ছিল তার স্বভাব। জাদ্দ বাহ্যত মুসলিম হলেও নীতি আদর্শের তোয়াক্কা খুরাই করত। দ্বীন ইসলাম ও নীতি আদর্শের চেয়ে দুনিয়ার সার্থ, ফুর্তি ও বিলাসিতাটাই তার কাছে বড় ছিল। যুদ্ধ ও জিহাদের প্রতি সর্বদাই তার অনীহা ছিল।
তবুকে বাস করত বানী-আসফার। বানী-আসফারের মেয়েরা ছিল খুব রূপসী। তাদের সোন্দর্যের কথা আরবে খ্যাত ছিল। তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল সাঃ বললেনঃ জাদ্দ! বানী-আসফারের নারীদের দাসী বানাবে না? জাদ্দ বললঃ সবাই জানে নারীদের প্রতি আমি দুর্বল। বানী-আসফারের নারীদের দেখলে আমি নিজেকে সামলাতে পারব না। তাই আমাকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দিন, আমাকে ফিৎনায় ফেলবেন না। (দেখে নিনঃ কুরতুবী, জালালাইন) বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..
তাদের কেউ কেউ বলেঃ আমাকে অব্যাহতি দিন, আমাকে ফিৎনায় ফেলবেন না। জেনে রাখো! তারা ফিৎনায় নিমজ্জিত। কাফিরদের বেষ্টন করে আছে জাহান্নাম। (৯ তাওবাহঃ ৪৯)

**স্বভাবঃ ১৯.** মুনাফিকরা মুসলমানদের বিজয়ে ব্যথিত আর পরাজয়ে আনন্দিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

**إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50)**

তোমাদের কল্যাণে (বিজয়ে) তাদের খারাপ লাগে আর তোমাদের বিপদে (পরাজয়ে) বলেঃ আমরা আগেই (অবস্থা বুঝতে পেরে) সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলাম। (তোমাদের ক্ষয়ক্ষতির কথা শুনে) তারা খুশী হয়ে ফিরে যায়। (৯ তাওবাহঃ ৫০)

**স্বভাবঃ ২০.** মুনাফিকরা দুনিয়া প্রত্যাশী। তারা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাই সকল কাজেই দুনিয়ার স্বার্থটা আগে দেখে। দুনিয়া পেলে তারা খুশী হয় আর না পেলে দুঃখিত। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58)**

তাদের কেউ কেউ সাদাকাহ বন্টন নিয়ে তোমাকে তিরস্কার করে (বলে মুহাম্মাদ তার আত্মীয়স্বজনকে বেশী দেন আর আমাদের কম।) দিলে তারা খুশী হয় আর না দিলে বেজাড়। (৯ তাওবাহঃ ৫৮)

**স্বভাবঃ ২১.** মুনাফিকরা নীতিহীন আদর্শহীন হয়। স্বার্থের জন্য তারা নীতি আদর্শ সব বিসর্জন দিতে পারে। স্বার্থে আঘাত এলে তারা দেশ জাতি ও সমাজের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে প্রপাগান্ডায় করে। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61)**

কেউ কেউ নবীকে কষ্ট দেয়, বলেঃ লোকটি কান (এটা একটি প্রবাদ বাক্য। আরব সমাজে যে ব্যক্তি সব কথায় কান দেয় তাকে "কান" বলা হত। মুনাফিকরা বলতঃ রাসূল সাঃ "কান" তিনি সকলের কথা শুনেন, সব কথায় কান দেন) বলে দাওঃ তিনি "কান" হলেও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তিনি আল্লাহর উপর ঈমান রাখেন, মুঅমিনদের বিশ্বাস করেন। তিনি মুঅমিনদের জন্য রহমত। যারা রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। (৯ তাওবাহঃ ৬১)

**স্বভাবঃ ২২.** অকারনে কসম খাওয়া মুনাফিকদের অন্যতম বদ স্বভাব। নিজের মিথ্যা কথা বিশ্বাস করাতে এবং মানুষকে খুশী করতে তারা অকারণে কসম খায়। ইরশাদ হচ্ছে..

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62)

তোমাদের সন্তুষ্ট করতে তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহর নামে কসম করে। (তাদের মিথ্যা কসমে তোমরা খুশী হয়ে যেও না) তারা মুঅমিন হলে আল্লাহ ও রাসূলই তাদের উপর খুশী হতেন। (৯ তাওবাহঃ ৬২)

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (96)

তোমরা (মদীনায়) ফিরে যাবার পর তোমাদের আশ্বস্ত করতে তারা আল্লাহর নামে (মিথ্যা) কসম করবে, যেন তাদের মাফ করে দেও। তাদের উপেক্ষা কর। তারা অপবিত্র, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এটাই তাদের কর্মফল। তোমাদের সন্তুষ্ট করতে তারা কসম করে। তোমরা সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ পাপিষ্ঠদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। (৯ তাওবাহঃ ৯৫-৯৬)

**স্বভাবঃ** ২৩. মুনাফিকদের মুখে মিঠা অন্তরে বিষ। তারা নানা জনের সাথে নানা কথা বলে বেড়ায়। বাহ্যত সাধু সাজলেও তাদের অন্তর থাকে কলুষিত। তাই অন্তরের গোপন বিষয় প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে তারা আতঙ্কিত থাকে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64)

মুনাফিকরা আতঙ্কিত থাকেঃ যদি কোনো সূরাহ নাযিল হয়ে তাদের মনেরকথা ফাঁস করে দেয়। বলে দাওঃ তামাশা করতে থাকো। তোমরা যে আশঙ্কা করছ আল্লাহ এটা প্রকাশ করে দেবেন। (মুনাফিকদের ঈমান, ইসলাম, ইবাদাত, তামাশার মতই অর্থহীন। আখেরাতে এসব কোনোই কাজে আসবে না।) (৯ তাওবাহঃ ৬৪)

**স্বভাবঃ ২৪.** স্বভাবগতভাবে মুনাফিকরা কুচক্রী হয়। তারা চক্রান্ত করে, ষড়যন্ত্র করে। দ্বীন, দ্বীনি ব্যক্তিত্ব ও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস ও ঠাট্টা মশকারা করা মুনাফিকদের অন্যতম বদ স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66)

(তারা আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহর কালাম ও মুঅমিনদের সম্পর্কে কটু কথা বলে। আর) জিজ্ঞেস করলে বলে ঠাট্টা করেছি। বলঃ তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত (কিতাব, বিধান) ও রাসূল নিয়ে ঠাট্টা কর?
বাহানা বানিও না। ঈমানের পর তোমরা কুফর করেছ। তোমাদের কাউকে মাফ করা হলেও অন্যদের সাজা দেয়া হবে। কারণ তারা পাপিষ্ঠ। (৯ তাওবাহঃ ৬৫-৬৬)

**স্বভাবঃ ২৫.** ভালোকাজে বাঁধা দেওয়া এবং মন্দকাজে উৎসাহিত করা মুনাফিকদের আরেকটি স্বভাব। তারা নানাভাবে নানাছলে ভালোকাজে বাঁধার সৃষ্টি করে আর মন্দকাজে উৎসাহিত করে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে..

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68)

মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একে অপরের ওয়ালী। তারা মন্দ কাজের আদেশ করে, ভালো থেকে বিরত রাখে আর (ভালো কাজে) নিজের হাত সংকোচিত করে রাখে। তারা আল্লাহকে (আল্লাহর বিধান মেনে চলাকে) ভুলে থাকে তাই আল্লাহ তাদের (ক্ষমার ব্যাপার) ভুলে থাকবেন। মুনাফিকরা পাপিষ্ঠ। মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী আর কাফিরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট। তাদের প্রতি লা'নত। তাদের তরে চিরস্থায়ী আযাব। (৯ তাওবাহঃ ৬৭-৬৮)

**স্বভাবঃ ২৬.** ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকদের আরেকটি স্বভাব। তারা সহজেই ওয়াদা করে এবং সহজেই ভঙ্গ করে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (77)

তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেঃ আল্লাহ সম্পদ দিলে সাদাকাহ করব, ভাল হয়ে যাব। অথচ সম্পদ দেয়ার পর (যাকাত দিতে) কার্পন্য করে। (ওয়াদা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে আল্লাহ তাদের অন্তরে মুনাফিকীর ছাপ লাগিয়ে দেন যা সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত লেগে থাকবে। আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ আর মিথ্যা বলার এটাই সাজা। (৯ তাওবাহঃ ৭৫-৭৭)

**স্বভাবঃ ২৭.** মুনাফিকরা ধার্মিক সাজে কিন্তু বাস্তব জীবনে দ্বীন মেনে চলে না এবং দ্বীন কায়েমের কাজে অংশ গ্রহণ করে না। তারা জিহাদকে ঘৃণা করে। জিহাদ থেকে দূরে থাকে এবং জিহাদ থেকে বেঁচে থাকতে পারলে খুশী ও আনন্দিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82)

**পটভূমিঃ** তাবুক যুদ্ধকে জনযুদ্ধের গুরুত্ব দিয়ে সবার অংশ গ্রহণ আবশ্যক বলে অধ্যাদেশ জারি করে ছিলেন রাসূল সাঃ। তথাপিও কিছু লোক যুদ্ধ থেকে বিরত থেকে ছিল। তারা ভেবে ছিল এ যুদ্ধ বড় ঝুঁকিপূর্ণ। তাই যুদ্ধে না গিয়ে তারা মনে মনে খুশী ছিল। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

যারা রাসূলের কথা অমান্য করে বসে থেকেছে, যুদ্ধে না গিয়ে খুশী হয়েছে। যারা জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে পছন্দ করে না এবং (অন্যদের) বলেছেঃ এ গরমে বের হইও না। তাদের বলে দাওঃ জাহান্নামের আগুন অধিক গরম। যদি তারা বুঝত। (যুদ্ধে না গিয়ে) তারা যা অর্জন (মহাপাপ) করেছে এর পরিণতির কথা ভেবে তারা যেন কম কম হাঁসে আর বেশী বেশী কাঁদে। (তাওবাহঃ ৮১-৮২)

**স্বভাবঃ ২৮.** মুনাফিকরা দ্বীনি কাজে গাফিল ও উদাসীন থাকে। তারা দ্বীনি কাজে অনুপস্থিত থাকে আর ভবিষ্যতে করবে বলে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। ইরশাদ হচ্ছে..

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (83) وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)

(তাবুক যুদ্ধ থেকে) আল্লাহ তোমাকে ফিরিয়ে নেবার পর তাদের কিছু লোক (অন্য যুদ্ধে) বের হবার অনুমতি চাইবে। বলঃ তোমরা আমাদের সাথে বের হতে পারবে না, আমাদের দুশমনের সাথে যুদ্ধও করতে পারবে না। প্রথম বার (বের হবার আদেশ করা হলে) তোমরা বসে থেকেছ। তাই পিছনে থাকা লোকদের সঙ্গে বসেই থাকবে। তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে কখনো তার জন্য সালাত (জানাজা, দোয়া) করবে না, তার কবরেও দাঁড়াবে না। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করেছে এবং পাপিষ্ঠ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। (৯ তাওবাহঃ ৮৩-৮৪)

**স্বভাবঃ ২৯.** মুনাফিকরাও মসজিদ বানায়, মাদরাসাহ বানায়, মসজিদ পরিচালনা করে, মাদরাসাহ পরিচালনা করে। তবে তারা এসব করে..

- নিজেদের স্বার্থে /দলীল স্বার্থে,
- নিজেদের অপকর্ম ও দুষ্কৃতি আড়াল করার জন্য,
- দল ভারি করার জন্য,
- মুসলিমদের মাঝে দলাদলি ও বিভক্তি সৃষ্টির জন্য
- তথা নানা কুমতলব হাসিল করার জন্য। ইরশাদ হচ্ছে..

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)

**পটভূমিঃ** রাসূল সাঃর এক সাহাবী হানযালাহ বিন আবু-আ'মির। হানযালাহ অহুদ যুদ্ধের আগের দিন জামিলাহ নামী এক মহিলাকে বইয়ে করেন। (এক বর্ণনা মতে রাসূল সা. নিজে এ বিয়ের মোহর পরিশোধ করে ছিলেন।) হানযালাহ রাসূল সা.র অনুমোদন সাপেক্ষে হানযালাহ রাঃ যুদ্ধে না গিয়ে নব বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে রয়ে যান।
ফজর সালাতের পর আদায়ের পর হানযালাহ আবারো স্ত্রীর কাছে যান এবং স্ত্রী মিলন করেন। পরে যুদ্ধের অবস্থা সুচনীয় জেনে ফরজ ফসল না করেই তিনি রণাঙ্গনে চলে যান এবং যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন।
যুদ্ধের পর শহীদদের দাফন কালে রাসূল সা. বললেন আল্লাহর ফিরিস্তারা হানযালাকে গোসল করিয়েছে। তখন থেকে তার নামে যুক্ত হয় "গাসিলু-ল-মাকাইকাহ" (ফিরিস্তার গোসল করানো ব্যক্তি)
হানযালা রা.র পিতা আ'মির ছিল মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইর বন্ধু। রাসূল সা.র মদীনাহ আগমন এবং মদীনাহ কেন্দ্রিক ইসলামী সরকার ও সমাজ তাদের পছন্দ হয়নি।
আব্দুল্লাহ বিন উবাই বাহ্যত মুসলিম হয়ে গোপনে ইসলাম, ইসলামী সরকার ও ইসলামী সমাজের বিরধিতা করে গেলেও আ'মির প্রকাশ্য বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। আ'মির জাহেলী যোগ থেকেই রাহিব নামে খ্যাত ছিল। তাকে বলা হত আ'মির আল-রাহিব।
আ'মির আল-রাহিব অহুদ যুদ্ধে মদীনাহ থেকে পালিয়ে গিয়ে মুশরিকদের পক্ষ নিয়েছিল এবং যুদ্ধের পর মক্কা গিয়ে মুশরিকদের সাথে বসবাস শুরু করেছিল। রাসূল সাঃ তাকে বলতেন আ'মির আল-ফাসিক। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর আ'মির শামদেশে চলে যায়। সেখানে থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করে এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই মারা যায়।
মদীনাহর নিকটতম এলাকা কুবা। আ'মার বিন আ'উফ ও গু'মার বিন আ'উফ নামে দুই ভাই ছিল এখানকার আদি বাসিন্দা। এ দুই ভাইয়ের বংশধরগণ বানী-আ'মার ও বানী-গু'মার নামে পরিচিত হয়ে উঠে।
রাসূল সাঃর আগমনের পর মদীনাহর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যায়। ইসলামের প্রভাবে মানুষের জীবনে বিপ্লবী পরিবর্তন আসে। বানী-আ'মার ও বানী-গু'মার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায়।
বানী-আ'মার নেতারা ছিল সাচ্চা মুসলিম। তারা মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা নিজেদের সবকিছু রাসূল সাঃর উপর ছেড়ে দিয়েছিল এবং রাসূল সাঃর ইচ্ছায় নিজেরদের এলাকায় একটি মাসজিদ নির্মাণ করেছিল যা মাসজিদ কুবা নামে খ্যাত। পক্ষান্তরে বানী-গু'মার নেতারা ছিল মুনাফিক। তারা ইসলামী সমাজ ও বহিরাগত মুসলিমদের সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি।
আমির আল-রাহিব বণী-গু'মারের লোক। সে শামদেশে গিয়ে রাজা ক্বাইসারের কাছে সামরিক সাহায্যের আবেদন করে। সে চাচ্ছিল রোমান বাহিনী মাদীনাহ আক্রমণ করে ইসলামী সমাজ ও সরকার ভেঙ্গে দিক এবং ইসলামের নবী মুহাম্মাদকে হত্যা করুক। তার পরিকল্পনা বস্তবায়নে সহায়তার জন্য তারই পরামর্শে বানী-গু'মার এলাকায় একটি মাসজিদ বানানো হয়। বাহ্যত প্রচার করা হয়ঃ এলাকার মানুষের নামাযের জন্য মাসজিদটি বানানো হচ্ছে। কিন্তু আসলে মাসজিদটি বানানো হয়..

- আ'মির আল-রাহিবের লোকজনকে আশ্রয় দেবার জন্য
- ইসলামী সমাজ ও সরকারের বিরুদ্ধে আগত লোকজনকে সহায়তা করার জন্য
- মুসলিম সমাজে বিভেদ ও বিভক্তি তৈরি করার জন্য।

মাসজিদটি বানানোর পর উদ্বোধনের জন্য রাসূল সাঃকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু রাসূল সাঃ যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেননি। তিনি তাবুক থেকে ফিরে এসে আসবেন বলে ইচ্ছা পোষণ করেন। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়ঃ

যারা (ইসলাম ও মুসলিমদের) ক্ষতি সাধনের জন্য, কুফর (শত্রুদের সাহায্য) করার জন্য, মুঅমিনদের মাঝে বিভক্তি তৈরী করার জন্য, আল্লাহ ও রাসূল বিরোধীদের আশ্রয় দেবার জন্য, মাসজিদ বানায় এবং কসম করে বলেঃ সৎ উদ্দেশ্যেই আমরা কাজটি করেছি (এরা মুনাফিক) আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেনঃ এরা মিথ্যুক। তুমি এই মাসজিদে দাঁড়াবে না। যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম থেকেই তাকওয়ার উপর এটাই তোমার নামাযের উপযুক্ত। এতে (কুবা মাসজিদে, মসজিদ নববীতে) কিছু মানুষ রয়েছে যারা পরিচ্ছন্নতা (মল ত্যাগের পর পানি দিয়ে মলদ্বার ধৌত করা) পছন্দ করে। আল্লাহ পছন্দ করেন পরিচ্ছন্নদের। (তাওবাহঃ ১০৭-১০৮)

**আয়াতের উপর রাসূল সাঃর আমলঃ** আয়াতটি নাযিল হবার পর রাসূল সাঃ মালিক বিন দুখশুম, মায়া'ন বিন আ'দি, আ'মির বিন সাকান এবং ওয়াহশী (যিনি হামযা রাঃকে হত্যা করেছিলেন, পরে মুসলিম হয়ে ছিলেন এবং ভন্ড নবী মুসাইলামাহকে হত্যা করে ছিলেন।) রাঃহুমকে ডেকে পাঠালেন। এবং (৪ সদস্যের একটি ঝটিকা বাহিনী গঠন করে) বললেনঃ দ্রুত ছুটে যাও। এই পাপিষ্ঠদের মসজিদটি ধ্বংস করে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও।
আদেশ পেয়ে উনারা দ্রুত ছুটে গেলেন, মালিক বিন দুখশুম উনার ঘর থেকে আগুন নিলেন এবং ওই মাসজিদটি জ্বালিয়ে ভস্ম করে ধ্বংস করে দিলেন। (তাফসীর কুরতুবীঃ উক্ত আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে)

**আইন ও বিধানঃ** মল ত্যাগের পর টিস্যু, কাপড়, মাটি, পাথর বা এই জাতীয় অন্যকিছু দিয়ে মলদ্বার মুছে পরিষ্কার করাই যথেষ্ট। তবে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা উত্তম। পানি এবং টিস্যু উভয়টি ব্যবহার করা আরো উত্তম।

**স্বভাবঃ ৩০.** মুনাফিকরা বস্তুবাদী হয়। তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের কথার চেয়ে বস্তুবাদ বা বস্তু নির্ভর শক্তিতে বেশী বিশ্বাসী হয়। তারা বস্তুবাদী শক্তিতে ভীত হয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের কথায় আস্থাহীন হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

**إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12)**

তারা (শত্রুরা) উপর নীচ (পার্বত্য এলাকা ও সমতল) দুই দিক থেকে ধেয়ে আসছিল (গোটা আরবের সম্মিলিত বাহিনী দেখে) তোমাদের চোখ ভড়কে যাচ্ছিল, প্রাণ কন্ঠাগত হয়ে আসছিল, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করছিলে। তখনই মুঅমিনদের পরীক্ষা করা হয়েছে, মারাত্মক ভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছে। তখন মুনাফিক আর (মুনাফিকীর রোগে) রুগ্ন অন্তরের লোকেরা বলছিলঃ আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া (সাহায্যের) প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। (৩৩ আহযাবঃ ১০-১২)

**স্বভাবঃ ৩১.** মুনাফিকরা মৃত্যুভয়ে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে থাকে। তারা শত্রুর ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে যায় এবং অন্যদের ও পালাতে প্ররোচিত করে। অস্ত্রের যুদ্ধে ভীত হলেও কথার যুদ্ধে তারা বড়ই পটু হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (14)**

যখন তাদের কিছুলোক বলছিলঃ হে ইয়াছরিব (মদীনা) বাসী! (আজ) তোমরা দাড়াতেও পারবে না, তাই (ঘরে) ফিরে যাও। কেউ কেউ নবীর কাছে অনুমতি চেয়ে বলছিলঃ আমাদের ঘর অরক্ষিত, আসলে অরক্ষিত নয়, তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু পালিয়ে যাওয়া। শত্রু শহরে ঢুকে পড়লে এবং ফিৎনার (শিরকের) আহবান করলে তারা তাই করত, বিলম্ব তারা কমই করত। (৩৩ আহযাবঃ ১৩)

**قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (19)**

যারা (যুদ্ধ থেকে) পালিয়ে থাকে এবং অন্য ভাইদের বলেঃ আমাদের সঙ্গে থাকো; আল্লাহ তাদের খুব জানেন। যুদ্ধে তারা কমই যায়। তোমাদের কল্যাণে তারা খুবই কৃপণ। তুমি দেখবেঃ ভীতির সময় এলে এরা চক্ষু উল্টিয়ে তোমার দিকে চেয়ে থাকবে, যেন তাদের উপর মৃত্যু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ভীতি (যুদ্ধাবস্থা) চলে গেলে তেজস্বী যবান দিয়ে তোমাদের সাথে গলাবাজি করবে। কল্যাণ কাজে তারা খুবই কৃপণ। (যারা এমন করে) এরা মুঅমিন নয় (আল্লাহ যুদ্ধ ফরজ করেছেন আর এরা যুদ্ধ পছন্দ করে না। তাই এদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে) আল্লাহ এদের সকল আ'মাল বরবাদ করে দিয়েছেন। আল্লাহর জন্য এটা অতি সহজ। (৩৩ আহযাবঃ ১৮-১৯)

**স্বভাবঃ ৩২.** মুনাফিকরা কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে কাফিরদের সাথে মিত্রতা করে এবং মুঅমিনদের জন্য নানা সমস্যা তৈরি করে। আমাদেরকে সর্বদা এসবের সম্মুখীন হতে হবে এবং এসব কষ্ট সহ্য করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (48)**

কোনো কাফির বা মুনাফিকের আনুগত্য কর না, তাদের দেওয়া কষ্ট উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর। প্রতিরক্ষক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (আহযাবঃ ৪৮)

**স্বভাবঃ ৩৩.** তাকদীরের ব্যাপারে মুনাফিকদের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে নড়বড়ে। কোনো অঘটন ঘটলে মানুষকে দুষারোপ করা মুনাফিকদের আরেকটি স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ ۖ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (168)**

(অহুদে) দুই দলের মোকাবিলাকালে তোমাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আল্লাহর অনুমোদনেই। তিনি এমন করেছেন মুঅমিনদের ব্যাপারে বাস্তবে জেনে নিতে এবং মুনাফিকদের ব্যাপারটিও বাস্তবে জেনে নিতে। যাদের বলা হয়েছিলঃ আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা (দুশমনকে) প্রতিহত কর। তখন তারা বলেছিলঃ যুদ্ধ জানলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গী হতাম। তারা সেদিন ঈমানের থেকে কুফরের বেশী নিকটতম ছিল। তাদের মুখে এক, অন্তরে ভিন্ন। আল্লাহ জানেন তাদের গোপনীয় সব। তারা নিজে (যুদ্ধ থেকে) বিরত থাকে আর অন্যদের বলেঃ আমাদের কথা মানলে এভাবে মরতে হত না। বলঃ তোমরা সত্য হলে মৃত্যু থেকে নিজেকে রক্ষা কর। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৬৬-১৬৮)

**স্বভাবঃ ৩৪.** মুনাফিকরা ঈমানের বদলে কুফর গ্রহণ করে। ঈমান বিকিয়ে দিয়ে কুফর আমদানী করা মুনাফিকদের অন্যতম স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছে..

**وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177)**

যারা (মুসলিম নামধারী যেসব মুনাফিকরা) দ্রুত কুফরের দিকে ধাবমান হয়; তাদের নিয়ে ভেব না। তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান আখেরাতে তাদের কিছুই না থাকুক। তাদের তরে কঠিন আযাব। ঈমানের বদলে কুফর গ্রহণকারীরা আল্লাহর ক্ষতি করতে পারে না। তাদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। (আ-ল ই'ম রানঃ ১৭৬-১৭৭)

হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে প্রকৃত মুঅমিন হওয়ার তাওফিক দান কর, আমাদের হেদায়াত কর এবং সঠিক পথে পরিচালিত কর। আমীন।।

লেখক..
মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ
মুফতী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ।
০৮/০৫/২০২০ ঈসায়ী, ১৫ই রামাদ্বান ১৪৪১ হিজরি।

| | | |
|---|---|---|
| প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক | | আইসাহ সিদ্দীক্বাহ রাঃ বালিকা মাদরাসাহ, দিরাই, সুনামগঞ্জ। |
| প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক | | ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট (অনলাইন) |
| প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টর | | ইউরোপিয়ান জামিয়া ইসলামিয়া, বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য। |
| প্রধান উপদেষ্টা | | ইসলামিক প্রভিশন |
| মেম্বার হিয়ারিং ও ফতোয়া কমিটি | | মিডল্যান্ড শারীয়া'হ কাউন্সিল। |

www.muftisaeed.org.uk

## মন্তব্য

আল-হামদু লিল্লাহ! আল্লাহ্ পাকের অশেষ করুণা ও দয়ায় আমাদের সমাজের আলীম উলামাকে আরো উন্নত, আরো সহনশীল এবং দ্বীন গবেষনায় মুক্ত চিন্তার অধিকারী করে গড়ে তুলার লক্ষ্যে যেসব কর্মসূচী হাতে নিয়েছি এর অন্যতম একটি হল ফিক্বহ ও ইফতা বিষয়ক বিশেষ কোর্স। পুরুষ মহিলা সবার জন্য উন্মুক্ত এমন একটি অনলাইন কোর্স আমি পরিচালিত করছি। চার বছর মেয়াদী এই কোর্সের এখন আমরা ৩য় বর্ষে। কোর্সের মোট শিক্ষার্থী ৬জন।

**"মুঅমিন ও মুনাফিক"** নামক বইটির সফ্ট কপি সমাপ্ত করার পর ইফতা কোর্সের শিক্ষার্থীদের সাথে বিষয়টি শেয়ার করেছিলাম। উনাদের কয়েকজন বইটি পাঠ করে এর একটি তালখীস্ব তথা সংক্ষিপ্ত ভার্সন তৈরি করেছেন এবং লিখিত মন্তব্য করেছেন। আমাদের পাঠকদের জন্য উনাদের পাঠানো মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হল..

### আলিমা লুবনা আকতার

আল-হামদু লিল্লাহ! আল্লাহ পাকের অশেষ দয়ায় **"মুঅমিন ও মুনাফিক"** নামক বইটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি এবং এর একটি সারসংক্ষেপও তৈরি করেছি। বইটিতে খুবই গুরুত্বপূর্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে মুঅমিন, মুনাফিক ও ফাসিক পরিচিতি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এতে পাঠকগণ অতি সহজেই মুঅমিন, মুনাফিক ও ফাসিক চিনতে পারবেন এবং পার্থক্য নির্নয় করতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

বইটিতে মুঅমিনের পুরস্কার, মুনাফিকের পরিণাম, ফাসিকের পরিণতি সম্পর্কে কুরআন হাদীছের দলীল সহকারে সুস্পষ্ট বর্ননা দেয়া হয়েছে, এতেকরে সন্দেহাতীত ভাবে বিষয়টি ফুটে উঠেছে। আশাকরি বইটি পাঠ করার পর আমাদের অন্তরাত্মা জেগে উঠবে এবং আমরা সবাই মুনাফিকী ও ফাসিকী থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করব, ইন শা-আল্লাহ।

বইটিতে মুনাফিকের স্বভাব এবং মুঅমিন হবার উপায় দলীলসহ স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। ফলে মুনাফিকী থেকে বেঁচে থাকার পথ এবং মুঅমিন হবার উপায় একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই আখেরাতে মুক্তিকামী ভাইবোনদের জন্য মুনাফিক্বী থেকে বেঁচে থাকতে এবং মুঅমিন হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে বইটি পাথেয় হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি।

আসলে এ বইয়ের প্রতিটি বিষয়ই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ন। কারণঃ জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই মুনাফিকী থেকে বাঁচতে হবে এবং মুঅমিন হতে হবে। আর এই দুইটি বিষয়ই এখানে সাবলীল ভাষায় একেবারে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। বইটির ভাষা এতোই সহজ যে; উচ্চ শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত সবাই সহজেই বোঝতে পারবেন, ইন শা-আল্লাহ।

পরিশেষে দোয়া করি আল্লাহ্ পাক যেন লেখকের এই মেহনত কবুল করেন এবং দুনিয়া আখেরাতে যেন উনার ও আমাদের সকলের কল্যাণ করেন। আমীন!!

আলিমা লুবনা আকতার
শিক্ষিকাঃ আ'ইশাহ সিদ্দীক্বাহ রাঃ বালিকা মাদরাসাহ, নাসিরপুর, দিরাই, সুনাম গঞ্জ।
শিক্ষার্থীঃ সার্টিফিকেট কোর্স; ফিক্বহ ও ইফতা,

### হাঃ মাওঃ ইয়াহইয়া বিন হাবীব

আল-হামদু লিল্লাহ! আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য শুকরিয়া যিনি আমাদেরকে মুসলিম বানিয়েছেন। তারপর আমাদেরকে সামান্যতম দ্বীনি ইলম শিক্ষা করার তাওফিক দান করেছেন।

ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার জন্য আমাদেরকে মুঅমিন হতে হবে কিন্তু শয়তান আমাদের পিছনে লেগেই আছে। শয়তানের কাজ মুসলিমদেরকে ঈমানশূন্য করে মুনাফিক বানিয়ে ফেলা। শয়তান তার এজেন্ডা বাস্তবায়নে দিনরাত চেষ্টা করে যাচ্ছে আর শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে কত মুসলিম।

মানুষ কিভাবে মুনাফিকী থেকে বেঁচে থাকতে পারবে, কিভাবে নিজেকে সংশোধন করে প্রকৃত মুঅমিন হতে পারবে? এসব বিষয় নিয়ে মুফতী (শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ) সাহেব হুজুর ছোট্ট একটি পুস্তিকা লিখেছেন। আমি এই পুস্তিকাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি এবং এর একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করেছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস; যে কেউ মনযোগ সহকারে পুস্তিকাটি পাঠ করলে এবং বাস্তব জীবনে ইহা মেনে চললে সে একজন মুঅমিন হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে, ইন শা-আল্লাহ।

আল্লাহ্ পাক যেন এই পুস্তিকা সহ হুজুরের সকল মেহনত কবুল করেন, মহান প্রভূর নিকট এই ফরিয়াদ করছি।

ইয়াহইয়া বিন হাবিব
শিক্ষকঃ আ'ইশাহ সিদ্দীক্বাহ রাঃ বালিকা মাদরাসাহ, নাসিরপুর, দিরাই, সুনাম গঞ্জ।
শিক্ষার্থীঃ সার্টিফিকেট কোর্স; ফিক্বহ ও ইফতা,

### আলিমা উম্মে কুলছুম জুলায়খা

আল-হামদুলিল্লাহ!

আমার সম্মানিত উস্তাদ জনাব মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ সাহেবের লিখা ' মুঅমিন ও মুনাফিক ' বই খানায় চোখ বুলিয়ে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছি। যাহাতে সকল মুঅমিন মুসলমানদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বইটি পাঠ করলে একজন মুসলমান জানতে পারবে মুঅমিন এবং মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, যা জানা একান্ত জরুরী। মুঅমিন, মুনাফিক এবং ফাসিক এই তিন শ্রেণির মানুষের মধ্যে বর্তমান দুনিয়ায় মুনাফিক এবং ফাসিক শ্রেনীর মানুষই বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যাদের বিস্তারিত পরিচিতি এখানে তোলে ধরা হয়েছে। ইহা আমাদের জন্য বড়ই ভয়াবহ ব্যাপার কিন্তু আমরা এবং আমাদের সমাজের মানুষগুলো এব্যাপারে একদম বেখবর।

আমি বই খানা সম্পুর্ণ পড়ে এর একটি সংক্ষিপ্ত ভার্সন তৈরী করেছি। বইটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, কারণ এখানে প্রত্যেকটা বিষয়ে কোরআন ভিত্তিক দলিল পেশ করা হয়েছে। আমি আশাবাদী যে বা যারা এই পুস্তক অধ্যায়ন করবে, নিশ্চয় উপকৃত হবে।
মহান রবের নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন এই কিতাব খানা কবুল করে সম্মানিত লেখক এবং পাঠকগণের নাজাতের উছিলা হিসাবে গ্রহণ করেন। আমিন!

জুলায়খা
শিক্ষিকাঃ আ'ইশাহ সিদ্দীক্বাহ রাঃ বালিকা মাদরাসাহ, নাসিরপুর, দিরাই, সুনাম গঞ্জ।
শিক্ষার্থীঃ সার্টিফিকেট কোর্স; ফিক্বহ ও ইফতা,

## আলিমা ফাহিমা সুলতানা

আল-হামদু লিল্লাহ্ !
এটি একটি চমৎকার বই, ঈমানকে কেন্দ্র করে ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তিনটি শ্রেণিকে লেখক এখানে চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি মুঅমিনের পক্ষে একগুচ্ছ প্রামাণ্য পয়েন্ট পেশ করে চমৎকাররূপে মুঅমিন ও তার ঈমানের উপকারিতাগুলো তুলে ধরেছেন। পক্ষান্তরে মুনাফিকের নেফাকের অপকারিতা ইহকালীন ক্ষতি ও পরিণতি, শরিয়তের বিধান এবং নেফাকের পরকালীন ভয়াবহতাকেও অপূর্ব ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। সবশেষে ফাসিক ও মুঅমিনের অবস্থানটুকু তুলে ধরে উম্মতকে পাপাচার থেকে ফিরিয়ে আনার চমৎকার প্রয়াস পেয়েছেন।
বইটি পড়ে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি এবং এর একটি সারসংক্ষেপও তৈরি করেছি। কারন বইটিতে একজন মুসলিম কিভাবে নিজেকে খাটি মুঅমিন হিসাবে গড়ে তুলবেন সেইসব দিক নিদের্শনা দেয়া হয়েছে।
এবই বারবার আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটাই; আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের মুক্তি এবং এই মহান উদ্দেশ্যে সফল হতে হলে আমাকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে।
বইটি পড়ে এটাও বোঝে নিয়েছি যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হলে খুব জমকালো আয়োজনের প্রয়োজন হয় না বরং নিজেকে মুঅমিন হিসাবে গড়ে তুলাই যথেষ্ট।
প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন! আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন, নিজেকে খাটি মুমিন হিসাবে গড়ে তুলুন। মনে রাখবেনঃ যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে চায়, আল্লাহ তার জন্য সকল প্রতিবন্ধকতাকে সহজ করে দেন।
পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি; তিনি যেনো লেখকের এই প্রয়াসকে কবুল করে এর প্রতিদান ওপারের জন্য রেখে দেন,!
হে আল্লাহ! আমি তোমার দিকে ফিরে আসতে চাই! তুমি আমাকে তোমার দিকে ফিরে আসার তাওফিক দান কর, মালিক! ইয়া আল্লাহ তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও! আমাদের উদ্দেশ্য সফল করে দাও!! এবং আখেরাতের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দাও!!! আ-মীন।

ফাহিমা সুলতানা
গলিশাল, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
শিক্ষিকাঃ আ'ইশাহ সিদ্দীক্বাহ রাঃ বালিকা মাদরাসাহ, নাসিরপুর, দিরাই, সুনাম গঞ্জ।
শিক্ষার্থীঃ সার্টিফিকেট কোর্স; ফিক্বহ ও ইফতা